CONTENT

Wednesday, the 6th February, 1991.

Thursday, the 7th February, 1991.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LLAEGISTIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTIONS OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Wednesday, the 6th February, 1991 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyothmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Six Ministers, Nine Ministers of State and 38 Members, Hon'ble Deputy Speaker & Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার : আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে যে কোন নাম্বার বলবেন সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ৮ কুলাই তফশিলী উপজাতি বিধানসভা কেন্দ্রে বহুদিন আগেই কাঁঠালছড়া, ধুমাছড়া ও আমবাসা তিন জায়গাতে পি, এইচ, সি, করার জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত উক্ত পি, এইচ, সিগুলির জন্য কাজ শুরু করা হচ্ছে না,

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারন কি,

৩। কতদিনের মধ্যে উক্ত পি, এইচ, সিগুলি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

১। ধুমাছড়া ও আমবাসাতে নূতন নর্ম অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার পরিকল্পনা

আছে। কিন্তু কাঁঠালছড়াতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার পরিকল্পনা গ্রহীত হয় নাই।

২। নূতন নর্ম-এর জন্য প্রয়োজনীয় অন্তবর্তীকালীন কাজ যথা প্ল্যান, এষ্টিমেট ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে।

৩। ১ নং এবং দুই নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, আমবাসা ও ধুমাছড়াতে পরিকল্পনা আছে কিন্তু কাঁঠালছড়াতে পরিকল্পনা নেই এটা সম্ভবতঃ সত্য নহে। দপ্তরভিত্তিক ইনষ্ট্রাকশ্যান দেওয়া হয়েছে এবং সাইড সিলেকশ্যান করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। জনসাধারণের স্বার্থে একটা জায়গাও সিলেকশ্যান করা হয়েছে। এই সাইড সিলেকশ্যান করার জন্য আমরা আলোচনাও করেছি। আমি একজন এম. এল এ. হিসাবে বলছি এই ঘটনা সত্য নয়। রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে। এ. ডি. সি. থেকেও বলা হয়েছে। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে এখন প্রপোজাল তা টিকিয়ে আছে। রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে রিলিজ হয়ে গেলেই আশা করা যাচ্ছে এই কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে। এটা ঠিক নয়, কারন এ. ডি. সিও সাইড সিলেকশ্যান করেছেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার. কাঁঠালছড়া নামে টিলাতে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই নামটা সম্ভবতঃ ভুল হয়েছে। কারণ, কাঁঠালছড়ায় একটা বাজার আছে সেই বাজারটির নাম নেপাল টিলা।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—ধন্যবাদ। তাহলে সেখানে একটা পরিকল্পনা আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পরিকল্পনা আছে। কিন্তু কত দিনের মধ্যে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে, এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, প্ল্যান এবং এষ্টিমেটের কাজ চলছে। এষ্টিমেট পেয়ে গেলে স্যাংশান দিয়ে কাজ শুরু করা হবে।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়

জানাবেন কিনা, ঠিক অনুরূপ মাছমারাতে একটা পি, এইচ, সি, সেংশান করে, সঙ্গে প্ল্যান, অ্যাসটিমেট করে পাঠানো হয়েছে, তা কবে পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার মাছমারাতে আমাদের নিশ্চয়ই অ্যাপ্রোভেল আছে। যদি অ্যাসটিমেট, ডিজাইন সবগুলি এসে যায় আমরা কাজটা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার : —শ্রীসমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭১।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭১।

প্রশ্ন

১। ডাকমাছড়ায় উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাবার প্রসেসিং এবং তার বাই প্রোডাক্টস উৎপাদনের জন্য যে শিল্প ফ্যাকটরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি ?

২। যদি এখনও না হয়ে থাকে তবে এই শিল্প কারখানার জন্য যে সকল মূল্যবান যন্ত্রাংশ এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কেনা হয়েছিল সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে ?

৩। এই উন্নতমানের প্রসেসিং ইউনিট সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি কি বাতিল করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ডাকমছড়ায় রাবার প্ল্যানটেশন সেক্টার একটি লেটেক্স সেন্টিফিউজিং ফ্যাক্টরী এবং ক্রেপ মিলের প্রতিষ্ঠানের কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে আছে। আগামী এক বছরের মধ্যে ফ্যাকটরীটি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

২। উক্ত রাবার প্রসেসিং ফ্যাকটরীর জন্য যে সমস্ত মূল্যবান যন্ত্রাংশ এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কেনা হয়েছিল সেগুলো বর্তমানে ডাকমাছড়ায় ফ্যাকটরী শেডে রাখা হয়েছে।

৩। না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা ৪ বছর আগের সমস্ত যন্ত্র কিনে রাখা হয়েছে।

তাকমাছড়া বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান, শেড সমস্ত তৈরী হয়ে গেছে। আজকে ৩ বছর পার হয়ে গেল এখন পর্যন্ত প্রসেসিং-এ আছে, প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, আসলে এগুলি আদৌ আছে কিনা, কি অবস্থায় আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আগামী ১বছরের মধ্যে সেটার উৎপাদন শুরু হবে। আমি বলেছি যন্ত্রাংশ শেড ঘরে রাখা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, কাজটা ৪ বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে তারজন্য এই সমস্ত ইট, ষ্টীল, সিমেন্ট রাখা হয়েছিল। সেগুলির ইতিমধ্যে চুরি হয়েছে অনেক। সেই ইট, সিমেন্ট নিয়ে এইখানে মনুবাজারে কংগ্রেস (আই) অফিসও তৈরী হয়েছে। এইখানে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা কখন এই কাজটা শেষ হবে ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি আগামী ১ বছরের মধ্যে ফ্যাক্টরীটি চালু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন এই ইট, সিমেন্ট এইসব জিনিস নিয়ে পার্টি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। উনি যখন বলেছেন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব। এইরকম কোন ঘটনা উনাদের আমলে হবে। আমরা এই কোটি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এইরকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার দৃষ্টিতে আসেনি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এইটা যিনি এই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ফ্যাক্টরী তৈরী হলে পরে উদয়পুরের বদলে সেটা তৈরী হবে। অনেক রাবারসীড তৈরী হয়ে পড়ে আছে। গুরের মধ্যে, ১ কোটি টাকার মত। ৩ বার টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। প্রথমবার রেইট হয়েছে ২৫ পারসেন্ট তারপর ২১ পারসেন্ট এবং গত যে নভেম্বর মাসে রেট ১৮ পারসেন্ট। যেহেতু উনাদের নিজেদের পছন্দমত লোক সেই কাজটা পাচ্ছেনা, সেই রেইটটা পাচ্ছে না, কোটি টাকার উপরে রাবার সীড পড়ে আছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তাড়াতাড়ি হলে পরে সেখানে এইগুলি করতে পারবেন। দপ্তরের মন্ত্রীর এই যে আয়ের পথ সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানতে চাই।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। এইখানে বলা হয়েছে ফ্যাক্টরীর কাজ কবে শেষ হবে ? খুব শীঘ্রই ১বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে। স্যার মাননীয় সদস্য বাবারের কথা যেটা বলেছেন সেটাত এই প্রশ্নের সংগে রিলেটেড নয়, যেহেতু রিলেটেড নয় সেইহেতু এই প্রশ্নের উত্তর এইখানে দেওয়া যাচ্ছেনা।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদলবাবু যদি ইচ্ছা করেন তাহলে গিয়ে দেখতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :—স্যার, এই চার বছর কেন দেরী হল, তার কোন কারণ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : স্যার সপ্তম যোজনাকালে ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে উত্তর পূর্ব পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকমা ছড়ায় একটি লেটেক্স সেন্ট্রিফিউজিং ফ্যাক্টরী এবং ক্রেপসিল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী কারখানা গৃহের নির্মাণকার্য্য শুরু হয় এবং এগুলি বর্তমানে প্রায় সম্পুর্ণের পথে। কারখানাটি চালু করার জন্য আরও কিছু নির্মানকার্য্য সম্পুর্ণ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব পর্ষদ অষ্টম যোজনাকালে কারখানাগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে সম্মত হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার জবাব উনি বলেননি, একটা বিলডিং করতে চার বছর সময় লাগে কি করে।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) : স্যার, কাজ প্রায় শেষ হবার পথে, কিছু কিছু উন্নতমানের কাজ করানোর জন্য কাজটা শেষ হতে ডিলে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার-১১৯।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি করাল হাসপাতাল আছে,

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর হাসপাতালটিকে রুরাল হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

৩। যদি থেকে থাকে কবে পর্যান্ত আশা করা যায়। ৪। আর যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে ৮টি গ্রামীন হাসপাতাল আছে।

২) নেই। একটি গ্রামীন হাসপাতালের জন্য ৮০হাজার থেকে ১লক্ষ ২০ হাজার জনসংখ্যার প্রয়োজন। মোহনপুর ব্লকের জনসংখ্যা ১,৩৫,২০২ (১৯৯১ আদমশুমারী অনুযায়ী)। উক্ত ব্লকের অধীন কাতলামারাতে একটি গ্রামীন হাসপাতাল করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী উক্ত ব্লকে আর কোন গ্রামীণ হাসপাতাল করা যায় না।

(৩) প্রশ্ন আসে না। (৪) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে, ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোকসংখ্যা হলে সেখানে দেওয়া যেতে পারে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মোহনপুর ব্লকের কাছাকাছি কয়েকটা ব্লক নিয়ে যেমন মধু চৌধুরী হতে শুরু করে জতি উপজাতির একটা দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটা সেখানে ১ লক্ষের উপর লোক হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না। কারণ, এইটা অনেকদিন আগের এই বিধানসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে এইটা অবস্থিত সেই দিক থেকে বিবেচনা করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি. স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা কাতলামারাকে মোহনপুর ব্লকে সিলেক্ট করেছি। তদুপরি অষ্টম পরিকল্পনায় নূতন কোন গ্রামীন হাসপাতালের মঞ্জুরী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাইনি। আর যেগুলি অনুমোদিত হয়েছে সেগুলি যেমন মজুমদার, সোনামুড়া, অম্পিনগর সেগুলির কাজ যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা নূতন করে যদি কনসিডার করতে পারি তাহলে করব।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে এখানে জানালেন যে, ৮০ হাজার লোক না হলে গ্রামীণ হাসপাতাল করা যায় না-এইটা স্যার, অন্ ইওয়া ক্রাইটেরিয়া হতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের যে অবস্থা যোগাযোগের দিকে বা

ভৌগোলিক দিক দিয়ে একটা পশ্চাদপদ রাজ্য, ইত্যাদি কারণে এই যে জনসংখ্যাটা স্যার, এইখানে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বসবাস করেন ফলে এই জনসংখ্যা এইখানে বিচার করা ঠিক নয়। ভৌগোলিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এই রাজ্যে যাতে জনসংখ্যা বিচার না করে গ্রামীণ হাসপাতাল করা যায় তার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে, আমাদের রাজ্যে ভৌগোলিক কারণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এইখানে এই জনসংখ্যাটা বিচার্য্য বিষয় হওয়া ঠিক নয়। এই ভৌগোলিক কারণের জন্য আমরা খেদাছড়া, ভামুন, খোয়াইফা ইত্যাদি ট্রাইবেল এরিয়াতে এই পি, এইচ, সি, কনসিডার করেছি। লোকসংখ্যা না হলেও আইসোলেশন প্লেসগুলিতে এইটা করেছি। এবং এখন যে সমস্ত গ্রামীণ হাসপাতাল করা হচ্ছে সেগুলির কাজ শেষ হলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব যাতে আরো বেশী করে গ্রামীণ হাসপাতাল করতে পারি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর): সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে ১৯৭৮ সালে কল্যাণপুর পি, এইচ, সি গ্রামীণ হাসপাতালের রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সেখানে আরো শয্যা বাড়ানো হয়েছে, এবং কোয়ার্টারস্ ইত্যাদি নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু স্যার, এখন পর্যন্ত সেখানে কোন শয্যা বাড়ানো বা হাসপাতালের উন্নতি করার জন্য কোন কাজ করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এইটা কেন করা হচ্ছে না, তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমরা পি ডব্লিউ, ডি-কে লিখেছি এবং তাদের নিকট থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর এবং এখানে জায়গার ব্যাপারে কিছু ডিসপিউট ছিল সেগুলিও প্রায় মীমাংসার পথে কাজেই, সেগুলি সব ঠিক হয়ে গেলেই এইটা আমরা করব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোহনপুর হাসপাতালটির জন্য ১৯৮৮ইং সালেই সেংসান ছিল। কিন্তু কি কারণে সেটা হচ্ছে না, নাকি অফিসিয়েল গাড়িমসির জন্য এইটা হচ্ছে না, তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, মোহনপুর ব্লক এলাকায় একটি কমিউনিটি

হাসপাতাল করা দরকার। ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদির সুবিধা থাকায় আমরা কাওলাম'রা সিলেক্ট করেছি এই গ্রামীণ হাসপাতাল করার জন্য।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মোহনপুরে গ্রামীন হাসপাতাল করার জন্য সেংসান ছিল। তা ছাড়া সেখানে পপিউলেশন আছে সেখানে এই হাসপাতালটি করা হচ্ছে সেটা সীমান্ত অঞ্চল এবং লোকসংখ্যাও নেই। অথচ আমাদের মোহনপুরে এটা করার জন্য সেংসান ছিল সেটা এখন কেন ক্যানসেল করা হল তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেনকি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :– মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বার বারই বলেছি যে, ১৯৯১ এর সেনসাস অনুযায়ী যদি লোকসংখ্যা হয়ে থাকে তবে সেটা আগামী বছরেই আমরা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৯।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : – মিঃ স্পীকার স্যার, এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৯

প্রশ্ন

১) ডাক্তারদের ক্ষেত্রে প্রমোশনের সিষ্টেম কি
২) ডাক্তারদের ক্ষেত্রে গ্রেডেশান প্রথা চালু আছে কি ?
৩) থাকিলে তা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়,
৪) যদি চালু না থাকে তবে ডাক্তাররা প্রমোশানের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা,
৫) এই বঞ্চনা অবসানের জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিস রুলস্ অনুসারে বর্তমানে ডাক্তারদের যোগ্যতা অনুযায়ী সিকিউরিটির ভিত্তিতে সিলেক্শন কমিটির মাধ্যমে প্রমোশন প্রথা চালু আছে।
২) আছে।
৩) ক) পাঁচ বছর চাকুরীঅন্তে একজন গ্রেড-৫ মেডিকাল অফিসার গ্রেড-৪'এ প্রমোশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

খ) গ্রেড ৪-এ সাত বৎসর জেনারেল পোস্ট অথবা ৫ বছর জুনিয়র স্পেশালিস্ট হিসাবে কাজ করার পর গ্রেড ৩ এ প্রমোশান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

গ) গ্রেড-৩ হিসাবে পাঁচ বছর স্পেশালিষ্ট হিসাবে অথবা সাত বছর জেনারেল পোস্টে চাকুরী করার পর গ্রেড ২-এ প্রমোশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন

ঘ) গ্রেড ২ হিসাবে পাঁচ বছর চাকুরী করার পর গ্রেড ১ এ প্রমোশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

৪) এই ব্যবস্থার প্রশ্ন আসে না।

৫) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীগোরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, সরকারী হাসপাতালের অনেক ডাক্তারই আছেন যারা নন প্রেকটিসিং এলাউন্স পাওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালের বাইরে রোগী দেখে টাকা উপার্জন করছেন এবং এতে হাসপাতালের রোগীদের বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, নন প্রেকটিসিং এলাউন্স পাচ্ছেন আবার বাইরে প্রেকটিস্ করছেন সেই তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে ডাক্তারদের ৫টি গ্রেড আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, গ্রেড ৩ পর্যান্ত পৌঁছালেই অবসর গ্রহণের সময় এসে যায়। বর্তমানে জুডিসিয়াল সার্ভিসে যেভাবে সেভাবে পরীক্ষামূলকভাবে করা যায় কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) —মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমান টি; সি, এস, রুলস্-এর মাধ্যমে এই অবস্থা চলছে। এরজন্য হয়ত রুলসটি এমেণ্ডমেন্ট করানো প্রয়োজন হতে পারে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে যেসমস্ত ডাক্তার এখনও বেকার

বসে আছেন তাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিম্বাং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই মাত্র বললাম যে, রুলসটি সংশোধন করা হলে কিছু প্রমোশনের সুযোগ আসবে এবং নূতন পোষ্টও খালি হবে। তখন কিছু ডাক্তার আমরা নিয়োগ করতে পারব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুনিয়ার ডাক্তার যারা আছেন তাদের অনেকেই ...ডির জন্য বাইরে যেতে চান। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাউকে দেওয়া হয় আবার কাউকে দেওয়া হয় না, এই তথ্য সত্যি কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অভিযোগটি সম্পূর্ণ অসত্য। এই ব্যাপারে কোন ধরনের দলবাজী বা অন্য কিছুই করা হয় না। শুধু মাত্র যোগ্যতার নিরিখে ডাক্তারদের বাইরে হায়ার স্টাডির জন্য পাঠানো হয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুনিয়ার ডাক্তার এসোসিয়েশান এটা কি কোন দলভুক্ত সংস্থা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— না এরকম কিছু নয়।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা যে, কতজন তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতি ছাত্র এম. বি বি. এস পাশ করে আসছেন ? এবং মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দরখাস্ত করেছেন কিন্তু তাদেরকে পোষ্ট খালি থাকা সত্ত্বেও তাদের ঐ পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন, এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইরকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীসুকুমার বর্মন (বনগড়) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১

QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় নলছড় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমান সময়ে ডাক্তার আছে কি ?

২। উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ১২ বেড-এর স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। আছে।

২। নাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, গত এক বছর যাবং নলছড় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে ডাক্তার উনাকে মেলাঘর সাবডিভিশন হাসপাতালে ডেপুটেশান নেওয়া হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার না থাকায় রোগীরা এসে সেখানে কোন ঔষধপত্র পাচ্ছেনা, এবং দেখার কোন সুযোগ পাচ্ছেনা। শুধু ডাক্তার না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ঔষধপত্রের কোন ব্যবস্থা নেই, এই রকম একটা চরম অবস্থা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অসত্য এবং ডাক্তারের নাম আমাদের কাছে আছে। কাজেই উনি যে অভিযোগ করেছেন এটা সঠিক নয়।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১ এর ২ নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, এই উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে ১২ শয্যাবিশিষ্ট প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের প্রোগ্রাম আছে বলে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানিয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতে চাই যে, শনিছড়া এবং যশপাতে প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরের মধ্যে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার সঙ্গে কোন রিলেটেড না। তবু আমি বলছি যে, শনিছড়াতে আমাদের এখন কোন পরিকল্পনা নেই। তবু আমরা সেটা প্রয়োজন হলে খতিয়ে দেখব। তবে যশদা এবং জয়শ্রীতে পি. এইচ. সির পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসুবোধ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে কিনা? আর মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, শনিছড়াতে কোন পরিকল্পনা নেই। এটা মাননীয় স্পীকার মহোদয়েরও জানা আছে এবং আমাদের কাঞ্চনপুরের প্রতিনিধি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে। এই যে শনিছড়া, এটা দুর্গম এলাকা। আসামের লাংগাই এলাকা থেকে শুরু করে সমস্ত এলাকা, সেখানে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এই যে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ আছে এখন তাদের কোন চিকিৎসার সুযোগ নেই। এটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে কিনা, যাতে ১৯৯১ ৯২ সনের মধ্যে এটা মঞ্জুর করা হয় এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শুরু হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় দেখবেন কিনা?

কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সেটা খতিয়ে দেখব, সেখানে আগামী বছরের মধ্যে অনুমোদন করে সেটা স্থাপন করা যায় কিনা।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডাক্তার সম্পর্কে আলোচনায় প্রশ্নটি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি জানতে চাই যে, ধুমাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ডাক্তার রীতিমত যান না এবং থাকেন না। আর আমবাসা উপনগরী ডিস্পেনসারীতে রীতিমত ডাক্তার যান না এবং থাকেন না, আর ছামনু হাসপাতালের ডাক্তারমশাই আমাদের বি, এ, সি, মিটিংও আসেন না, এই সব বিষয় মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কিনা? যদি জানা না থাকে তাহলে এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা? সমস্ত সেন্টারের ডাক্তার রীতিমত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : স্যার, এই রকম কোন খবর আমার কাছে নেই।

তবে মাননীয় বিধায়ক যখন এই ধরণের একটা অভিযোগ করেছেন, তখন সেটা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর বিরাং :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, দিবাবাবু তো ডাক্তারদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে গড় হাজিরার কথা বলছেন। আমি বলছি, অনেক সময় দেখা যায় যে, ঐসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ঔষধের একটা আকাল থাকে। ফলে রোগীরা সেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পায় না। কাজেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যাতে ঔষধের কোনরকম আকাল না হয় সেদিকে দয়াকরে লক্ষ রাখবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার এই ধরনের একটা প্রশ্ন আছে। যখন সেই প্রশ্নটা আসবে, তখন আমি এর উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) : স্যার, ইর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন ইট ভাট্টার সংখ্যা কত এবং বছরে কত শ্রমিক ঐ ভাট্টাগুলিতে কাজ করে?

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে ঐ ভাট্টাগুলিতে কত ইট উৎপাদিত হয়েছিল ও তার বিক্রয়মূল্য কত?

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে কতটি ভাট্টা কাজ চলিতেছে ও কত শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রনে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের অধীন মোট ১৬টি ইট ভাট্টা আছে। এই ইট ভাট্টাগুলিতে উৎপাদনের মরশুমে প্রায় ২,২০০ জন শ্রমিক কাজ করেন।

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে উৎপাদন এখনও শেষ হয় নি। তবে গত ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং পর্যান্ত মোট উৎপাদনের পরিমান হল ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার ইট। যার বিক্রয় মূল্য হল ৩৪ লক্ষ টাকা।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে মোট ১২টি ইট ভাট্টায় কাজ চলিতেছে এবং এতে শ্রমিক সংখ্যা ১,৮২৪ জন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে তথ্য দিলেন, তাতে জানা গেল যে, রাজ্যে মোট ১৬টি ইট ভাট্টা আছে এবং এই বছরে তার মধ্যে ১২টিতে কাজ চলছে এবং সেগুলির শ্রমিক সংখ্যাও প্রায় অর্ধেকের কাছে নেমে এসেছে। কাজেই, এই ইট ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি এবং শ্রমিক সংখ্যাও কমে যাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : স্যার, আমাদের এই ইট ভাট্টাগুলি চালাতে যে শ্রমিকের প্রয়োজন, সেটা আমরা বহিঃরাজ্য থেকে এনে থাকি। বিশেষ করে বিহাররাজ্য থেকে বেশীর ভাগ শ্রমিক এনে থাকি। কিন্তু গত বছরে বিহারে বিভিন্ন গণ্ডগোল হওয়ার ফলে ঐ জায়গার থেকে অন্য বছরের তুলনায় প্রয়োজনীয় শ্রমিক আমরা আনতে পারিনি তারজন্যই সব গুলি ইট ভাটা চালু করা যায় নি। আর দ্বিতীয় কারণ হল ইট ভাট্টাগুলি চালু করবার প্রথম দিকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ অতি বৃষ্টি হওয়ার ফলে, সেগুলি আর চালু করা যায় নি।

নকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এসব ইট ভাটা ছাড়াও আমাদের এই রাজ্যে একটা মেকানাইজড ইট ভাট্টা রয়েছে, শুনা যাচ্ছে যে, সেটা নাকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে কাজেই, কি কারনে সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দয়া করে আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — স্যার উনি মেকানাইজড ইট ভাটা সম্পর্কে যে তথ্য

চেয়েছেন, সেটা এক্ষুনি আমার কাছে নেই কাজেই, আমাকে তথ্য সংগ্রহণ করে, সেটা দিতে হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা, যে বামফ্রন্টের আমলে এসব ইট ভাট্টাতে যে ইট তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলি দিয়ে যে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, সেই সব রাস্তায় এখন আর গাড়ীগুলি চলতে পারে না। কাজেই তখন যে ইট তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ড নন ষ্ট্যাণ্ডার্ড তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা এবং ইট ভাটাগুলিতে যাতে আর নন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইট না তৈরী হতে পারে, সেদিকে সরকার দৃষ্টি দেবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:**— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন ইটভাটাগুলিতে অনেক দুর্নীতির আখড়া ছিল। আমরা সরকারে এসে দেখেছি তাদের আমলে প্রচুর টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। এখন সরকার এই ইটভাট্টাগুলিতে ফাষ্টক্লাশ ইট উৎপাদন করছে। মাননীয় সদস্য দীপক নাগ মহোদয় চেয়ারম্যান হিসাবে খুব গুরুত্বসহকারে এই কাজ পরিচালনা করেছেন, এবং বেশীরভাগ ইট ফাষ্টক্লাশ হচ্ছে। এগুলি এখন পি, ডব্লিউ, ডি এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলি নিয়ে কাজ করছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৮টি ইট ভাটার মধ্যে ছয়টা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১২টা চালু আছে। এই ৬টা কি কারণে বন্ধ হলো, বাকি ১২টা-তে অগ্নি সংযোগ করা হয় নি। তার কারণ কি ? ৩০ লক্ষ টাকা নাকি টেক্সের বাকী পড়ে আছে যার ফলে ভাট্টাগুলি কয়লা কিনতে পারছে না ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি ১৬টি, আঠারটি নয়। এই বছর ২টিতে কাজ হয়েছে। বিগত দিনে উনারা অনেক টাকা ফেলেটেক্স

বাকী রেখে গিয়েছিলেন। আমরা এই সরকারে এসে কিছু টাকা রিপেমেন্ট করেছি। ৪টি ভাট্টার কাজ বন্ধ আছে। শ্রমিকের অভাবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বন্ধ আছে। বাকী ১২টিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

শ্রীদীপক বাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকার শুধু সেল টেক্সের টাকা নয় তারা পি, ডাব্লিউ, ডি এর কাছে অনেক টাকা বাকী রেখে গেছেন। সেই টাকা এখন এস. আই. সিকে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রচুর টাকা ওরা দেনা রেখে গেছেন, সে টাকা এখন আমাদেরকে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, সরকারী ইটভাটাগুলিতে উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং উৎপাদন কম হচ্ছে বলে যারা প্রাইভেট ইট উৎপাদন করছে তারা ইটের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সরকারী ইট ভাটাগুলিতে উৎপাদন কমানো হচ্ছে। যারা ব্যক্তিগতভাবে ইট উৎপাদন করছে, তাদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারের সাথে প্রাইভেট ইট ভাটার কোন যোগাযোগ নেই। উনারা যখন সরকারে ছিলেন তখন এই প্রাইভেট ইট ভাট্টার মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের মুনাফার ব্যবস্থা করতেন। এখন আমরা সরকারে এসে প্রচুর ইট উৎপাদন করছি এবং সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে সেগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে। দাম বাড়ার কথা যেটা বলেছেন এখনতো সব জিনিসের দামই বাড়ছে। তেল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জিনিসের দামই বাড়ছে। সেইদিক থেকে ইটের দামও কিছু বেড়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার, (প্রতাপগড়) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ইটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফার্ষ্ট ক্লাস ইট আগের চাইতে বেশী হচ্ছে। স্যার, আমি অনেক আগের হিসাব জানতে চাইছি না, আমি শুধু জানতে চাই, ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে কত ইট উৎপাদিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ইট কত ছিল ? আর গেল বছরের ১৯৮৯-৯০ এর কত ইট তৈরী হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ইট কত ছিল ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্রেক-আপটা আমার কাছে নেই। উনিআলাদা প্রশ্ন করলে অবশ্যই আমি উত্তর দিতে পারব। আমাদের জানা আছে, মাননীয় বিধায়ক অনিলবাবু বিগত বামফ্রন্টের আমলে ঐ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কাজেই এই জিনিসটি উনার ভাল জানা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, তাঁর কাছে কোন তথ্যই নেই ? এবং তথ্য ছাড়াই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যেসব সত্য কথা বলে গেছেন যা অসত্য কথার সামিল ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এখানে কি বলতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— প্রাইভেট যে সমস্ত ব্রীক ফিল্ড রয়েছে তাদের সরকার জানেন না বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন। এখন আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, একটি রাজ্যে কয়টি প্রাইভেট ব্রীক ফিল্ড আছে তা যদি সরকার নাই জানে, তাহলে সেই রাজ্যে সেই সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন আগে। স্যার, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মানননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার রিপ্লাইয়ে বলেছেন,— এই রাজ্যে ১৬টি ব্রীক ফিল্ড আছে। তাতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার উৎপাদন করেছেন।

এই ১৬টি ব্রীক ফিল্ডের মধ্যে সার উৎপাদন ক্ষমতা কত ছিল এবং সে অনুযায়ী কে কত উৎপাদন করেছে তার সব বছরের হিসাব না দিলেও চলবে। গেল বছরের হিসাব সরকারের কাছে আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, আগের সরকারের প্রাইভেট মালিকদের সঙ্গে যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং যার ফলে সরকারী ইট ভাট্টাগুলিতে উৎপাদন কম হত বর্তমানে জোট সরকারের সে সম্পর্ক নেই। মাননীয় সদস্য এই কথার বিকৃত অর্থ করেছেন। কাজেই সরকারের অস্তিত্ব আছে কিনা নিজেই দেখুন। আর ২য় প্রশ্ন যা করেছেন সে সম্পর্কে বলব, আলাদা প্রশ্ন করলে অবশ্যই উত্তর পাবেন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, কৈলাসহরে সরকারী ইট ভাট্টাটি তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী এবং টি এস. আই. সি. এর চেয়ারম্যান, অনিলবাবু একটি পাবলিক ইট ভাট্টার মালিকের কাছে বিক্রী করেছেন। যদি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে না থাকে, তাহলে এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন আমরা নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রী বাদল চৌধুরী।**

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪০ স্যার।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৯০ ইং এর ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলে গড়ে দৈনিক উৎপাদন কত,

২) ইহা কি সত্য জুটমিলে উৎপাদন কমে যাওয়ার দরুণ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে না না প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে ;

৩) বিভিন্ন ব্যাংকে সহ অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জুটমিলের কত টাকা ঋণ বকেয়া পড়ে আছে ?

উত্তর

১) ১৯৯০ইং এর ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলে গড়ে দৈনিক উৎপাদন ৫ ০৭২২ মেট্রিক টন।

২) জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে অসুবিধা হইতেছে না।

৩) ৩১-৩-৯০ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সুদ সহ ঋণ বাবদ মোট টাকার অংক ১০,৯৯,৫০০০ কোটি টাকা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, জুটমিলে উৎপাদন আগে যা হত এখন তা চার ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই চার ভাগের এক ভাগ উৎপাদন হওয়াতে জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে গতকাল বলেছেন ৬০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি তথ্য হচ্ছে ২৫৫ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই বিধানসভা চলাকালীন গত, ২৯শে জানুয়ারীও শুক্র বৈদ্য নামে একজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে বিনা কারণে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় জানেন কিনা ? এত দেনা যে জে. সি. আই এই জুট মিলের কাছে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার মত পাওনা। সে টাকা দিতে না পারার কারণে জে. সি. আই এই জুট মিলকে পাট সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন একটি বেসরকারী সংস্থা জেট মলের কাছ থেকে পাট কেনা হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— স্যার; শ্রমিক বরখাস্ত হয়েছে কিনা এইতথ্য এখন আমার কাছে নেই। আমরা নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখব। আরেকটা প্রশ্নর উত্তর উনি জানতে চেয়েছেন আমি বলেছি যে, জুট মিল বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ ব্যাংকের নিকট বর্ত্তমানে ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা সুদ সহ দেনা আছে। স্যার, পূরাতন সরকার জুট মিলের অবস্থাকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, যার জন্য জোট সরকার সেটাকে পুনর্জীবনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা আশা করছি আস্তে আস্তে সেটাকে পুনর্জীবিত করা যাবে। আর পাটের কথা যেটা উনি বলেছেন, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে এখানে কোন জুট মিল ছিল না, যাত্রা গানের আসর ছিল। বামফ্রন্ট সরকার কলকাতা থেকে জুট ওয়ারকার এনে এখানকার ছেলেদের ট্রেনিং দিয়েছে। তারপর এই জুট মিল চালু করেছে। এই জুট মিলে যারা উৎপাদন করছে, বিভিন্ন জায়গায় মুজুরী বৃদ্ধি সত্বেও তারা কম মুজুরী নিয়েও এই কাজ করেছে। যার ফলে উৎপাদন ১৯-২০ টনে পৌছে গিয়েছিল। চটের চাহিদা তখন ছিল না। এই সমস্ত সত্বেও এই জুট মিলটাকে হত্যা করা হয়েছে। একটা মাত্র মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি, সমস্ত রাজ্যের মধ্যে, এমন কি সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে। সেটাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এর জন্য এই জোট সরকার দায়ী। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। স্যার, জুট মিল যখন তৈরী হয়েছিল তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের আমলে হয়েছিল। কিন্তু এই জুট মিল যখন চালু করা হয়েছিল তখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই জুট মিল মৃত প্রায় অবস্থা, এটা আমিও স্বীকার করছি। কারণ ১০ কোটি টাকার উপরে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন যখন উনারা ঋণ এনেছিলেন। দেড় কোটি টাকার ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। এই ঋণ আনার পর এখন পর্য্যন্ত এক পয়সাও পরিশোধ করেন নি. এই ১০ কোটি টাকার একটাও পরিশোধ করেন নি যার ফলে বর্তমান পরিস্থিতি এই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিগুলি সরকারী অর্থ দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর যে কোন দেশে এটা সম্ভব নয়। স্যার, ওরা এখান থেকে খালি টাকাই এনেছেন কিন্তু এক পয়সাও ঋণ দেন নি। সরকারকে গ্যারেন্টি দিতে হয় ফিনান্সিয়াল ইনভেষ্টমেন্টের জন্য কিন্তু আজকে উনারা টাকা দিতে চান না কারণ বামফ্রন্টের আমলে ওনারা টাকা নিয়ে সব মেরে খেয়েছেন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সালে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার এই জুট মিলের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার পাটস´ ক্রয় করেছিলেন। যেগুলি আগামী ২৫ বছরেও কাজে লাগবে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী মতিলাল সরকার, (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্বীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি যে, ১৫০টি লোম এখানে চালু ছিল এবং হেসেল লোম ৫০টি ছিল। কিন্তু

এখন মাত্র ৪০টি লোক কাজ করে। এই সমস্ত লোমগুলি অচল হয়ে আছে কেন ? ২নং হচ্ছে প্রফিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা সেখানে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত শ্রমিক কর্মচারীদের ছিল কিন্তু সেই টাকাগুলি জমা দেওয়া হয় নি, টাকাগুলি আত্মসাৎ করা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এইটাও জানাবেন কিনা আগে মন্ত্রীরা এইখানে চেয়ারম্যান থাকতেন, অর্থাৎ কোন খরচ করতে হত না। শুধু আজকে জুট মিলের জন্য চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে, সেই চেয়ারম্যানের পিছনেও এখন পর্য্যন্ত কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি যে উৎপাদন বর্তমানে প্রতি মাসে কত হচ্ছে সেটা বলেছি। আর সেসমস্ত লোমের কথা বলেছেন এইগুলি চালু অবস্থায় আছে, প্রত্যেকটির কাজ চলছে। অ্যাকুরেট হিসাবত আমার কাছে নেই। জুট মিলের কথা যেটা আগে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। কি করেছেন আগে ভাললোক জুট মিলের সামনে দিয়ে যেতে পারত না। খুন করা হত শ্রমিকদের দিয়ে। এখন জুট মিলের পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। আর জুট মিলের চেয়ারম্যান হিসাবে যা প্রয়োজন তাই খরচ হয়েছে. অতিরিক্ত কোন কিছুই দেওয়া হয়নি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪৫।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জেলা পরিষদ এলাকায় ভর্তুকীতে ডবল রেশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কি কারণে এটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে ; এবং

৩। দুর্গত অঞ্চলে বিনামূল্যে বাকীতে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত জুমিয়াদের রেশন চাউল দেওয়া কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। কেবলমাত্র গণ্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় দ্বিগুন হারে এবং কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার সতেরটি রেশন দোকানে দেড়গুন হারে আগামী ২৮-২-৯১ ইং পর্য্যন্ত রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ, ডি, সি এলাকার বাকী অংশে বর্দ্ধিত হারে রেশন ৩০-১০-৯৩ ইং পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এ, ডি, সি অন্তর্ভুক্ত সমস্ত এলাকাতেই বর্তমানেও ভারত সরকারের ভর্তুকী চালু আছে।

২। উপরোক্ত ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES' A-B)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই জিরো আওয়ারে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটি মোশান এখানে রাখছি। ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি হাইলি কনডেমস্ দি ইমপজিশান অফ প্রেসিডেন্ট রুল অফ তামিলনাড়ু..................

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— নো, নো রেফারেন্স পিরিয়ড।
(গণ্ডগোল)
(বিরোধীরা ওয়াক্ আউট করেন)

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় হল "গত ৪-২ ৯১ইং 'স্যন্দন' পত্রিকায় প্রথম পাতায় মোটা অংকের দুর্নীতির দায়ে চাকুরীচ্যুত কর্মচারীকে পুর্নবহালের ব্যবস্থা পাকা : ক্ষোভ চরমে"—শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। যদি তিনি এক্ষুন বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন কবে কখন তিনি এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৮/২/৯১ ইং তারিখে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ১টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ৩১/১/৯১ ইং তারিখে মাননীয় শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুরটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ— "গত ১৪-১১-৯০ ইং বিলোনীয়া মহকুমায় দক্ষিণ তাকুমার অনিল মিত্রকে বাজার থেকে ফেরার পথে বাড়ীর কাছে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪-১১-৯০ ইং বিলোনীয়া মহকুমার দক্ষিণ তাকমার অনিল মিত্রকে বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।" স্যার ঘটনাটি বিগত ১৪-১১-৯০ ইং তারিখ সংঘটিত হয় নাই। তবে গত ১৩-১১-৯০ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭-৪০ মিঃ এর সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার থানাধীন উত্তর তাকমা নিবাসী শ্রীঅনিল মিত্র পতিছড়ি বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছলে ঐ গ্রামেরই সর্বশ্রী আশুতোষ পাটোয়ারী, সরলাল দেববর্মা ও নিরঞ্জন দেববর্মা তাহার উপর চড়াও হয় এবং বন্দুকের গুলি দ্বারা গুরুতর আহত করে। দুস্কৃতকারীরা শ্রীঅনিল মিত্রের উপর গুলি করে সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আহত অনিল মিত্রকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে উদয়পুর হাসপালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহার আঘাত গুরুতর বিধায় সেখান থেকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হলে ঐ দিনই রাত প্রায় ১১-৫০ মিঃ এর সময় তিনি সেখানে মারা যান।

এই ঘটনাটি শান্তির বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬,৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (১১) ৯০ নথিভুক্ত করে পলিশ তদন্ত কার্য্য

শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত তাকমা নিবাসী সর্বশ্রী আশুতোষ পাটোয়ারী, সরলাল দেববর্মা বীরচন্দ্র নোয়াতিয়া এবং অর্জ্জুন মুড়া সিংকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে।

তদন্তে প্রকাশ যে, নিহত অনিল মিত্র কংগ্রেস (আই) সমর্থক এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা সি, পি, আই (এম) সমর্থক। ঘটনাটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলস্বরূপই সংগটিত হয়েছে বলে প্রকাশ। বর্তমানে ঘটনাটি রাজ্যের সি আই ডি বিভাগ তদন্ত করছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, সি, পি, এম এই অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টির এবং অনেকটা দাঙ্গার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গত ২৮-৮-৯০ ইং রাত্রে বাড়ীর বাইরে যাবার পথে খোকন দেবনাথকে গুলি করে এবং ২-১০-৯০ ইং রাত্রি প্রায় একটার সময় অনিল মিত্রের ভাই সুরেশ মিত্রকে গুলি করে, এবং ১০-১০-৯০ ইং রাত্রি প্রায় ৯টার সময় অনিল মিত্রের প্রতিবেশী জগৎ মিত্রকে গুলি করা হয়, এবং এই অনিল মিত্রকে বিগত এ, ডি, সি,র নির্বাচনের সময়ে গত ৯.৭.৯০ ইং তারিখে সি, পি, এম, তার বাড়িতে আক্রমণ করে এবং তার বাড়িঘর লুটপাট করেছিল। এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি কারা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন সমস্ত তথ্য তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের নিকট দিতে পারেন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, এই অনিল মিত্রকে বাজার থেকে বাড়ী

ফেরার পথে গুলি করা হয়—১৩.১১ ৯০ ইং তারিখে আর ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ১২/১১ ৯০ ইং তারিখে সেখানকার সি, পি, আই, এম, এর লিডার মানিক দত্তের বাড়িতে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী এবং মানিক দত্ত অর্জ্জুন মুড়া সিং গোপন মিটিং করে এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই অনিল মিত্রকে খুন করা হয়েছে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য গোয়েন্দা রিপোর্টে আছে যে আমি এই হাউসে আগে পাঠ করিছে। কিন্তু সেটি এখন আমার কাছে নেই—তবে পুলিশের কাছে আছে।

CALLING ATTENTION

মি স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি—মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় অনুপস্থিত—তাই এই নোটিশটি ফলস্ থ্রু করা হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—হাউসে অনুপস্থিত—তাই তাঁর আনীত প্রস্তাবটি ফলস্ থ্রু করা হলো।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ৬/৯/৯০ ইং সন্ধ্যা ৬টা সাড়ে ছয়টায় বক্সনগর বাজার হইতে বাড়ী ফেরার পথে সোনামুড়া মহকুমার কলসীমুড়া গাঁওসভার কংগ্রেস (আই) নেতা সিদ্দিক রহমান খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৮/২/৯১ ইং এই নোটিশটির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপ মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেবার জন্য নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ২৭/১০/৯০ ইং বীরচন্দ্র মনুতে রাত্র প্রায় ১০টার সময় যুব কংগ্রেস কর্মী তপন দেবনাথকে তার নিজস্ব বাড়ীতে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা। করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো—"গত ২৭/১০/৯০ ইং বীরচন্দ্র মনুতে রাত্র প্রায় ১০টার সময় যুব কংগ্রেস কর্মী তপন দেবনাথকে তার নিজস্ব বাড়ীতে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৭-১০-৯০ ইং তারিখ রাতে অনুমান ১০-৩০ মিনিট থেকে ১১ টার মধ্যে ২০-২৫ জনের একটি দুস্কৃতকারী দল মারাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার থানাধীন বীরচন্দ্র নিবাসী শ্রীঅনিল দেবনাথ মহাশয়ের বাড়ীর ঘরের দরজা বলপূর্বক ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং বন্দুকের গুলি

দ্বারা তপন দেবনাথকে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে এবং ঘটনাস্থলেই তাহার মৃত্যু হয়। দুস্কৃতকারীরা ফিরে যাওয়ার পথে উক্ত বাড়ী থেকে মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি বীরচন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীননীগোপাল দেবনাথ মহাশয়ের অভি-যোগমূলে শান্তির বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৬(১০)৯০ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে পশ্চিম মনুর শ্রীঅরঙ্গ চাকমাকে গত ২৮/১০/৯০ইং তারিখ এবং পশ্চিম পতিছড়ির শ্রীসন্তু মুড়াসিং, শ্রীমিলন বাঁশী মুড়াসিং এবং দেবকুমার মুড়াসিংকে ১/১১/৯০ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

নিহত তপন দেবনাথ কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা সি, পি, এম দলের সমর্থক বলে তদন্তে প্রকাশ। এই ঘটনাটি একটি রাজনৈতিক প্রতি-হিংসার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয় বলে তদন্তে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে ঘটনাটির তদন্তের ভার রাজ্যের সি, আই, ডি বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, ১৯৮০ সালে মনু বাজারে তপন দেবনাথের পিতা ননীগোপাল দেবনাথের একটা ঘর ছিল এবং সেই ঘরটা সি, পি, এম পার্টি অফিস করার জন্য ভাড়া নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ, ডি, সির প্রয়াত সদস্য শ্রীদাম পাল সেই ঘরটাকে একটি পার্টি অফিসে পরিণত করেন। জোর করে দখল করে। তারপর ননীগোপাল দেবনাথ অনেক চেষ্টা করেছেন সেই ঘরটিকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু উনার সব চেষ্টাই—আবেদন—নিবেদন ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে ননীগোপাল দেবনাথের ছেলে তপন দেবনাথ সেই ঘরটি নেন এবং সেখানে একটি কাপড়ের দোকান দেন।

কিছু দিন আগে সেখানে বিরোধী দলের আহ্বানে কেন্দ্রীয় যে পর্যবেক্ষক দলটি যশোবন্ত সিং এর নেতৃত্বে আসেন, তখন তপন দেবনাথের দোকানের সামনে একটি ফটো তুলতে চাইলে মাননীয় বিধায়ককে বাধা দেন তপন দেবনাথ। তখন বিধায়ক তপন দেবনাথকে বলেছিলেন যে, দেখে নিবেন। এটা কি সেই দেখে নেওয়ার নমুনা কিনা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলিছে যে, এই ঘটনাটা একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়, এবং এই ঘটনার একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একজন বিধায়ক জড়িত, এই তথ্য আমি এই বিধানসভায় দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় ম কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, ঘটনার আগের দিন ২৬-১০-৯০ ইং রাত ৯টা সময়ে ঐখানকার ড, ওয়াই, এফ-এর সদস্য দীপক রিয়াং এর বাড়ীতে বাদল চৌধুরী এবং মানিক মজুমদারের সঙ্গেও একটা মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিং এর পরবর্তী সময়ে তপন মজুমদারকে খুন করার জন্য প্লট তৈরী করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, পুলিশ আসামীকে ধরার সময়ে তাদের কাছ থেকে ২টি দেশী বন্দুক উদ্ধার করে। তারা এই কথা স্বীকার করেছে যে বাদলবাবুর বাড়ীতে তাদেরকে বন্দুক তৈরী করার পাইপ দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি তো বলেছি ঘটনাটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এবং এর আগে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ এই ঘটনা ঘটেছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে ঘটনাটি সি, আই, ডি, তদন্ত করছে। এই সমস্ত তথ্য তদন্তকারী অফিসারের নিকট উনি যেন দেন। নিশ্চয় পুলিশ তদন্ত করে এই সমস্ত ঘটনার তদন্ত করবে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এরা প্রকাশ্য দিনের বেলায় এইসব ঘটনা সংঘটিত করছে এবং সময় সময় রাতের অন্ধকারেও করছে। পুলিশের কাছেও সঠিক তথ্য দিয়ে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এদের অবিলম্বে এরেষ্ট করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি এরেষ্ট করা হয়েছে কিছু লোক। আর যদি এই রকম আরো অপরাধী থাকে নিশ্চয় তথ্য দেবেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। এবং পুলিশকে আমরা বলব এই সম্পর্কে নজর রাখতে।

মি: স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সুশীলশ্রীকুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

উ "গত ২৫/১২/৯০ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় পেঁচারথল থানাধীন মাছমাড়া কিনাচরণ তালুকদার পাড়ার বাসিন্দা শ্রীকালিচরণ চাকমার মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "গত ২৫/১২/৯০ইং তারিখে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার পেঁচারথল থানাধীন মাছমাড়া কিনাচরণ তালুকদার পাড়ার বাসিন্দা শ্রীকালিচরণ চাকমার মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৫-১২-৯০ ইং তারিখ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেঁচারথল থানাধীন কিনাচরণ তালুকদার পাড়া নিবাসী শ্রীশিবেন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তি তাহার একটি হারিয়ে যাওয়া গরুর খোঁজে ঐ গ্রামেই শ্রীকালিচরণ চাকমাকে

নিয়ে সিংহরাম বাড়ী ও মাছলি বাজারের উদ্দেশ্যে যায় এবং শ্রীগিরীন্দ্র সরকার পরদিন অর্থাৎ ২৬-১২-৯০ ইং তারিখ তাহার বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু শ্রীকালিচরণ চাকমা ফিরে আসে নাই। তারপর থেকে শ্রীকালিচরণ চাকমার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শ্রীগিরীন্দ্র সরকার গত ১-১-৯১ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০টার সময় মাছমাড়া চা বাগানের কিছু সংখ্যক মহিলা শ্রমিক বাগানে মাছ চাষের জলাশয়ে কালিচরণ চাকমার মৃত দেহ দেখতে পায়।

এই ঘটনাটি পেঁচারথল থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (১)৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কালিচরণ চাকমার মৃতদেহটি ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তে মাথায় আঘাত জনিত কারণেই কালিচরণ চাকমার মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তার অভিমত পোষণ করেন। তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বতন শত্রুতার বদলা নিতেই শ্রীগরীন্দ্র সরকার, কালিচরণ চাকমাকে খুন করে মাছমাড়া চা বাগানের মাছ চাষের জলাশয়ে মৃতদেহটি লুকিয়ে রাখে। শ্রীগিরীন্দ্র সরকার গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে।

তবে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তদন্তে প্রকাশ মৃত কালিচারণ চাকমা টি, ইউ, জে, এস দলের সমর্থক এবং শ্রীগরীন্দ্র সরকার আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই কালিচরণ চাকমার মৃত্যু হওয়ার পর আমাদের এখানে যারা সি, পি, এমের সদস্য ছিলেন এবং ডি, ওয়াই, এফের তারা সুড়সুড়ি দিয়েছিলেন যাতে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীর মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দোষীদের অতি সত্বর গ্রেপ্তার করে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, সি, পি, এম সব সময়ে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে সেই উপজাতি, অ—উপজাতি বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কিত ব্যাপারে। কাজেই আমাদের সরকার বিশেষ করে পুলিশকে এই সমস্ত ঘটনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। যার ফলে এই রাজ্যে তুলনামূলক ভাবে শান্তি বিরাজ করছে। এখানে যে আসামী বীরেন্দ্র সরকারের কথা বলা হয়েছে, সে এখনও পলাতক, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে এবং কারো কাছে যদি তার খোঁজ থেকে থাকে, তাহলে সে খোঁজ দিলে তাকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :—স্যার, এখানে কালি চরন চাকমা যে মৃত তাকে বলা হচ্ছে সে নাকি টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক। এই যে কোন এক জন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন থেকে দাবী পাল্টা দাবী করা হয় মৃত ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ দলের সমর্থক, এটা কখনও তদন্ত করে দেখা হয় কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, পুলিশ তদন্ত করেই বলছে যে কালি চরণ চাকমা টি, ইউ জে, এসের লোক আর বীরেন্দ্র সরকার আমরা বাঙ্গালীর লোক। তদন্ত ছাড়া এভাবে বলা সম্ভব না।

Supplimentary Demands For Grants For 1990—91

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে দাবীর সাধারণ আলোচনা। আমি, মাননীয়া সদস্যদের অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপকে অনুরোধ করে এই আলোচনায় তাদের দলের যে সমস্ত সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন, তাদের নামের একটি তালিকা যেন আমাকে দেন।

এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনার সূত্রপাত করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ১৯৯০-৯১ সালের জন্য একটা বিরাট টাকার অঙ্ক বাজেটে বরাদ্দ থাকা সত্বেও আজকে আমরা দেখছি যে, এই সরকার এই হাউসের কাছে এ বছরের জন্য ৩৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার একটা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এটা চাওয়া হয়েছে ? আমরা দেখলাম যে ১৯৮৯-৯০ সালে যেখানে ১৫ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি অনুমান করা হয়েছিল সেটা বছরের শেষে এসে দাঁড়িয়েছিল ৩১ কোটি টাকারও বেশী। ১৯৯০-৯১ সালে যেখানে ১০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি অনুমান করা হয়েছিল, সেটা বছরের শেষে এসে দাঁড়িয়েছিল সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকার উপর এবং অনুরূপ ভাবে ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে ৩১ কোটি টাকার বাজেট দেখানো হচ্ছে, সেটা বছরের শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ৬৪ কোটি টাকার মত। এদিকে কন্ট্রাকটারদের বিল পে-মেণ্ট ক্যারী ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে যদিও তারা তাদের কাজ শেষ করে দিয়েছে সেগুলি টাকার অভাবে নাকি পেমেণ্ট করা যাচ্ছে না। অন্য প্ল্যান ডেফিসিটর রয়ে গেছে ২৪ কোটি টাকার মত। এছাড়া, আরও অনেক এ্যাক্স-পেণ্ডিচার রয়ে গেছে যেগুলির এখন পর্য্যন্ত পে-মেণ্ট দেওয়া সম্ভব হয় নি। যেমন একটু আগে বলা হয়েছে যে জে, সি, আই ৮ কোটি টাকার মত পাওনা রয়েছে এই ধরনের কত যে কমিটেডএ্যাক্সপেণ্ডিচার রয়ে গেছে, যেগুলি কাজ করা হয়ে গেছে অথচ পে-মেণ্ট দেওয়া হয় নি, তার কোন হিসাব এখন পর্যান্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত এগুলিকেও ক্যারি ফরওয়ার্ড করা হবে। কাজেই এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বছর বছর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়েও এই সরকার সেগুলি কভার আপ করতে পারছেন না, তারা ইতিমধ্যে এই রাজ্যে একটা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছেন এবং ত্রিপুরা পুরো অর্থনীতিটাকেই তছনছ করে দিয়েছেন।

স্যার, সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার যে বরাদ্দ সেটা ননপ্ল্যানে খরচ করা হয়েছে। সাপ্লিমেণ্টারি গ্রানটে এগুলি গোপন রাখা হয়েছে এবং এগুলির উপর আবার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, কোপারেটিভ ডিপার্ট-মেণ্টের ৮২ লক্ষ কেটে নেওয়া হয়েছে, ইনডাসাট্রি ডিপার্টমেণ্টের ১ কোটি একাশি লক্ষ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ফরেসেট এক কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ফাইনেনস সেক্রেটারিয়েট ৮৭ লক্ষ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে ? তার কোন হদিশ নেই। তার কোন হিসাব নেই। ফাইনেনস ডিপার্টমেণ্ট ডিমানড নং ৪৫ ইণ্টারেস্ট অব লোন অ্যানড অ্যাডভানসেস অব দি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট

SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

ফর নন প্ল্যান স্কীম এই হেডে দুই কোটি ৪৩ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ইনটারেস্ট কিসের ইনটারেস্ট? অভার ড্রাফট কেঁটেছে এবং সেই সমস্ত টাকার ইনটারেস্ট দিতে হচ্ছে এইং সেই জন্য সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলের কি অবস্থা শিল্পের অবস্থা, গৃহ নির্মাণের অবস্থা, এস. আর ই পি এবং এন আর ই পির কি অবস্থা। কি রকম ভাবে টাকার নয় ছয় হচ্ছে। সেণ্ট্রেলী স্পনসর্ড স্কীম, এখানে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। গত তিন বছরে ওরা ত্রিপুরাকে কোথায় নিয়ে গেছে। কোষাগার শূন্য। ৯ নং ডিমানড, চীফ মিনিস্টারস সেক্রেটারিয়েড অ্যানড এস এ ডিপার্টমেন্ট অরিজিনেল গ্রানট ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এখানে আবার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকা কোথায় গেল? সেখানে বলা হয়েছে বসেড অন অ্যাকচুরেল। মোর পেমেন্ট অব ট্রাইবল এক্সপেনসেস্ এখানে দেখছি কিভাবে এই সরকারের মন্ত্রী ও এম এল. রা সরকারী কোষাগার নিজেদের বিলাসিতার জন্য শূন্য করছে। গেস্ট হাউসে ওরা থাকে সরকারী খরচে। ওরা বেতন, ডি. এ এগুলি পাচ্ছে। সেই দিল্লী ও কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনে সরকারী খরচে রয়েছে। যার জন্য এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। চীফ মিনিস্টার্স সেক্রেটারিয়েটের জন্য এক কোটি টাকার ও বেশী চাওয়া হয়েছে।

ডিমাণ্ড নং-১৬, রোডস অ্যাণ্ড ব্রিজেজ। এখানে দেখতে পেয়েছি অতিরিক্ত চাওয়া হচ্ছে, ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ২২ কোটি টাকার বেশী ছিল মূল বাজেটে। স্যার, রোডসের যা অবস্থা তাতে নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। সেটা আর কি বলব সব রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। কোন জায়গায় কার্পেটিং নেই, ব্রীজগুলি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে। স্যার, ধর্মনগর শহর একটি বড় শহর। সেই ধর্মনগর শহরের বুকে মটর স্ট্যাণ্ডের পাশের যে ব্রীজ তার দিকে চেয়ে দেখুন, মন্ত্রীরা গাড়ী দৌড়ে যাচ্ছেন তাঁরা কি দেখতে পাচ্ছেন না? ব্রীজের রেলিং বাঁশ দিয়ে বাধা এটা ১/২ দিনের ব্যাপার নয়, প্রায় ৮/৯ মাস ধরে এই রকম আছে। একবার বাঁশ ভেঙ্গে গেছে আবার লাগান হয়েছে। এতে ধর্মনগরের জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সেটা অবিলম্বে সংস্কারের দাবী উঠেছে। কিন্তু বলা হচ্ছে, টাকা নেই। সরকারের এত এত টাকা কোথায় গেল? স্যার; আমরা দেখতে পাই, মিউনিসিপ্যালিটির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, কি অবস্থা চলছে মিউনিসিপ্যালিটিতে। আগরতলা শহরের জনসাধারণ

যারা নিজেদের বাড়ীতে জলের পাইপ লাইন চান তারা সে জন্য যে টাকা জমা দিয়েছিলেন সেই টাকাও খেয়ে ফেলেছে।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন, টাকা খেয়ে ফেলা হয়েছে তার প্রমান উনাকে দিতে বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, চীফ মিনিষ্টার, সুধীর বাবুর নিজস্ব লোক আশু দাস, সে ধর্মনগরের সমস্ত কন্ট্রাকটর, বড় বড় বিজনেসমেন, যারা ইণ্ডাষ্টি করতে চায়, এই সব লোকদের কাছ থেকে ৫ হাজার, ১০ হাজার টাকা আশু দাসের, মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ রকম কত আশু দাস সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে সি. এম. এর নিজের পকেটে ফাণ্ডে টাকা ঢোকানোর জন্য। স্যার, টাকা কিভাবে লুটপাট হচ্ছে তার আরো নজির দেখুন, বিদ্যুৎ দপ্তরে। বিদ্যুৎ দপ্তর, ডিমাণ্ড নাম্বার-১৭তে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ৫৪ কোটি, ৮১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা অ্যাকচুয়্যাল অ্যাক্সপেণ্ডিচার হয়ে গেছে। কাজে কাজেই, সেই ব্যয়ের জন্য অনুমোদন নিতে হবে। কেন না, ইনপুট করতে হয়। স্যার, ইনপুটের নমুনা দেখ'চ্ছি। স্যার, এই সরকার শুধু বিদ্যুৎ নয়, শিল্প, বিদ্যুৎ সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচী নষ্ট করে দিচ্ছে। স্যার, তার একটি নমুনা আমি দিচ্ছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং উদ্যোগ সৃষ্টি করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই রামভদ্র হাইড্রো প্রজেক্ট সৃষ্টির পরিকল্পনা। এর জন্য ১৫ কি.মি. রাস্তা তৈরীর কাজও হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য গাড়ী যেতে হবে, যন্ত্রপাতি যেতে হবে, জিনিসপত্র যেতে হবে। স্যার, দু'টি বিল্ডিং কসট্রাকশন হয়েছে। সি. ডাব্ল্যু. সি. কে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত কন্সট্রাকশনের কাজ করার জন্য। সি. ডাব্ল্যু. সি. ওয়ার্ক করার জন্য সেখানে ইঞ্জিনীয়ার পোষ্টিং করেছিলেন। সেখানে লোকও নিযুক্ত হয়েছিল।

তারা দুটো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান করেছিল। তারা এক কোটি টাকা খরচ করেছে। ওরিজিন্যাল এষ্টিমেট ছিল ২৫ কোটি টাকা। স্যার, সর্বত্র বফর্স গড়ে উঠছে। এই প্রজেকটি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সি. ডাবলিউ সি কে মাত্র ৩৯ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। বাকী টাকা সি. ডাবলিউ সি এখনও পায় নি। সি. ডাবলিউ. সি থেকে বাকী টাকা ডিমাণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু এই সরকার তাদেরকে বাকী টাকা দিতে পারছে না। উদ্দেশ্য কি? কিছু টাকা চীফ মিনিষ্টার কে দিতে হবে, তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে

SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

দিতে হবে। তা নাহলে পরে এখানে প্রজেকট চলবে না। ঠিক এই ভাবে ও দিকে বিদ্যুৎকে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং অপরদিকে বিদ্যুৎ ইম্পোরটেড করার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৫২ ইণ্ডাষ্টি ডিপার্টমেণ্ট। স্যার, হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিকে গ্রাণ্ট এবং সাবসিডি দেওয়া হয়েছিল। ওরিজিন্যাল গ্রাণ্ট ছিল ৯০-৯১ ইং সনে ৫.১৮ কোটি টাকা। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তাঁর শিল্প ধ্বংস প্রায়। তাঁতীদের সব তাঁতগুলি আজকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমবায় যে গুলি ছিল সেগুলি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মিডলম্যান, ফরিয়া সব গড়ে তোলা হয়েছে। সেই মিডলম্যানদের হাতে সমস্ত শিল্পের মুনাফা লুটার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, অতিরিক্ত বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। এই টাকা কার জন্য খরচ করা হবে? মিড্যালম্যান-দের জন্য। যারা সুতা ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসায়ী, যারা অল্প দামে তাঁত শ্রমিকদের কাছ থেকে জলের দামে উৎপাদিত দ্রব্য কিনে এনে বাজারে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছে। এই সব লোকদের জন্য এই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আজকে এই তাঁত শিল্প শ্রমিক তাদের ক্ষেত মজুরে পরিনত করা হয়েছে। যা কিছু আয়ের ব্যবস্থা তাদের ছিল, বামফ্রণ্ট সরকারে এসে ১০ বছর তাদের জন্য যা গড়ে তুলেছিলেন, তাকে সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে। স্যার. শিল্পের অবস্থা আমি আরও দেখাচ্ছি। আগরতলা শহরে অরুন্ধতি নগরে একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট রয়েছে। মোট ইণ্ডাষ্ট্রি ৯, ১৯৮৩ ইং সনে চালু হয়েছিল। বর্ত্তমানে চালু আছে ৬টি। এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম-২টি, উত্তর-পূর্ব রাবার সুন্দরী-১টি, বি. ডি. পাইপ ইণ্ডাষ্ট্রি (বি. বি. সি পাইপ) ১টি, দিপালী বাল্ব-১টি, আগরতলা নাইল ইণ্ডাষ্ট্রি-১টি সার, এই ব্লকের একজন শিল্পপতি (রামকৃষ্ণ অ্যালু মিনিয়ামের) সঞ্জয় দেবরায়, তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন-এ. বি. সি. ডি. এই চারটি ব্লকে উনার ক্ষুদ্র শিল্প প্রথম গড়ে উঠে ১৯৮৩ ইং সালে। এখন অবস্থা হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত লোক টাউট বাটপার, তার সঙ্গে শিল্পমন্ত্রীও যুক্ত আছেন, সবাইকে ১৫ পার্সেণ্ট কমিশন দিতে হবে। তাহলে পরে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি চালু রাখতে পারবেন। না হলে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি চালু রাখা যাবে না। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর স্লিপধারীরা সেখানে হাজির হচ্ছে কমিশনের দাবীতে। রামকৃষ্ণ এ্যালুমিনিয়ামের মালিক বলেন সরকারের উদাসীনতা. এই ধরনের অত্যাচার. আমাদের কাছে বাড়তি কমিশন দাবী করার ফলে সম্ভাবনাময় সমস্ত শিল্প লাটে উঠে যাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় এখানে উৎপাদন হচ্ছে। অথচ সরকার কমিশনের লোভে বহিঃরাজ্য থেকে সব কিনছে। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সরকার নিচ্ছেন না। স্যার,

আগরতলা নাইল ইণ্ডাষ্ট্রি ১৯৬৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে এটা ধুকছিল। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এটাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এটাকে সহাযাও করেছিল। ১৯৮৭ ইং সালে ৭ই জুলাই ৮ জন শ্রমিক নিয়ে উৎপাদন শুরু করেছিল তারপর ১৯৮৮ ইং সালের শেষের দিকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটেলের অভাবে এটা লক আউট হয়ে যায়। ১৯৯০ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এটা লক আউটে ছিল। এখন কিছুতেই শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। টি. এস. আই. সি থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করছেন না। সরকারও কোন মাল কিনছেন না। ৪ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি স্তরের নাইল উৎপাদন হয়। দুই শিফটে মিলে দেড় টন নাইল উৎপাদন করা যায়। এটা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। আইতরমা কোন মাল কিনছেন না। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি থাকত ইউনিয়ন ব্যাংক যদি চাহিদা মত ঋণ দিতো তাহলে তাঁরা বলছেন "বহু শ্রমিককে কাজ দিতে পারতাম" অনেক দক্ষ শ্রমিক তারা কাজ করতে পারতো এবং তাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হতো। দিপালী বাঘ ইণ্ডাষ্ট্রি দীর্ঘ দুই বছর তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে আবার অনেক চেষ্টা করে তারা শুরু করেন। সরকারের চরম গাফিলতি ও ওয়ার্কিং কেপিটেলের অভাবে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং থেকে এখান পর্য্যন্ত তারা কোন কাজ পাচ্ছেন না, সেখানে এই সরকারের কোন ভূমিকা নেই। তাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানাটি বন্ধ অবস্থায় প্রতি মাসের তাদের বিদ্যুতের বিল ৮০০ টাকা করে দিতে হয় কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ২৪ হাজার টাকা জমে গেছে। এই টাকা তারা দিতে পারছেন না এবং এই ব্যাপারে সরকারের কোন সহযোগিতা নেই। (ব্লক-ডি) টি আর.গ্রীল ইণ্ডাষ্ট্রি। এখানে পুরোনো মবিলকে রি-প্রসেসিং করা হয়। এটিকে নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৪টি কারখানা আছে। ১৯৮৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর এটি চালু হয় কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা সেখানে হচ্ছে নামে মাত্র ১৫০ ব্যারেল বা ৩০ হাজার লিটার মবিল সেখানে উৎপাদন হচ্ছে। টি. আর টি সির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। বার বার ইণ্ডাষ্ট্রি টি. এস. আই. সির কাছে দাবী করেছেন এবং টি. আর. টি. সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যে পোড়া মবিল আমাদের সরবরাহ করুন। এই পোড়া মবিল আমরা টি. আর. টি. সি থেকে নিয়ে রি-প্রসেসিং করব কিন্তু এটার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। টেণ্ডার নিয়ে উনারা বাইরে থেকে মবিল কেনেন লিটার প্রতি ৩০ টাকা করে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছিল যে ইণ্ডাষ্ট্রি এখন বাঁচার জন্য লড়াই

করছেন সেখানে একটি পয়সাও সাহায্য নেই, ঐখান থেকে মবিল কেনা হয় না। ১৪ টাকা তাদের উৎপাদন খরচ। মাত্র ১৪ শতাংশ ওনারা লাভ চান কিন্তু সেটা তাঁরা দেন না। বাইরে থেকে বোফর্সের ব্যবস্থা কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং বাহির থেকে লিটার প্রতি ৩০ টাকা করে মবিল আনা হচ্ছে। ব্লক এতে আর একটা হচ্ছে সি আর. ষ্টেইনলেসষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রি। সরকারের উদাসীনতার শিকার হয়ে ১৯৮৮ ইং সনে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ৪ জন শ্রমিক কাজ করতেন। এখন এই শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে বাঁচার লড়াই করে যাচ্ছেন, পাথর ভাঙছেন, ইট ভাঙছেন। যারা শ্রমিক হয়েছিলেন, যে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছিল সেখানে কর্মচারীরা কাজ করছিলেন কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবার পর তারা ইট ভাঙছেন, পাথর ভাঙছেন এই রকম অবস্থা হচ্ছে। ব্লক ডিতে কারখানা ছিল ১৪টি কিন্তু বর্তমানে চালু আছে মাত্র ৪টি।

এই ব্লকেরই সূর্য প্লাস্টিক কারখানার শিল্পপতি মৃন্ময় দাসশর্মা বলেছেনটি-এফ-ডি-পি-সি, টি-আর-পি-সি এবং টি-এইচ সি-এল কোন মালপত্র কিনছে না, সরকার কোন অর্ডার দিচ্ছে না। আইতরমায় কোন কিছু কিনছে না। সরকার তাদের বিক্রীর ব্যবস্থা করছে না। উন্নতমানের প্লাস্টিকের জিনিষপত্র উৎপাদিত হচ্ছে। স্যার, রবারের যে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করতে হয় সেখানে যে বাটি তৈরী হয় সেই বাটি একবার মাত্র অনেক আগে কিনেছিল। তারপর এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বাটি আর কিনছে না, তারা বাইরে থেকে বেশী দাম দিয়ে সেই বাটি কিনছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রিকে ডেভোলাপমেণ্ট করার জন্য, সক্রিয় করার জন্য কোনরকম ভূমিকা জোট সরকারের নেই। স্যার, ব্লক বি এবং সিতে কোন কারখানা নেই। প্লাস্টিক পলিথিনের ব্যাগ তৈরীর তিনিটি কারখানা গত সাত মাস ধরে বন্ধ। কোন সরকারী সরবরাহ পাচ্ছে না। নেতাগিরি গড়ে উঠেছিল সরকারীতে কারখানাগুলি। শিল্পপতিদের অভিযোগ মূলধনের অভাবে সরকারের চরম গাফিলতিতে তারাও ধ্বংসের মুখে। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমে লাগামছাড়া দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অবৈধভাবে ঋন মঞ্জুর করছে বহিরাগতদের এই সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবু থেকে সুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীদের হাত রয়েছে। এ-কে পাল যিনি ব্লক-ডিতে ভিনিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রি জন্য ৬লক্ষ টাকা ঋণ নেন। জোট সরকারের খুব কাছের লোক হবার সুবাদে এই ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে এখনও কোন ভিনিয়ার প্রস্তুত হয়নি। বর্তমানে তিনি নাম পালটে আইন থেকে বাঁচার জন্য এ-কে ট্রেডার্স করেছেন এবং বটতলায়

তার দোকান রয়েছে। স্যার, এইরকমভাবে লুটপাট করে নিচ্ছে। স্যার, অভিযোগ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদাবের পেয়ারের লোক যাদবপুরের জনৈক এস-কে সান্যালের বিরুদ্ধে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে ১৯৮৮'র শেষের দিকে উদ্বোধন করা হয়েছিল' ত্রিপুরা ফাইভার গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রি, অথচ আজ পর্য্যন্ত একটি ফাইভার গ্লাস বাজারে আসেনি। মুখ্যমন্ত্রীর কৃপায় টি, আই. ডি, সি ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য তাকে ১৭ লক্ষ টাকা ঋন মঞ্জুর করে। ইণ্ডাষ্ট্রি এলাকায় তাকে সরকার থেকে সেডও করে দেওয়া হয়েছিল। কোনরকম উৎপাদন নেই। উনাকে এখন খোঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উদয়পুর, ধর্মনগর বিভিন্ন জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি ঠিক এইভাবে ধ্বংসপ্রায় অবস্থা। ঠিক এইভাবে তারা এই সমস্ত টাকা লুটপাট করছেন। স্যার, ইলেক্ট্রিসিটি, রোড অ্যাণ্ড ব্রিজেস্ চীফ মিনিষ্টারের কথা আমি বলেছি, এছাড়া স্পোর্টস অ্যাণ্ড ইউথ প্রগ্রাম, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট. ফিশারী পঞ্চায়েত রাজ ডিপার্টমেন্ট. এই রকম করে সবগুলি দপ্তরের সমস্ত টাকা এইভাবে লুটপাট করে খেয়ে বসে আছে। আজকে আবার নতুন করে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাইছেন। এই অতিরিক্ত বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইযে জোট সরকার অতিরিক্ত বরাদ্দ কি জন্য চেয়েছেন সেই জিনিসটা আমি চিন্তা করে পাচ্ছিনা। তার কারন জোট সরকারের দুর্নীতি, চুরি এইসবের জন্য আরও টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন। তারা কিভাবে দুর্নীতি করছেন তার আমি কিছু উদাহরন দিচ্ছি স্যার। ত্রান তহবিলের জন্য টাকা চেয়েছেন স্যার। ত্রানের টাকা নিয়ে কিভাবে দুর্নীতি হয়েছে সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলব স্যার। আমার উদয়পুর, বাগমাতে গত বৎসর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যারা, প্রকৃত যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা ঠিকঠিকমত পয়সা পাননি। সেই জালিয়াতি আমি এই হাউসে পেশ করেছি।

যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাদের জন্য এই টাকাগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু টাকাগুলি কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পায়নি, কার মাধ্যমে টাকাগুলি পাঠিয়েছে ঐ উন্নয়ন কমিটির সেক্রেটারীর মাধ্যমে টাকাগুলি বিলি বণ্টন করা হয়েছে, এই যদি হয় তাহলে আমরা কার জন্য টাকা বরাদ্দ করতে বলব, ? এইভাবে টাকা নয় ছয় হলে টাকা বরাদ্দ করতে বলা যায় না। তারপর পি, ডবলিও, ডি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সমরবাবু

বলেছেন আমি আর কি বলব, ঐ অমরপুর টু উদয়পুর রাস্তায় কাজ চলছে। আমরা যতটুকু জানি রাস্তা ঠিক করার সময় রাস্তায় আগে পিচ টাকে ভাল করে গলিয়ে স্প্রে করতে হয় তারপর তাতে বেশী করে বালু দিতে হয় আর ওরা করছে সব ফাঁকির কাজ, ওরা একটু পিচ ঢেলে দিয়ে সামান্য একটু বালু দিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের পেটুয়া কনট্রাকটাররা কেউ রাস্তায় যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানে উপস্থিত থাকে না। কারণ যদি কেউ প্রতিবাদ করে বলে "রাস্তার কাজ ঠিক ভাবে হচ্ছে না"। বললে ও কোন কাজ হচ্ছে না। ফাটলগুলি ওকিছুই ঠিক ভাবে বন্ধ হচ্ছে না, সেখানে ইঞ্জিনীয়াররও থাকে না। এখনও কাজ চলছে ইচ্ছা করলে গিয়ে দেখতে পারেন। আমরাতো সব সময় যাওয়া আসা করি তাই আমরা দেখতে পাই। তারপর ব্রীজগুলির যে কাজ হয় সেগুলিও খারাপ কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। ফলে একমাসের মধ্যেই সেগুলি খারাপ হয়ে যায়, ব্যবাহারের অযোগ্য হয়ে যায়। এই হচ্ছে আপনাদের বাজেটের টাকা দিয়ে জনকল্যান মূলক ও উন্নয়ন মূলক কাজ। আবার বড় বড় কথা বলেন বামফ্রন্ট সরকার ক্যাডার পালন, আপনারা কি পালেন পেটুয়া না কি? এই সব এই কারণেই আমরা পি ডবলিউ ডির খাতে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। তারপর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে আসুন, সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে ও এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যে কাজ কর্ম চলছে তাতে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে থানার লক-আপে চলছে নির্যাতনের কাহিনী, আর তাদের বরাদ্দ কৃত টাকা দিয়ে এই জোট সরকার গত দুই বছরে কি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন আজকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কি হচ্ছে আমরা যখন থানায় গিয়ে বলি তখন থানা থেকে আমাদের বলা হয় যে, আপনারা এইখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটা কমপ্রমাইজ করে নিন্- এই হচ্ছে পুলিশের কাজ। এবং ২৫ হাজারের বেশী সাজানো মামলা এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে করেছে। স্যার, থানার লক আপে নির্য্যাতন করার জন্য এইখানে টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সেগুলিতে আমরা সমর্থন করতে পারছি না।

আজকে পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিসের জন্য, বিরোধী দলের নেতা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য পুলিশের জন্য এই অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই এইটাতো আমরা সমর্থন করতে পারি না। স্যার, তার প্রমান আমি আপনার মাধ্যমে দিতে চাই। তাদের চরিত্রটা কি সেটা আমি তোলে ধরতে চাই। ১৯৯০ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই বিধানসভায় মাননীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তা আমি দিচ্ছি খুনের ঘটনা-১৫০ টি, অগ্নি সংযোগের ঘটনা-২৯৯ টি, রাহাজানি এবং লুটপাট-১৭০ টি, ডাকাতি-৮২ টি, নারী অপহরন ৭৩টি, আক্রমন করেছে ৫৫৫ টি, বলপূর্ব্বক রাজনৈতিক দলের অফিসঘর দখল করেছে ৩টি এই কংগ্রেস (আই) এর কর্মীরা। স্যার, এই যদি হয় তাহলে এই পুলিশের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারছিনা। রাজনৈতিক নেতাদের কর্মীদের উপর এই পুলিশ বাহিনী দিয়ে অত্যাচার চালানোর জন্য এই অর্থ চাওয়া হয়েছে। তাই সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এখানে যতগুলি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সবগুলি এই জোট সরকারের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এবং তাদের মন্ত্রীদের, তাদের পেটোয়াদের স্বার্থের জন্য চাওয়া হয়েছে। সেইজন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ এই সভা আজ বিকাল ২.০০ টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

AFTER RECESS AT 2'00 pm.

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। এই বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজেট। এই বাজেটে পুলিশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উনাদের বলে দিতে চাই, উনাদের কি চরিত্র সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভাল করেই জানেন। উনাদের বিধায়কদের চরিত্রও আমাদের কাছে অজানা নয়। আর সেই জন্যইতো রাজ্যে পুলিশকে সক্রিয় করে রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এই সাপলিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই ব্যয়-বরাদ্দ

মাননীয় স্পীকার স্যার, উনাদের অপরাধ কি ধরনের সেটা সম্পর্কেও সবাই অবগত আছেন। কিছুদিন আগে উনাদের দলের একজন বিধায়কের ছেলেকে পুলিশ ধরেছে। বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করা

বাজেট নিয়ে যেখানে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার পক্ষের অধিকাংশ মন্ত্রী এম. এল. এ অনুপস্থিত। তার অর্থ কি এই যে উনারা এই বাজেটকে সমর্থন করেন না।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যের পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। এ. টি. টি এফ যেটা আপনারা তৈরী করতে মদত দিয়েছেন সেটাকে দমন করতেও আজকে পুলিশের সক্রিয় হতে হচ্ছে। সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সাপ্‌লিমেন্টারী বাজেটটির যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে সমর বাবু বলেন যে ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নাকি অর্থ সংকটে ভুগছে এবং এগুলি ঠিক ভাবে চলছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনই এগুলির অবস্থা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত তিন বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন কি করে আপনাদের আমলের দেনাগুলি পরিশোধ করা যায় সেই চেষ্টাই বর্তমান সরকার করে যাচ্ছেন।

জুট মিলের কথাই বলুননা কি একটা অবস্থা সেখানে আপনারা করে রেখেগিয়েছিলেন। আমরা সেটাকে সামাল দিচ্ছি। এখন প্রয়োজন আরও অর্থের। তারপর দেখবেন ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে আপনারা যে সমস্যাগুলি রেখে গেছেন সেই সমস্যাগুলি দূর করার জনাই অর্থের দরকার। যার জন্য এই বাজেট আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, পিছিয়ে পরা জাতিদের জন্য উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কি করেছিলেন? আমাদের সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। এই ব্যাপারে হাউসে সেটা অনেকেই বলেছেন। এদের জন্য আমাদের সরকার গত বছরে যথেষ্ট করেছেন। আরও করবেন।

আমরা কিভাবে বৃদ্ধি করেছি তফশিলীজাতি, ও পুর্ণবাসনএর জন্য, তফশিলী উপজাতিদের পুর্ণবাসনের জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের বুক গ্র্যাণ্টের জন্য। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমাদের এই সরকার এই বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন বিশেষ করে ভাবতে লজ্জা হয় স্যার, উদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উনি একটি বাজেট পেশ করেছেন। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, বিদ্যালয়গুলিতে বেঞ্চ নেই, ঘর নেই। এই দশটা বছর পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, বিদ্যালগুয়িলর অবস্থা কি সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয় শিক্ষকদের

নিরাপত্তার পর্যন্ত অভাব ছিল। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কিছু দিন আগে আমার মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। উনি আমাকে বললেন এই নাকি দশ বছরের মাকস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির চরিত্র। বিদ্যালয়গুলিতে ঘর নেই বেঞ্চ নেই, উনি অবাক হয়ে গেছেন। আমাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আশা করিনি এলাকার এত সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন। এখন তাতেও বাধার সৃষ্টি। আপনারা কোথায় যাবেন? দশ বছরে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, জনগন আপনাদের কোথায় পাঠিয়েছেন? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনাদের অসমাপ্ত কাজগুলি করছেন। সমস্ত টাকা কেন্দ্র থেকে এনে ক্যাডার পোষার রাজনীতি সৃষ্টি করেছিলেন। সেই টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এনে ঐ শিক্ষার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আপনারা সবকিছু আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁই এই শিক্ষাকে আবার এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভায় সাপ্লিমেন্টারী এনেছেন। কাজেই এই সময়টা প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখেছি বেঞ্চের অভাবে ছাত্ররা বসতে পারে না, ঘরের অভাবে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। ছাত্রদের পুস্তকের অভাব সমস্ত জিনিষের অভাব রয়েছে।

এই দিকে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করা উচিৎ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কেন্দ্র থেকে টাকা এনে ঐ কুপন দেন, লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মানুষের কাছে বলতেন যদি মিছিলে যাও তাহলে কুপন দেওয়া হবে। যদি না যাও তাহলে কুপন দেওয়া হবে না। এই কুপন দিয়ে বলত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দাও। আজকে যোগান ব্যবস্থা, তারা স্লোগান দিতেন রেল চাই, রেল চাই। এই হল তাদের চরিত্র। আগরতলা পর্য্যন্ত রেল আসেনি তারা বলতেন দিতে হবে দিতে হবে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ অবস্থা কি হয়েছে আমাদের আগরতলা পর্যান্ত রেল আসার জন্য আমাদের এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত করা দরকার। কারণ আপনারা যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, সেটা আমাদের প্রয়োজন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উনারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলেছেন ভাবতে লজ্জা হয়। স্যার, উনি বলেছেন যে একটি গ্রামে বিদ্যুৎ দিয়েছেন। আমরা গিয়েছি, একটি গ্রামে মাত্র দুইটি খুঁটি পড়েছে, বলেছেন এই গ্রামে শেষ। স্যার, কার কার বাড়ীতে গিয়েছে যারা তাদের ক্যাডার যারা প্রধান

তাদের বাড়ীতে গেছে। আমি দেখেছি স্যার, একটি পাড়াতে গেলে অত্যন্ত দুইশ পরিবার উপকৃত হন। দুইশ পরিবারকে না দিয়ে, উদের ডিঙ্গিয়ে জমি পার করে তাদের ক্যাডারের বাড়ীতে দিয়েছেন। আর বলতেন যে সি. পি. এম করতে হবে, মানুষকে কাঁটতে হবে। যদি মানুষকে কাঁটতে পার তাহলে সি. পি. এম করতে পার। তাহলে তোমাদের বিদ্যুৎ দেওয়া হবে, তা নাহলে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে না। এই ছিল উনাদের চরিত্র। আজকে আমরা দেখেছি স্যার, যে গ্রামে দুইটি খুঁটি দিয়েছে, ঐ গ্রামের যে কি অবস্থা হবে? এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের এই বাজেট। আপনারা যে কুকীর্তি করেছেন, আপনাদের যে চরিত্র, আজকে জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। আজকে আবার বাজেটের বিরোধিতা করেছেন।

(বিরোধী বেঞ্চঃআরে, বাজেট নিন)। হ্যাঁ, বাজেট তো আমাদের নিতেই হবে, বাজেট না নিলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে দেব কেমন করে? আপনারা তো এই রাজ্যে যে একটা অবস্থার সৃষ্টি করে গেছেন, সেই অবস্থা থেকে এই রাজ্যেকে উদ্ধার করতে হবে। এই রাজ্যের মানুষ এর কাছে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে দিতে হবে। তাই এই রাজ্যের জনগণের কাছে তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই বাজেট। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন রেখেছেন, কৃষির জন্যও বাজেট? আমি বলব কৃষির জন্য কেন নয়, কৃষির দিক দিয়ে এই রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অথচ আপনারা এটারও বিরোধিতা করছেন, বড় লজ্জার কথা। স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজকে আমরা দেখছি যে টিলা জমিতেও আলুর চাষ হচ্ছে। যান না বড় কাঁঠাল, মধু চৌধুরী পাড়া এবং গামছাকোবরাতে তাহলে দেখতে পাবেন কি ভাবে টিলা জমিতে আলুর চাষ হচ্ছে। যান না ঐ রাজঘাটে, যেটা দশরথ বাবুর শ্বশুর বাড়ী। আজকে সেই শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও তাকে বকছে, বলছে তুমি কি রাজনীতি করলে আমাদের উপজাতিদের পথে বসিয়ে দিয়েছ।" কাজেই, আজকে উনার শ্বশুর বাড়ীতে লোক পাঠাতে ঘৃণা করছে। স্যার, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের নিয়ে একটা টীম বানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যে, টীমে নকুল বাবু থাকবেন, আর অন্য কয়েক জন থাকবেন, তারা এ'সব দেখে আসতে পারবেন, স্যার, আমি বেশী করে কিছু বলছি না, যা সত্যি তাই বলছি যে আজকে ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়েও কৃষির কাজ চলছে এবং কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের

দাবী যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—মাননীয় স্পিকার স্যার, এখানে সাপলিমেনটারী ডিমানড ফরম্যালস ১৯৯০-৯১ ইং সনের যেটা পেশ করা হয়েছে সেই বরাদ্দ জন্য আমরা সেটাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই সাপ্লিলমেনটারী গ্রানটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের সরকারের সমালোচনা করেছেন। উনি বলেছেন যে, পুলিশ খাতে আবার কেন সাপ্লিলমেনটারী। মাননীয় সদস্য চিত্ত বাবু এখানে একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে, আমরা যারা অপোজিশনে আছি, আমরা থানাতে গেলে পুলিশ আমাদের মামলা রাখে না।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উদয়পুরে এ. ডি. সির নির্বাচনের পর কিছু বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল। সেখানে বিরোধী দলের কিছু লোক উদয়পুর থানাতে অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন। পুলিশ সাথে সাথে স্পটে গিয়ে জানলো যে যারা অভিযোগ করতে এসেছে থানায় তারাই অগ্নি সংযোগকারী। পুলিশ সেখান থেকে ফিরে এসে দেখে যারা অভিযোগ করতে এসেছিল তারা পালিয়ে গেছে। আর উনি এখানে বলছেন যে, পুলিশ এফ. আই. আর রাখে না, পুলিশ মামলা রাখে না। আমরা পুলিশ দপ্তরের জন্য সাপ্লিলমেনটারী চাইছি ৬২লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। আমরা এই টাকা চেয়েছি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। আপনারা কি করেছিলেন? একবার নয় দুই বার নয় তিন বার নয়, সাপ্লিলমেনটারী এনেছেন তারপরে কমপ্লিমেনটারী এনেছেন। এখানে আমার সরকার একবার মাত্র সাপ্লিলমেনটারী এনেছেন তার জন্য সমালোচনা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা আমাদেরকে দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মার্ক্সবাদী কম্যুউনিস্ট পার্টি যদি একটু সংযত হয় খুন খারাপ বন্ধ করে তা হলে আমাদের এত টাকার দরকার হয় না। আপনাদেরকে কনট্রোল করতে আমাদের টাকার দরকার হয়। পুলিশ অ্যাকটীভিটিজের দরকার হয় না। আমার দাদা সমর বাবু বলেছেন যে সাপ্লিমেনটারী কেন? উনি এসটিমেটস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। উনি বলেছিলেন যে কয় মাস পর পর ভারতবর্ষে যে মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বাজেট ফেল করছে। কাজেই সাপ্লিলমেনটারী, রিভাইসড এসটিমেটের দরকার আছে। আর এই হাউসে বলছেন যে সাপ্লিমেনটারী কেন? এক মুখে দুই কথা। লজ্জা হয় না?

বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা এটা ঠিক নয়। সরকারের গঠনমূলক কাজে সমর্থন করুন। এখানে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবেন না। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বফর্সের সামিল করেছেন আপনারাতো দরবার করে ভি. পি 'সকে বসিয়েছিলেন। বফর্স ধরার জন্য। কি হলো? একটা প্রবাদ আছে ঠাকুর ঘরে কেরে? উত্তর: আমি কলা খাই না। আপনাদের অবস্থা হচ্ছে কে রে? আমি না আমি না।

এ সব কথায় কাজ হবে। আপনারা বলেছেন, কারখানা, শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠেনি। হ্যাঁ, আমরা তা স্বীকার করছি। কিন্তু আপনারা কি করেছিলেন? স্যার, পশ্চিম বাংলার দিকে তাকান, দেখবেন, আপনাদের নেতা পশ্চিম বাংলার জ্যোতিবাবু উনার ছেলের বিস্কুট কারখানা দাঁড় করাবার জন্য অন্য বিস্কুট কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা সেলফ ইন্টারেষ্টে কাজ করেন, নট ফর পিপুল। নকুল বাবু ফিসারীকে ধুয়ে খেয়ে ফেলেছেন। আপনিও সেলফ ইন্টারেষ্টে কাজ করেছেন একটু সবুর করুন, ধীরে ধীরে সব ইতিহাস বেড়িয়ে যাবে। আপনারা এখানে চেয়ারম্যানকে দায়ী করছেন। কিন্তু আপনারা যে ঋণ নিয়েছিলেন তার বোঝা আমাদের আজকেও টানতে হচ্ছে। স্যার, আমরা কোন দিন বলিনি যে, ক্ষমতায় আসলে আমরা পুলিশ ব্যবহার করব না, মন্ত্রী হলে পুলিশ লাগবে না সেটা আপনারা বলেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে কোন দিন পুলিশ ব্যবহার করব না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সমর বাবুকে, স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ নিয়ে কত ডজন পুলিশ নিয়ে সোনামুড়ায় গিয়েছিলেন? কত ডজন পুলিশ নিয়ে উদয়পুর গিয়েছিলেন? কিসের ভয় ছিল? বলেছিলেন, আপনাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ থাকবে, একটা পয়সাও পুলিশ খাতে ব্যবহার করবে না। আমরা গাড়ী নেব না। সাইকেল নিয়ে কাজ করব। গিয়েছিলেন সাইকেলে? স্যার, তাই বলি, কথা বলা যত সহজ কাজ করা তত সহজ নয়। এটা অভিজ্ঞতায় ছিল না। হঠাৎ করে ক্ষমতায় এসে উনারা মন্ত্রী হয়ে গেলেন, তাই ভুলে গেছেন কিসের উপর চলছে। উনাদের কাছে পার্টিই সব। পার্টি আর পার্টি। কাজেই মন্ত্রী হয়ে ভুলে গেলেন, সরকারী গাড়ীতে, সরকারী কাজে যেতে হলে ন্যাশনেল ফ্ল্যাগ ব্যবহার করতে হয়। আরবের রহমান, মন্ত্রী তৎকালীন আমলের। তিনি সোনামুড়া যেতে গাড়ীতে ন্যাশনেল ফ্ল্যাগের জায়গায় পার্টির লাল ফ্ল্যাগ লাগালেন। আমাকে অবশ্য বলেছিলেন, ভুল হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

গণ্ডগোল করবেন না। আরবের রহমানকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, ভুলভনারায়নের রাস্তায় তাঁর গাড়ী আটকান হয়েছিল কিনা, তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, ভুল হয়ে গেছে। আর যদি জানতেনই পয়েন্ট অব অর্ডার তুলুন। আমি বসে যাব। বক্তব্য রাখার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করবেন না।

শ্রী সমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার স্যার, উনি সত্য কথা বলছেন না। বানিয়ে বানিয়ে গল্প করছেন। একজন মন্ত্রীর গাড়ীতে কোন দিন লাল ঝাণ্ডা ব্যবহার করা হয় নি। আরবের রহমান, মন্ত্রী, উনিও করেন নি। উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন।

শ্রী রসিকলাল রায় : – না, আমি বলি নি। আমি তো আপনার ছোট ভাই। ভুলে যাবেন না, আপনি আমার বড় ভাই। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট থাকতে, সোনামুড়ায় আপনি আমার সঙ্গে অনেক কথাই বলেছেন।

আপনার সঙ্গে আমি পাশাপাশি বাড়ীতে ছিলাম। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে আপনি আমার সঙ্গে যুক্তি করেছিলেন সোনামুড়া শহর টাকে এ্যাকসটেণ্ড করে ধলিয়া জলাতে নিয়ে আসবেন! আপনারাতো ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন আনতে পেরেছেন? কথা বলা যত সহজ, কাজ করা তত সহজ নয়। এটা জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন আপনাদের। ত্রিপুরা রাজ্যকে আপনারা যে ভাবে পরিচালিত করেছিলেন, তাতে এই রাজ্যের মানুষ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এখন আমরা ক্ষমতায় আসার পর জনগণ শান্ত হচ্ছে তাদেরকে আপনারা আর অশান্ত করবেন না। আজকে রাজ্যের অগ্রগতি হচ্ছে, সেটাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। মানুষের রক্ত নিয়ে আপনারা আর হোলি খেলবেন না। মানুষের স্বার্থে আপনারা কাজ করুন। স্যার, এখানে পি. ডাবলিউ. ডির কথা বলা হয়েছে এই খাতে ১ কোটি টাকার উপর সাপ্লিমেণ্টরী বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এবং এর প্রযোজন আছে। বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার যে কাজগুলি করে গিয়েছিলেন, বিগত ১০ বৎসরে উনারা সেই কাজগুলির মেণ্টেন্যান্স পর্যন্ত করেন নি। আর এই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন যে, এই সমস্ত টাকাগুলি অপব্যয় করা হচ্ছে, কোন কাজ হচ্ছে না আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আজকে কয়টা স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে, কয়টা হাসপাতাল কনস্ট্রাকশান করা হয়েছে, রোডের কাজ চলছে। আজকে সমস্ত কাজের হিসাব আপনারা পাবেন। কিন্তু আপনারা কোটি কোটি টাকা এনে খরচ করেছেন। কিন্তু একটা কি এসেট আছে? এ টাও নেই। আমরা কিন্তু এসেট দেখাতে পারব। স্যার, চণ্ডাত্রি সম্পর্কে বিরোধী বেঞ্চ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। আপনারা

১০ বৎসর ক্ষমতায় থাকা কালীন ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রিকে গজব করে দিয়েছেন। আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি কোন দিনই চান না। স্যার, উনারা এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রি উন্নত হওয়া প্রয়োজন। এটা আমিও স্বীকার করি। উনারা যখন সরকারে ছিলেন তখন উনারা বলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়ানোর জন্য রেল লাইন চেয়ে উনারা পাচ্ছেন না। সেন্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট উনাদেরকে দিচ্ছেন না। দিল্লীতে যখন রাজীব গান্ধীর সরকার, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ছিল, তখন উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য নির্বাচনের পূর্ব মুহুর্ত্তে বললেন যে এবার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়িয়ে দেব। কিন্তু কেন্দ্র রেল লাইন দিচ্ছে না। আমরা সাইকেল দৌড়ে গিয়ে দিল্লী থেকে রেল লাইন নিয়ে আসব। এর অর্থ রেল লাইনের জন্য উনারা দিল্লীতে যাবেন। আর ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দিল্লীতে যাওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা হিসাবে কালেকশান করেছেন। কারণ উনারা রেল লাইনের দাবীতে সাইকেলে করে দিল্লীতে যাবেন। কতজন সাইকেলে দিল্লীতে গিয়েছিলেন? এরপর যখন ত্রিপুরাতে সরকার পরিবর্ত্তন হলো, যখন রেল লাইনের কাজ দ্রুত গতিতে চলছিল, এরপর ভি. পি. সিং এর সরকার এসে রেল লাইনের কাজ বন্ধ করে দিলেন। এরপর আমাদের সরকার দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার কাজ অগ্রসর করাতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সরকার ত্রিপুরাতে রেল লাইন চালু করতে অত্যন্ত উদগ্রীব।

স্যার, এখানে আন্দোলন নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমঝোতায় আসতে হবে, মানুষকে ক্ষেপিয়ে কিছু করা যায় না। স্যার, ফিসারী ডিপার্টমেণ্টের কথা বলে আর লাভ নেই। আমাদের ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট যে কাজ করছেন সেটা আপনারা সবাই জানেন যে, ডুম্বুরেও মাছের চাষ করা হয়। আমি শাসক দলের প্রতিনিধি, আমাদের দলের লোকই এই বিভাগের মন্ত্রী নগেন্দ্র বাবু। মাননীয় মন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলেম ওখানে নাকি লেংগুর ছাড়া কাতলা মাছ পাওয়া যায়, তখন তিনি বললেন কি জানি, আমি বলতে পারব না। মাননীয় ফিসারী মন্ত্রীকে আমার মেয়ের বিয়ের সময় ফিসারী থেকে মাছ দেবার কথা বলেছিলাম তখন উনি বললেন এই মাছ তো বিয়ে এবং অন্যান্য পারপাসের জন্য নয়। এই মাছ জনসাধারণকে দেওয়া হয় তাই বলছি দেখুন

আমাদের সরকারের মানসিকতা কত বড়। এই ডম্বুর থেকে আমরা ৩২ কে. জি ওজনের মাছ আনতে পেরেছি। আপনাদের আমলে ঐ নকুল বাবু তো তিত্ পুঁটিকে কাতলা মাছ বলে চালিয়েছেন তাই বলছি আপনাদের আমলে কিছুই হয় নি। স্যার, এডুকেশ্যান ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা সাপ্লিমেন্টারি গ্রান্ট চেয়েছি তাতেও আপনাদের ঈর্ষা হচ্ছে। এডুকেশ্যান ডিপার্টমেন্ট আমাদের সরকারে আসার পর আমাদের আমলে যে বলতেন কংগ্রেস সরকার কি করেছেন? কিন্তু আমি বলব সেই আমলে কনষ্ট্রাকশানগুলি কি ভাবে ডেমেজ হয়েছে। তারপর আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এখানে সাব-ডিভিশ্যানের প্রাইমারী স্কুল আছে। স্যার, আমি একটা কথা বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের আমলে কি কোন প্রাইমারী স্কুলে কনষ্ট্রাকশ্যান করেছিলেন? আমাদের আমলে সাব-ডিভিশনে এখন ১১টি বিল্ডিং-এর কনষ্ট্রাকশ্যান হয়েছে। আপনারা জানেন ছাত্রদের লেলিয়ে দিতে যে, যাও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। আসল কথা হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আপনারা তো দেশের জন্য কাজ না করে আন্দোলনই করতে চান।

স্যার, আমাকে ২ মিনিট সময় দিন।

মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় সদস্য সমরদা আমাদের রবীন্দ্রনগর হাই স্কুলকে বিল্ডিং করা হবে, উনি নিজে গেলেন, অফিসার না পাঠিয়ে, নিজে গেলেন তদন্ত করতে। তদন্ত করতে গিয়ে হাই স্কুলের যে জায়গা ছিল ওখানে উনাদের দলীয় নমুনা ভাবনা, আসলে করবে না। যদি উনারা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন আমাদের চাপে পড়ে। দেখা গেল উনি মানুষকে বোঝাচ্ছেন এই জায়গায় করোনা, ঐ জায়গায় কর। অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোপারেটিভের যে জায়গা সেটা তিনি দখল করতে গিয়েছিলেন। এইটা কি করে হবে? এইভাবে তারা মানুষকে ফাঁকি দিয়েছে, শিক্ষাকে ফাঁকি দিয়েছে। আজকে আমাদের সরকার ঠিকঠিকভাবে টাকাটাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তার জন্য টাকার সর্ট। সমরবাবু বলেছেন দিছু দিন পর পর ভারতের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধির দরুনই সাপ্লিমেন্টারী আসে, এমনিতে আসেনা। এক বছর আগে যদি ১ কোটি টাকার লেনদেন করেন, সেই এক কোটি টাকা দিয়ে আজকে হবে? আপনারাই বলুন। এখন কথা হচ্ছে, মানুষ আপনাদের পছন্দ করছে না।

মানুষ আমাদেরকে পছন্দ করছে সুতরাং আমাদেরকে কাজ করতে দিন। আপনারা যা করেছেন এখনও তদন্ত করে ধরে আপনাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই সাপ্লিমেন্টারী মূল বাজেট ছিল এইবার ৫৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। সাপ্লিমেন্টারী আমরা এনেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পেরেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখছে কোথায় কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সুতরাং আমরা টাকা খরচ করছি, খরচ করব জনগনের জন্য. খরচ করতে গিয়ে টাকার দরকার হলে টাকা চাইব। যারা খরচ করতে পারে না, তারা টাকা চাইতেও ভয় পায়। আপনারা গঠনমূলক চিন্তা করুন, দেশের উন্নতির চিন্তা করুন। অনিলবাবুত বসে বসে কলম মারছেন। উনিত ইণ্ডাষ্ট্রিতে বিশ্বকর্মার নামে পাট না, বস্তা না, ছালা না রাম দা তৈরী হত উনার বাহিনীর জন্য এইটাকে আমরা কনট্রোল করেছি। আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জান বাঁচিয়েছে, সন্ত্রাস কমিয়েছে। এখন আর বিধায়ক হত্যা হয়না। আপনাদের আমলে ত আমাদের বিধায়ক খুন হয়েছে। আপনারা জানেননা. আমাদের সরকার সবকিছু জানে, তথ্য চাইলে দিতে পারবে। আপনারা যেহেতু জনসাধারনের ভোট পেয়ে এসেছেন আপনারা দুর্নাম করবেননা. আমাদের সরকারের কাজের সহায়তা করুন, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন.। আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে, আমাদের যাতে পুলিশ কম লাগে তার জন্য আপনারা সন্ত্রাস লাগাবেননা চুরি, ডাকাতি এইসব করবেন না.। আমাদের কাজের সহায়তা করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—জোলাই বাড়ী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইযে সাপ্লিমেন্ট্যারী বাজেট আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করতে পারছি না। আমরা এই জোট সরকারের ৩ বছরের কাজকর্ম দেখেছি।

গত জানুয়ারীর ৭ তারিখ আমরা উত্তর ত্রিপুরায় গেলাম এস টি কমিটি থেকে, দেখলাম সেখানে যত রকম সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে সেগুলি সব ই বামফ্রন্ট

সরকারের আমলের। তার পরে আর কিছু হয় নি। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা বলল বামফ্রন্ট সরকার থাকতে যা কিছু হয়েছে এখন আর কিছুই হচ্ছে না। যেমন স্কুল ঘর নির্মান হোষ্টেল নির্মান এইগুলি কিছুই জোট সরকারের আমলে হয়নি। যেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অসম্পূর্ণ ছিল সেগুলিও আজ তিন বছরে আপনারা শেষ করতে পারেন নি। তারপর ১৫ তারিখ দক্ষিণ ত্রিপুরায় গেলাম এস টি কমিটি থেকে সেখানেও দেখলাম একই অবস্থা এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুই হয়নি এবং দেখে বুঝলাম এখানে আপনারা মন্ত্রীরা এইটা হয়েছে বলে যে তথ্যগুলি দেন এইগুলি সব মিথ্যা। আপনারা গ্রামাঞ্চলে কোন উন্নয়ন মূলক কাজ না করে কি করে এত মিথ্যা তথ্য এই হাউসের মধ্যে বলেন এইটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দেখা উচিৎ। ওনার কাছে তো সঠিক তথ্য থাকা দরকার। আসলে কোথায় কি হচ্ছে। আপনারা যে এই ভাবে দেশের কোন কাজ করেন না। আবার মিথ্যা কথা বলেন তা আপনাদেরকে তো দেশ চালাতে হবে, আবার নির্বাচনে জিতে এখানে আসতে হবে। তা ছাড়া এইভাবে দেশের কোন কাজ না করলেতো দেশের সমস্ত যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে দেশে বেকার বাড়বে, অশিক্ষিত বেকার বাড়বে, তাদেরকেতো কিছু কিছু না কাজ দিতে হবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কি করেছিল তাদের জন্য গ্রামে গ্রামে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার খুলে দিয়েছিল, ইণ্ডাষ্ট্রি খুলে দিয়েছিল, বিভিন্ন ধরনের স্কীম তৈরী করেছিল এবং এইগুলির মাধ্যমে তাদের কর্মের সংস্থান করেছিল। আর আজকে এই সব কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে দুর্নীতি চলছে, একটা গনতান্ত্রিক রাজ্যের মধ্যে এত দুর্নীতি চলছে, এইভাবে দুর্নীতি চলবে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা দরকার। তাকে জনগনের কাছে গিয়ে আবার বলতে হবে তোমাদের জন্য আমরা কাজ করব। আপনাদের এই তিন বছরে কি হয়েছে মাছের চাষ হয়েছে, দালান চাষ হয়েছে, গাড়ীর চাষ হয়েছে, আসলে কিছুই হয় নি সব মন্ত্রীদের পকেটে চলে গেছে। আপনারা সবাই গিয়ে দেখুন এক একজন মন্ত্রীর বাড়ী ঘরের কি অবস্থা। একটু জনগনের জন্য কাজ করতে হবে তো। আমাদের সরকার থাকতে রাজ্যের যা কিছু কাজ হয়েছে আপনাদের আমলে কিছুই হয়নি। আমাদের কতগুলি স্কীম ছিল আপনারা সেগুলি সব নষ্ট করে দিয়েছেন। রাজ্যের স্কীমের খাতে যে টাকা বরাদ্দ ছিল বা আছে সেগুলি সব আপনাদের বাড়ী ঘর তৈরী করার কাজে ব্যবহার করছেন। আপনারা আবার সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন, সরকার থেকে গাড়ী পান।

স্কুল দেখতে যায় না। মাননীয় মন্ত্রীদের গাড়ী আছে, সে গাড়ী জনগণ কেন দিয়েছে- তাদের- শুধু তাদের বিলাসিতা করার জন্য দেয়নি। এই গাড়ী দিয়েছে যাতে ত্রিপুরার কোথায় কি কাজ হচ্ছে- কোন দুর্নীতি হচ্ছে কি না এই সব ঘোরে ঘোরে দেখার জন্য কিন্তু মন্ত্রীরা তা করছে না। আজকে যদি তারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আগে জনসাধারণের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জানতো কি কাজ হচ্ছে বা হচ্ছেনা, এবং তারপরে অফিসে গিয়ে অফিসারদের জিজ্ঞাসা করতেন কেন সেটা হলোনা এবং তাদের ওয়ার্ক অর্ডারগুলি দেখতেন তাহলে অনেক কাজ হতো। কিন্তু মন্ত্রীরা সেটা করেন না। কাজেই এই সব কাজের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে সেটা কে ধরবে ?

আমাদের একজন উপজাতি কল্যান মন্ত্রী আছেন - উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা-ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের মন্ত্রী বানিয়েছেন কিন্তু আপনারা তাদের জন্য কি করতে পেরেছেন ? আজকে প্রত্যেকটা এস, ডি, ও অফিসে নিউক্লিয়াস বাজেট বলে একটি বাজেট আছে-যেটি থেকে ট্রাইবেলরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার জন্য-সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই টাকা দিয়ে কি করা হচ্ছে স্যার, - মন্ত্রীরা যে ডাকবাংলায় গিয়ে থাকেন - খরচ করেন সেটা এই টাকা থেকে দেওয়া হচ্ছে। এই টাকাতো এইভাবে খরচ করার জন্য নয়, এইটা ট্রাইবেলদের জন্য। কিন্তু ট্রাইবেলরা অসুস্থ হলে কোন আর্থিক সাহায্য পায় না। এইভাবে স্যার, এই নিউক্লিয়াস বাজেটের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মন্ত্রীরা নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করছেন ! এইভাবে নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা এই উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী নিজে খেয়ে ফেলেছেন ।

স্যার, একজন ট্রাইবেল মন্ত্রী- তিনি বলেছেন যে, এই ব্রজমোহনবাবুর বাড়ীতে গেলে নাকি বন্দুক পাওয়া যাবে। স্যার, আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রায় ৬০ ঘর উপজাতি আছে। আজকে স্যার, পুলিশ প্রতিটি ট্রাইবেলদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তল্লাসী চালাচ্ছে তাদের ঘরে নাকি বন্দুক আছে। তাই স্যার, আজকে ট্রাইবেল ছেলেরা বাড়ী ঘরে থাকতে পারছে না। আজকে স্যার, বাঙ্গালীদের

বাড়ীতেও তো বন্দুক আছে কিন্তু এইটাতো কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু কি এই ট্রাইবেলদের দোষ ?

স্যর, ১০০ টির উপরে নারী ধর্ষন করা হয়েছে, আর হাজার হাজার ট্রাইবেল আজকে ঘরছাড়া । স্যার, এইজন্য আজকে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না হলে আপনারা কেউ জনসাধারনের কাছ থেকে মাপ পাবেন না । উপায় নেই । স্যার, বহু উপজাতি যুবককে খুন করা হচ্ছে। আর এই করছে ঐ সুধীর মজুমদারের সৃষ্টি খুনী বাহিনী ।

কাজেই স্যার, আজকে এইখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে-এইটা আসলে জনগণের কোন কাজে লাগবে না, সমাজের কোন কাজে লাগবে না । তাই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি । ধন্যবাদ ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন ।

শ্রী ***সুকুমার বর্মন*** (নলছড়) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ কর সম্পর্কে এই হাউসে উপস্থাপন করেছেন সেটাকে আমি কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছিনা । কারণ গত বছরেই বিরাট অংকের ঘাটতি বাজেট পেশ করে এই ঘাটতি পূরণের জন্য জনসাধারনের উপর যে ট্যাক্সের বোঝা, আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠেছে । আর অপর দিকে সারা ত্রিপুরাতে চলেছে অর্থনৈতিক দুর্নীতি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা জোট সরকারের মন্ত্রীরা যারা রয়েছেন এবং তাদের দলীয় কর্মীরা আত্মসাৎ করেছে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আজকে অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক চরম সংকট সৃষ্টি করছে ।

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে

আবার একটা অতিরিক্ত ব্যয়- বরাদ্ধ এখানে আনা হল। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আবার একটা সংকটে ফেলে দেওয়ার জন্যই বাজেট আনা হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পারস্য-উপসাগরে যে যুদ্ধ বর্তমানে চলছে, এবং সেখানে যে স্কাড মিশাইল নামক একটি অস্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঠিক সেই ধরনের একটা অবস্থা আমাদের রাজ্যের জনসাধারনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এই জোট সরকার। তাহলেই স্যার, বুঝতে পারা যায় যে, আমরা কি অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে সব চলে যাচ্ছে। শুধু টাকার সংস্থান।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী খুব বলে বেড়ান যে, কৃষি কার্য্যে ত্রিপুরা রাজ্য একটি কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করছে। পুলিশ-কৃষি-হাসপাতাল-শিল্প এগুলির অবস্থাটা বর্তমানে কি ধরনের সেটা সবাই জানেন। হাসপাতালে কিছুই পাওয়া যায় না। হয় নেই, আর থাকলেও নষ্ট। এইত অবস্থা। এখনও পাঠ্য-পুস্তক, অংক বই দেওয়া হয় নাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কৃষি ক্ষেত্রে টাকা চাওয়া হয়েছে, উন্নতমানের আলুবীজ সরবরাহ করার কথা মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এখানে বলেছেন। প্রায়ই এ ব্যাপারে প্রচার দেখা যায়। এই সরকার এটা করছেন। স্যার, আমি বলতে চাই যে, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সেটা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই নাগিছড়াতে। কত কে, জি আলু আপনারা কৃষকদের দিতে পেরেছেন? ১ কে, জি, আলুর বীজ দিয়েছেন কৃষকদের? আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে সভায় উপস্থিত নেই। উনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই কত কেজি আলু কৃষকদের মধ্যে সার-বীজ ইত্যাদি কিভাবে দেওয়া হচ্ছে? উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে নিজেদের দলীয় লোকদের শুধু এগুলি দেওয়া হচ্ছে। এবং তারা এগুলি বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছে। বর্তমানে জল সেচের অবস্থাটা কি? বামফ্রন্ট আমলে এই ব্যাপারে যা-যা করা হয়েছিল সেগুলি সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে জল সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

স্যার, আমাদের রাজ্য থেকে ফরিয়ারা এসে কম দামে আলু কিনে নিয়ে যাচ্ছে আসা-

মের শিলচর-প্রভৃতি স্থানে । আলু চাষীরা জলের দামে আলু বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। কোথায় আমাদের রাজ্য সরকার ? কি করছেন তাদের জন্য ? এই আলু চাষীদের ন্যায্য দামে আলু বিক্রি করার জন্য সরকার থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না । দুটি পয়সা যাতে উনারা পান সেই চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন ?

এই সমস্ত কারণে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছিনা স্যার । সোনামুড়া সব্জি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে । ঋণের ব্যবস্থা ছিল। সেটাও স্যার, এখন বন্ধের পথে ।

তাদের ফসল কিনে সেটাকে বাজারজাত করার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন, আগরতলা শহরও বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে সেখানে সব্জী বিতরণ কবা হত । আজকে সেই সব্জী সেখানে বিতরণ করা হয় ? সেটাতো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে আজকের কৃষি পণ্যের অবস্থা । এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না । স্যার, আমি আর একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাই । ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ । ফিসারী ইমপোর্টের জন্য সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছে । স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের সময় ফিসারীর ক্ষেত্রে তারা যে বিভিন্ন চুন, খৈল ও অন্যান্য যেসমস্ত মৎস্য সেগুলি চাষীদের সস্তায় দিয়েছিলেন । আমরা দেখেছি এখানে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটি এপেকস্ কো-অপারেটিভ ফিসারী তৈরী করেছিলেন । সেই এপেকস্ ফিসারী কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে সেই সমস্ত চুন, খৈল, ব্লকের মধ্যদিয়ে সেখানে যারা গ্রামে গঞ্জের মৎস্যচাষী তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় । স্যার, আজকে সেই কো-অপারেটিভ মধ্যদিয়ে সেটা দেওয়া হয় ? স্যার,এই এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সেটা মৎস্য বাজার থেকে কন্ট্রোল করার জন্য যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল । আজকে এখানে মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য আছে । স্যার, এই এপেকস্ ফিসারী কো-অপারেটিভ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সময় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সেখানে প্রফিট দেখিয়েছিলেন । আর আজকে সেটা কি অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড়া করিয়েছে ? স্যার, বাজারের এই এপেকস্ ফিসারী কো-অপারেটিভ সেখানে সিদল তৈরী করত, সেখানে সিদল তৈরী করে, এই সিদলের বাজার সেখানে কন্ট্রোল করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ

করত। আজকে সেখানে আর সিদল তৈরী হয় না। আমরা গত বছর দেখেছি স্যার, যে এই এপেকস্ ফিসারী কো-অপারেটিভ সেখানে সিদল কেনার জন্য, পুঁটিশুটকী সেখানে কিনেছেন, মাদ্রাজের সেই পুঁটিশুটকী। যেটা বাজারে আট টাকা থেকে দশ টাকা কিলো বিক্রি হয়। আর সেটা কেনা হয়েছে ৫৫ টাকা কিলো দরে। এখন পর্য্যন্ত সেখানে তৈরী করা হয় নাই। যে গো-ডাউনে রাখা হয়েছে, সেটা পচে গোবর হয়ে গেছে। স্যার, সেখানে এপেকস্ ফিসারী কো-অপারেটিভ শুটকীর বাজার কন্ট্রোল করত, আজকে আর সেটা হচ্ছেনা। আজকে যারা ফরুয়া ব্যবসায়ী, সেই গোলবাজারেই বলুন, আর বটতলা বাজারেই বলুন আজকে সেখানে ফড়িয়ারা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। তারাই সেখানে কন্ট্রোল করছে যেখানে সরকারী সংস্থা, আধা সরকারী সংস্থা কন্ট্রোল করার কথা ছিল, সেটা আজকে সেখানে হচ্ছে না। স্যার, আমরা কি দেখছি? শুটকী কেনার জন্য যে কো-অপারেটিভ চেয়ারম্যান তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মত, তার আত্মীয় স্বজন বা নিজের লোকদের সেখানে দেখিয়েছেন, তারা শুটকী দেবে বলে সাব্রুমে যারা চাকমা শরণার্থী আছে, তাদের শিবিরে শুটকী দেওয়ার কথা। কিন্তু তারা সেখানে সাপ্লাই দিচ্ছে না। আজকে সেই টাকাটা সেখানে আটকে যাচ্ছে। স্যার, আমরা জানতে পেরেছি যে, ফিসারী ডিপার্টমেন্ট ইদানিংকালে মাছের পোনা কেনার জন্য তারা সেখানে টেণ্ডার কল করেছেন। আমরা দেখেছি, চেয়ারম্যানের যেসব আত্মীয় স্বজনরা আছে, তারা সেখানে টেণ্ডার ড্রপ করেছেন। অন্যান্য যারা আছেন তাদের কাউকে সেখানে টেণ্ডার ড্রপ করতে দেওয়া হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী সুকুমার বর্মণ :— আর অল্প স্যার, স্যার, টেণ্ডারের যে রেইট দিয়েছেন তা অত্যন্ত উচ্চ দরের। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি ডিরেক্টর সেখানে একসেপট করতে পারছেন না মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রীও সেটাকে এপ্রুভ্যাল দিচ্ছেন না। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যারা মৎস্য পোনা উৎপাদক তারা সেখানে মাছের পোনা বিক্রি করতে পারছেন না। তাদের পোনা পুকুরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে হাউসে তথ্য দেওয়া হয়েছে; বাইরের রাজ্য না কি তিন কোটি মাছের পোনা সরবরাহ করা হয়েছে।

আসলে কি সেখানে মাছের পোনা সরবরাহ করা হয়েছে না ব্যাঙের পোনা সরবরাহ করা হয়েছে? এতে আমাদের সন্দেহ আছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে আজকে ফিসারী দপ্তরকে সেখানে ইমপোর্টসের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। আর আমরা সেটাকে সমর্থন করব? কোন অবস্থায় সেটাকে সমর্থন করা যায় না। স্যার, নগেন্দ্রবাবুর ফিসারী দপ্তরের বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সেখানে সেই কচ্ছপের চাষ করছেন নগেন্দ্রবাবুর আত্মীয় স্বজনের পুকুরের মধ্যে। সেখানে সেই সমস্ত কচ্ছপ তৈরী হচ্ছে। কবে নাগাদ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পাবে সেটা আজকে সন্দেহ জনক হয়েছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আজকে যেভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চব্বিশ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি করেছে, মানুষের যে নাভিশ্বাস উঠেছে, এই অবস্থার মধ্যে আবার সেখানে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড কোন অবস্থাতেই সেটাকে সমর্থন করা যায় না। তাই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী**রতনলাল ঘোষ** (খয়েরপুর) :— **মিঃ** ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্যান্টসের উপর সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য রাখছি। আর বিরোধী দলের যে সমস্ত সদস্যরা আমার আগে বক্তব্য রেখেছেন, তাঁরা একটা ভাষাতে গল্প তৈরী করে এই রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, যদিও আমরা জানি যে কমিউনিষ্ট পার্টি চিরকালই এই কাজটা করে থাকেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যে যখন বিদ্যুতে স্বয়ম্ভ অর্জন করতে যাচেছ, এবং এই বিদ্যুতের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটারও তারা বিরোধিতা করছেন। আমি এটাও বুঝতে পারছি না, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে এক তরফা ভাবে এখানে তারা এমন কতগুলি ভাষাতে গল্প বলে গেলেন জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখলেন না গত ১০ বছরে এই রাজ্যটিকে কত পিছিয়ে দিয়ে গেছেন। তবে একটা কাজ তারা করে গেছেন, যেটা ত্রিপুরার মানুষ জানে যে তাদের আমলে প্রতি বছরই একটি করে তাদের রাজত্বকালের বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান করা হত এবং সেই অনুষ্ঠান করার জন্য টুরিজমের থেকে টাকা

নেওয়া হত। কারণ আই, সি, ডিওসির টাকায় সেটার সংকুলান হত না। আজকে এই রাজ্যে ট্যুরিজমের একটা ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরী হয়েছে, তারা এটারও বিরোধিতা করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বছরে রেকর্ড সংখ্যক ট্যুরিষ্ট পশ্চিম বাংলা এবং পুর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে ত্রিপুরাতে এসেছে। মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মনও নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছেন যে রুদ্র সাগরে যে সাগরমহলের উদ্বোধন করা হয়েছে, সেখানে লক্ষ লক্ষ টুরিষ্টটের আগমণ ঘটেছে। তাই, গত ২ দিন ধরে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। তারা তো পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে ত্রিপুরা দিবস পালন করেছে এবং সেটা পালন করতে গিয়ে বলেছেন বা প্রচার করেছেন যে, ত্রিপুরাতে প্রতি মুহুর্ত্তে একজন করে খুন হচ্ছে ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

বহু ট্যুরিষ্ট পশ্চিম বঙ্গ থেকে এখানে এসেছিলেন ফিরে যাওয়ার সময় তারা বলে গেলেন যে "কৈ কাটাকাঁটি মারামারি দেখলাম না তো" । দাঙ্গা হাঙ্গামা করে এই রাজ্যের উন্নয়নকে উনারা ব্যাহত করার জন্য অনেক বার চেষ্টা করেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি একটা স্টানট দিয়ে কিছু দিনের জন্য এই রাজ্যের মানুষকে বোকা বানানো যায় কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। উনারা দাঙ্গা লাগিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। সেই অর্থনীতিকে আবার পুনর্গঠন করতে এই সাপ্লিমেটারীর প্রয়োজন হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অতীতে শুধু এস,আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির টাকা দিয়ে ওরা দলবাজী করেছে। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন নি। গত তিন বছরে আমাদের সরকার রুর‍্যাল ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে, গ্রুপ হাউজিং কম্যুনিটি সেণ্টার, রুর‍্যাল রোডস অব পঞ্চায়েত এই সব উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে বহুবার বলেছেন যে, জ্ঞান পাপীরা দেখেও দেখেন না, শুনেও শুনেন না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে রাজ্যে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। পেঁচক অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে, অন্ধকারই পছন্দ করে পোল্যাণ্ড রোমানিয়ার সেই সেসকো তাদের দলের মানুষ। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে, অনেক প্রগতি হয়েছে। মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে এক দুই বছরের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। এ.ত তাদের ফিলা চমকে গেছে। উনারা আদায় কাঁচ কলার এক গোষ্ঠী হয়ে বি, জে, পি এবং সি, পি, আই (এম) এক হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে শাসনে

আসবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একবারও আওয়াজ তুলেননি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ৭৪ মেগোয়াট বিদ্যুত দরকার, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে ।

অতীতে কম্যুউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থ দেখেনি এবং এখনও দেখছে না। নিষ্ঠাবান কম্যুউনিস্ট নেতা বলেছেন যে গরীবকে গরীব রাখ ভোখা রাখ তা হলেই তাদেরকে দিয়ে মিছিল করা যাবে। এই হলো পরিস্থিতি। আমাদের সরকার আজকে যেখানে বিদ্যুতের অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করছে, আগে যেখানে অন্ধকার ছিল গ্রামে-গঞ্জে সেখানে আলো পৌঁছে দিচ্ছে, সেখানে সভ্যতা বিকশিত হচ্ছে সেটা দেখে এদের ভয় হচ্ছে যে আমাদের মার্কসবাদী কম্যুউনিস্ট পার্টির প্রচার মিথ্যা হয়ে যাবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি আমাদের ৭৫ মেগোয়াট বিদ্যুতের দরকার , আমরা সেটা চাই। দরকার হলে আমরা আন্দোলন করব। ওরা কিন্তু একটি বারও আওয়াজ তুলছেন না ।

স্যার, একটি কাজ উনারা বার বার করার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে, যে কোনভাবে এই সরকারকে হেনস্থা করা যায় কিনা মানুষের সামনে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার ভাবতে লজ্জা হয় যে, কৃষি ক্ষেত্রে উদ্যোগ রাজ্য সরকার নেওয়ায় সেটাও তাঁদের চোখে ভাল লাগল না। যেমন, কাছিম চাষ ভাল লাগে নি। কিন্তু আমরা জানি, কাছিমের চাহিদা এই রাজ্যে যথেষ্ট আছে ঠিক তেমনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও আছে। এতে উনাদের জ্বালা হয়েছে। কাছিমের চাষ হবে না, এটার জন্য ডিমাণ্ড চাওয়া হবে না। স্যার, ট্রাইবেল এরিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভেজিটেবল চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। স্যার, নিশ্চয়ই এখানে আলুর প্রয়োজন আছে। ট্রাইবেল বেলটের আরো ব্যাপক অংশকে চাষের আওতায় আনা দরকার। মৎস্য চাষের ব্যাপারে স্যার, আমি আর বেশী কিছু বলব না। মাছের চাষ রাজ্যে সারপ্লাস হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে যে টাকা চাওয়া হয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত। সে জন্য আমি সমর্থন করছি। সাথে সাথে বলতে চাই, আমি বুঝতে পারছি না, কেন তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, শিক্ষার ক্ষেত্রে এখানে উনারা বড় বড় কথা বলে থাকেন। স্যার, হায়ার এডুকেশানে ২/৩টি নতুন

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR – 1990-91

সাবজেক্ট খোলা হয়েছে। স্যার, যা উনাদের সময়ে কল্পনাও করা যেত না। গত তিন বছরে এই রাজ্যে বহু নতুন স্কুল (প্রাইমারী) খোলা হয়েছে। সিনিয়র বেসিক স্কুলকে আপ—গ্রেড করে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। আগে আমরা দেখেছি, উনাদের লোকদের দিয়ে বিরাট বিরাট মিছিল করিয়ে মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন্ দিতে। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে আমরা কোথাও নতুন স্কুল হতে দেখি নি। স্যার, কয়টি প্রয়োজন ভিত্তিক নতুন স্কুল হয়েছে। আমাদের সময় কোন মিছিল করতে হয় নি। কোন ডেপুটেশন দিতে হয় নি। যেখানে যা প্রয়োজন তা করা হয়েছে। এই সব স্কুলগুলি আজ দ্রুত গতিতে চলছে। সুতরাং এডুকেশানের জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা সমর্থন করা উচিত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি পুলিশের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকে বিরোধী দলের সদস্য যারা রয়েছেন তাঁরা আজকে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। রাজ্যের মানুষের মঙ্গল তাঁরা চান না। রাজ্যের মানুষের সঙ্গে কন্স্পিরাসিতে লিপ্ত হয়েছে। রাজ্যের মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য এ, টি, টি, এফ, করা হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে টি, ইউ, জে, এস,-এর যে সব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাঁদেরকে হামলা করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধী দলের মাননীয় বিধায়ক ব্রজমোহন জমাতিয়ার কথা থেকে এ রকম একটা ট্রেস পেয়েছি। স্যার, আমাকে এটা আজকে বলতে হবে।

স্যার, শুধু তাঁরাই নন, ডিফিটেড ক্যাণ্ডিডেট যারা রয়েছেন তাদেরকেও বাড়ীতে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নয়, বাড়ীতেও তাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। যেটা উনাদের আমলে আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না।

(*শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস:—* তখন প্রয়োজন ছিল না)

তখন প্রয়োজন ছিল কি ছিলনা সেটা গোপালবাবু আপনি ভাল করেই জানেন। সেই ইতিহাস সাক্ষী আপনারা। সেই ইতিহাস আমি আর বলতে চাই না। মাননীয় সাহিত্যিক অনিল বাবু যেখানে বক্তৃতা করতেন তখনই তাকে বলতে শোনা যেত কংগ্রে-

সীদের চামড়া দিয়ে ঢাক বানানো হবে, উনাদের পায়ের জুতো তৈরী করা হবে। আগামী প্রজন্ম আপনাদের চেহারাটা সহজেই বুঝে নিবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার, এখানে যে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেগুলির অনুমোদন দেওয়া উচিত। যদিও আমি জানি উনারা সমর্থন দেবেন না। যখনই উনারা জন সমর্থন থেকে সরে যান, তখনই দাবী তোলেন রেল চাই, শিল্প চাই বলে বিরাট মিছিল করেন। মিছিলের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা কালেকশন করে গায়েব করেন। এই কায়দাটা আপনারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইম্পোরট করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বরের ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ যুবকের রক্ত কালেকশন করা হলো। রক্ত বিক্রির টাকা দিয়ে বক্রেশ্বর করা হবে। কিন্তু সেই রক্ত প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা করা হলো না, ড্রেনে ঢেলে দেওয়া হলো। এই সমস্ত স্ট্যাণ্ট আপনারা এখানে দিতে চাইছেন। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন এই সমস্ত স্ট্যাণ্ট দিয়ে এ রাজ্যের ক্ষমতায় আপনারা আর আসতে পারবেন না। এই কথা বলে সাপ্লিমেণ্টারী বরাদ্ধ কে পুনঃ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যাণ্টস আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারছি না যে—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা হাউসের মধ্যে বার বার দাবী তুলেন যে—জনগণের জন্য রাস্তা নেই, স্কুল নেই, এস, আর, ই, পির কাজ নেই। আর সরকার যখন এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড এনেছেন তখন তাঁরা সেটার বিরোধিতা করেছেন। একদিকে বলেছেন, দিতে হবে, আবার অন্য দিকে দেবার জন্য সরকার যখন উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন তার বিরোধিতা করছেন। আজকে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেটা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য গরীব মানুষের উন্নয়নের

জন্য, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে, এস. আর. ই, পির কাজ নেই। সেই এস, আর, ই পির কাজের জন্য এখানে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত শ্রমদিবস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এখানে বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে। স্যার, মাঝে মাঝে উনারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন যে এস, আর. ই, পির টাকার নাকি গায়েব করা হয়। জোট সরকার জনগণের কাজ করার জন্য যে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটিকে উনারা লুটপাট কমিটি নামে আখ্যায়িত করেছেন। স্যার, আমি উনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৭০ সালে উনারা যখন কোয়ালিশন গর্ভনমেণ্টে ছিলেন, তখন যে গন কমিটি তৈরী করেছিলেন, সেই গণ কমিটির মাধ্যমে আপনারা কি করেছিলেন? সেটা ত্রিপুরাবাসী জানেন। স্যার, উনারা এখানে বলেছেন যে এই জোট সরকার নাকি দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছে। আমরা যদি কমিউনিস্টদের ইতিহাস দেখি—আমি সামান্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি—১৯৭৭ ইং সালে বিলোনীয়াতে মার্কসবাদী-কমিউনিষ্ট পার্টির ছোট একটা অফিস ছিল। রাত্রি বেলায় সেখানে হারিক্যান জ্বলত। আজকে ১০ বছর পর দেখা যাচ্ছে সেখানে এমন বিল্ডিং বানানো হয়েছে, এত মজবুত বিল্ডিং ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। শুধু বিলোনীয়াতেই নয়, বিভিন্ন মহকুমাতেও এই ধরনের বিল্ডিং উনারা বানিয়েছেন। কোথা থেকে এই টাকা পেয়েছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গরীব জনসাধারণের টাকায় সর্ব্ব হারার টাকায় উনারা বিল্ডিং করেছেন। কিন্তু অনেকেই বলেছেন সেটা নাকি উনারা স্বর্ণ মন্দির তৈরী করেছেন। কাদের টাকায় এই বিল্ডিং তৈরী হলো, এই বিল্ডিং কি চাঁদার টাকায় তৈরী হয়েছে? না উনারা বিভিন্ন প্রকল্পের থেকে টাকা নিয়ে এই বিল্ডিং তৈরী করেছিলেন। পুলিশ খাতে যখন অতিরিক্ত টাকা ধরা হয়েছে তখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, বলছেন কেন পুলিশ খাতে এত টাকা ধরা হলো? মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলুন তো আপনাদের সিকিউরিটির জন্য কত জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে? তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি স্যার, আমি বিলোনীয়ার একটি গ্রামে গিয়েছিলাম

সেই গ্রামের জনসাধারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাদলবাবু কি এখনও মন্ত্রী আছেন ? তখন আমি গ্রামবাসীদের বললাম কিসের জন্য আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, উনারা বললেন যে, বাদলবাবু নাকি এখনও পুলিশ নিয়ে উনাদের গ্রামে যান। তা হলে চিন্তা করে দেখুন তবুও উনারা বলেছেন পুলিশ খাতে কেন এত টাকা ধরা হলো। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমাদের এম, এল, এরা বিভিন্ন সময় উনাদের কাছে সিকিউরিটির জন্য দাবী করেছিলেন। সিকিউরিটি তো দূরের কথা ঐ সিকিউরিটির একটি লাঠিও পাওয়া যায় নি। কিন্তু, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এক এক জনকে ৭ | ৮ জন করে সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আজকে দেখলাম তামিলনাড়ুতে কেন রাষ্ট্রপতির শাসন হয়েছে তার জন্য প্রতিবাদ করছেন কিন্তু, উনারাই আবার ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই বলে চিৎকার করছেন। স্যার, উনাদের কথা কি করে বুঝব বলুন—একবার বলেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই না, আবার বলছেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। এই তো হচ্ছে উনাদের অবস্থা। এই সমস্ত জিনিষগুলি বুঝা এখন মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যার, এস. টি, এস, সি এবং আদারস ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য বাজেটে অতিরিক্ত টাকার সংস্থান চাওয়া হয়েছে সেখানেও মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবস এবং আদার কমিউনিটির জন্য উনাদের কি মায়াকান্না মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা মুখে উপজাতি দরদের কথা বলেন কিন্তু এই দপ্তরের জন্যও যখন অতিরিক্ত টাকা বরাদ্ধ চাওয়া হলো তখনও মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তার জন্য বিরোধিতা করছেন। তাহলে আপনাদের কথা কি করে বুঝব বলুন। ৩৮ নম্বরে হাউসিং লোনের কথা বলা হয়েছে। দরিদ্র জনসাধারণ যারা, যাদের ভূমি আছে কিন্তু টাকার অভাবে ঘর তৈরী করতে পারছেন না তার জন্যই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে সেটারও উনারা বিরোধিতা করছেন। এই সমস্ত দেখে আমার মনে হচ্ছে বিরোধিতা করতে হবে তাই উনারা বিরোধিতা করছেন ; মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্যয় বরাদ্ধের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন

জানিয়ে বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— (আশারাম বাড়ী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রান্ট্স চেয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারি না । তারা গত বছর ধরে যেভাবে মানুষের অধিকারকে হরন করেছেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন তা আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছেন । মানুষের অধিকারকে হরন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার উনার পরিবারের যে ১৭ জন প্লাস ১ জন, কেন এই কথা বলছি "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় দেখি মলিন মজুমদার না মিলন মজুমদার না ঝুলন মজুমদার এই একজন যুক্ত আছেন। আমরা জানি জনগণ একদিন এরশাদের মত ঐ মিলনপ্রভা মজুমদারকে ঝুলনপ্রভা করে ঝুলিয়ে রাখবেন । এই ১৭ জনের মধ্যে লৌহমানব সমীর বর্মণ, উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, উনার পদটাও কেড়ে নিলেন, জমিদারের মত আগের দিনে জমিদাররা যেমন ধোপা, নাপিত (শীল) রাখত তেমনি উনাদেরকে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছেন কিছু প্রসাদ দিয়ে। আর সারাদিন ধর্না দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী করে। আমার মনে হয় উনারা এখনও কাঁচা পাগল, পাকা পাগল হননি, হবেন ! কোনদিন পাকা পাগল সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। সরকারী টাকা কাজেই আত্মসাৎ কর । কাজেই কতগুলি বদমাশ রাখতে হবে । গুণ্ডা নেই। গুণ্ডার নিয়মনীতি আছে, ডাকাতেরও নিয়মনীতি আছে। উনারা কতগুলি বদমাশকে জড় করলেন এই সমস্ত নিয়ন্ত্রন, করতে গিয়ে ! ডাকাতের নিয়ম হচ্ছে সে কাউকে টাচ করবেনা, ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে যাবে। আর যারা গুণ্ডা, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, একা হলেও প্রতিবাদ করে ; আর সামনে যারা থাকে তারাও সমর্থন করে যে ও গুণ্ডা ! আর ওরা হচ্ছে বদমাশ । মানুষের বাড়ী যায় মেয়ে ধর্ষন করতে, লুটপাট করতে । ওরা মানুষকে খুন করছে । কাজেই সেদিক থেকে গুণ্ডার নাগাল ওরা এখনও পায়নি । যেদিন পাবেন সেদিন পাকা পাগল হয়ে যাবেন। এরশাদ যেমন পাকা পাগল হয়ে গেছেন, ঠিক তেমনি আপনারাও পাকা

পাগল হবেন। আমরা দেখেছি স্যার, রাস্তার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, বামফ্রন্টের আমলে সমস্ত রাস্তা করেছে। এখন তারা কিছুই করছেনা। রোড এবং ব্রিজ এইগুলির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্টের আমলে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছে, প্রাইভেট বাস ঐ রাস্তারনামে দেওয়া হয়েছিল, আজকে সেই বাসগুলি সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করেছে, কিন্তু এখন সেগুলি সেই রাস্তা দিয়ে আর চলতে পারে না। অথচ এখানে রাস্তা ও ব্রীজের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। আপনারাই বলুন খোয়াই অঞ্চলের মধ্যে কোন রাস্তার মধ্যে ব্রীজ আছে কিনা এবং সেখানকার রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলছে কিনা, কাগজ পত্রে আপনাদের কাছে আমরা সব কিছু শুনি আর বাস্তবে দেখি কিছুই নেই। সমস্ত টাকা যায় আপনাদের পকেটে এই জন্যই বলছি ১৮ জনের জন্য এই বাজেট বরাদ্ধ করেছেন। তারপর বিদ্যুৎ তো আমাদের গ্রামের মধ্যে আসে এ, ডি, সির নাইট ক্লাবের কাজ শেষ করে রাত্রি ১১ টার সময়, তাও সব সময় না মাঝে মাঝে। আর এখানে বড় বড় কথা বলছেন ৭৫ মেঘাওয়াট ৫০০ মেঘোওয়াট এর কাজ সম্পন্ন করে আমরা আগামী বছরের মধ্যে সমস্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেব। এই সব কাগজ পত্রে করা সম্ভব, মাঠে ময়দানে সম্ভব না। এইভাবে চললে পাবলিক আপনাদের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। তার পরে এস, টি, এস, সির জন্য আপনারা কি করেছেন, কিছুইতো করেন নি। বামফ্রন্টের আমলে যে ইণ্ডাষ্ট্রি গুলি, ছিল সেগুলি সব আপনারা ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন। এমন কি রাবার বাগানের জন্য, জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আমরা সেখানে তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছি। এই কোয়েঙ্গিছড়া রাবার প্রসেসিং সেন্টার হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের পুনর্বাসেনর কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমরা অনেক নাম পাঠিয়েছি, পশ্চিম কলনী ছড়া ও বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক নাম পাঠিয়েছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্তকোন নাম রেকর্ড করা হয়নি এবং যাদের নাম রেকর্ড হয়েছিল তারাও কোন ঘর পায়নি। অথচ প্রসেসিং সেন্টার খোলা হয়ে গেছে, কোথায় যায় সেই টাকাগুলি, সব নিজেদের দালান বাড়ী করার জন্যও ভ্রমনের জন্য, তা ভ্রমনের জন্যতো টাকা রেখেছেন সেই টাকা দিয়ে কি হয় না। তারপর একটু আগে আবার

বলেছেন রুরাল ডেভেলাপমেন্টের মাধ্যমে আমরা অনেক রাস্তা করেছি। রাস্তা করেছেন, কোথায় করেছেন? কাঠ চুরি করার জন্য আঠারামুড়া জঙ্গলের উপর রাস্তা করেছে চোরেরা। অরুন বাবুর ভাগিনাও আছে সেখানে যুক্ত, একদিকে মাষ্টারী করে অন্য দিকে গাছ ছাঁটাই করেন, এই হচ্ছে অবস্থা এবং তাদের সঙ্গে যারা আছেন তারাও সব খোয়াইয়েরবিশিষ্ট কংগ্রেস বলে পরিচিত এবং তারাই সেদিন অরুন বাবুকে সেখানে মিটিং করতে দেয়নি।

আজকে জনগণ তাদের মিটিং করতে দিচ্ছেন না। তারা বলছে আগে আমাদের দাবী মেনে নেওয়া হোক তারপর হবে মিটিং। কাজেই বাধ্য হয়ে আজকে তাদের মিটিং না করেই ফিরে আসতে হয়েছে। এই হলো তাদের অবস্থা।

ইণ্ডাস্ট্রিজ : স্যার, এই বিভাগের কথা কি বলব। এখানে একজন মাননীয় সদস্য আছেন তিনি খাদি ইণ্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ। উনার খাদি ইণ্ডাস্ট্রিজ যে কোন অবস্থায় রয়েছে সেটা উনি নিজেই জানেন না। এইটা কি সচল না অচল-এইটাকি এখন কবরে চলে গেছে এইটা উনি বলতে পারেন না। এই হলো উনার অবস্থা। আমি যখন উনার দেখা পাই তখন উনার ইণ্ডাস্ট্রিজের কথা বললে উনি বলেন যে, এইতো হচ্ছে হবে।' যেমন মন্ত্রীরা এই হাউসে বলেন যে, হচ্ছে হবে। এই ধরনের কথা বলে এড়িয়ে চলে যান।

আসলে স্যার, এই জোট সরকার এখন পর্য্যন্ত কি কাজ করেছে তার কোন তথ্য এই হাউসে পেশ করতে পারেনি। শুধু আমরা বামফ্রন্ট সরকার যে সব কাজ করেছিলেন সেগুলি এখন শুধু রিপেয়ারিং করতে করতেই তাদের দম শেষ। তারা এখনো বলতে পারবেন না যে, তাদের এই তিন বছরে তারা এই ঘরটা করেছেন যা অমুক রাস্তার করেছেন অমুক রাস্তা করেছেন-এই ধরনের কিছুই নতুন ভবে করেননি-সেটা বলতে পারবেন না শুধু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যা করে গিয়েছিলেন সেগুলি-আপনারা

রিপেয়ারিং করেই চলছেন। এও দেখা যায় কন্ট্রাকটরদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা দেনা। এত কাজই বা কোথা করা হলো আর এত দেনা হল তা তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। এই হলো অবস্থা।

স্যার, আজকে এই জোট সরকারের রাজত্বে হাসপাতালগুলির কি অবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। আমি গত পনের দিন হাসপাতালে ছিলাম আমার এক রোগীকে নিয়ে। সেখানে কি দেখলাম স্যার, এই শীতের মধ্যে রোগীদের কম্বল দেওয়া হয় না, তাদের বেড কভার নেই, গদি নাই-গর্ত হয়ে আছে, বেড প্যান্ নেই। যদি কোন রোগী অচল হয়ে পড়ে তাহলে তার প্রস্রাব পায়খানা করার মত কোন বেডপ্যান্ নেই। এই গতকালকেও মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী হাসপাতালে গিয়েছিলেন ঐ শিশিরেন্দ্র সাহাকে দেখতে-তিনি বলতে পারবেন হাসপাতালের কি অবস্থা। কিছুই নেই-জলও নেই-জলও দেয়না। এই হল স্যার, হাসপাতালের অবস্থা আর ফিসারিজ এবং এগ্রিকালচার সম্পর্কে তো এখানে অনেক কিছুই আলোচনা হয়েছে। স্যার, কেন্দ্রিয় সরকার দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ মুকুব করেছেন, কিন্তু সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

কাজেই স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা ওদের ১৮ জন মন্ত্রীদের জন্য -তাদের দলের লোকেদের স্বার্থের জন্যই এইটা চাওয়া হয়েছে। যা কিছু লুটপাট করছে কিন্তু দেখবেন জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না, আপনাদের চামড়া দিয়ে জনগণ ঢোলক বানিয়ে বাজাবে। কাজেই স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট জনগণের স্বার্থে আনা হয়নি। তাই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্‌কে কোনমতেই সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী : — (ঋষ্যমুখ) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে সেটাকে আমি কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছিনা। যে কয়েকটি ডিমাণ্ড এখানে এসেছে, তার মধ্যে আমি দেখেছি যে, টি.এইচ.এইচ.ডি.সি.র জন্য তারা ৩০ লক্ষ টাকা রেখেছেন। আমি জানি না কেন এই টাকার সংস্থান তারা এখানে রেখেছেন।

স্যার, রাজ্যে হস্তচালিত তাঁতীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মত। তার সঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন, সেই তাঁতীদের কাছ থেকে শাড়ী-কাপড় সহ তাদের প্রডাক্ট কিনতেন পাঁচটা কেন্দ্রের মাধ্যমে। আগরতলা, ধর্মনগর, শান্তির বাজার, খোয়াই ও মোহনপুর। এই পাঁচটি কেন্দ্রের মাধ্যমে তখন প্রায় ৮ হাজারের মত তাঁতী তাদের উৎপাদিত পন্য সেখানে এসে দিতেন। আর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার আর একটা নূতন সেন্টার খুলেছেন-কাঞ্চনপুরে। হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে ১৯৮৯-৯০ইং সালে এই তাঁতীর সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে প্রায় দুই হাজারের নীচে। জনতা শাড়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরী হত, এখনও তৈরী হয়। ৩০ লক্ষ স্কোয়্যার মিটার, প্রায় ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার শাড়ী তৈরী হত। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শাড়ীর মূল্য ছিল ১৪ টাকা। আর ধুতির মূল্য ১২ টাকা। একটা শাড়ী যারা তৈরী করতেন তাদের মজুরি দেওয়া হত ১১ টাকা। আর ধুতির জন্য মজুরি দেওয়া হত ১০ টাকা। একটি শাড়ী তৈরী করতে খরচ হত ৩৫ টাকা ৯৮ পয়সা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভূর্তকী পাওয়া যেত ১৪ টাকা ৮ পয়সা এবং রাজ্য সরকার ভূর্তকী দিতেন ৭ টাকা ৯০ পয়সা। এই ভূর্তকী বাদ দিয়ে সেখানে একটা শাড়ী ১৪ টাকা করে বিক্রি হত। শতকরা ৮০ ভাগ সূতা সরবরাহ করতেন এই কর্পোরেশন। ন্যাশনেল হ্যাণ্ডলোম কর্পোরেশন তাদের কাছ থেকে সুতা কিনে এনে এবং ওরিজিন্যাল মেইড্ যেসমস্ত সুতা সেগুলি এই কর্পোরেশননের মারফতে তাদেরকে সরবরাহ করা হত।

আর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। এখন জনতা শাড়ী বিক্রি হচ্ছে ২১ টাকা ৯০ পয়সা করে ধুতির বিক্রয় মূল্য ১৯ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ভূর্তকী বাড়িয়েছেন ১৭ টাকা। রাজ্য সরকার তাঁতীদের স্বার্থে যে ভূর্তকীটা দিতেন সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এক মোঠা সুতা হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন বর্তমানে তাঁতীদের হাতে দেননা। তারা বর্তমানে ব্যবসাটা কার হাতে তুলে দিয়েছেন? গোলবাজারের তিন জন ব্যবসায়ীর হাতে। একটা হচ্ছে জয়গুরু ভাণ্ডার, আর একটা হচ্ছে ধনঞ্জয় দেবনাথ এবং অপর জন হচ্ছেন সীতারাম দেবনাথ। তাতে হচ্ছেটা কি? আগে যারা জনতা শাড়ী তৈরী করতেন তার মান বর্তমানে কমে

যাচ্ছে। তাঁতীরা সেখানে যেমন খুশি সুতা সেখানে লাগাচ্ছেন। যখন বিক্রি করতে আসেন, তখন অর্ধেক ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দর কষাকষি হয়। কমিশনের প্রশ্ন উঠে। সেখানে তাঁতীরা সেই কাপড় তৈরী করতে পারেন না। পাছড়া একটা স্কিম ছিল। জুমিয়া যারা ছিলেন, পাছড়া ইত্যাদি এনে বিক্রি করতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেতেন। ৪০ থেকে ৪২ হাজার পাছড়া তৈরী হত। আর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাছড়ার স্কীম উঠে গিয়েছে। শুধু পূজার সময় পাছড়া বিক্রি করার জন্য পঞ্চায়েতকে কন্ট্রাকটরি দিচ্ছেন। তাঁতীদের বাচাঁনোর যে প্রশ্ন সেটার অবস্থাটা কি? লক্ষ লক্ষ তাঁতীদের স্বার্থে বামফ্রন্ট ডাইং কাম প্রসেসিং হাউস্ করার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে জিনিসটা তৈরী করা হয়েছিল। ২০ লক্ষ টাকা এখনও তারা বাকী রেখেছেন।

৭৫ হাজার টাকা খরচ করে ৮ই এপ্রিল ১৯৮৯ইং উদ্বোধন করা হল। বেকার যুবকরা চাকুরীর দাবীতে বিক্ষোভ করলেন। ধর্মনগরে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক আশুতোষ দাস, সেই বেকার যুবকরা যখন আসল তখন সে পালিয়ে চলে গেলেন। ডাক বাংলাতে মুখ্যমন্ত্রীর খাওয়া দাওয়ার জন্য যা তৈরী হয়েছিল, সেগুলি রেখে তিনি ধর্মনগর থেকে পালিয়ে এলেন। মাননীয়া মন্ত্রী বিভা নাথও গিয়েছিলেন সেই বেকার যুবকদের সঙ্গে মিছিল করে। স্যার, ২৭ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, মাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু উৎপাদন কি? এক দিনের জন্য সেখানে মেশিন চলল না। ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে স্কেলাওয়ারী মেশিন বসানো হলো। সেই ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৯ইং উদ্বোধন করার পর আজ পর্যন্ত সেখানে একটা জিণিষ প্রডাকশান হলো না। সেখানে শিল্পকে শিল্পের নামে খুন করা হয়েছে।

তারপর এপেকস্ উইভার্স, আজকে সেখানে অবস্থাটা কি? প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি সম্পাদক, যতীন্দ্র মজুমদার তাঁকে সেখানে চেয়ারম্যান করা হলো। আমি এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে দেখলাম তার জন্য ২০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, শিল্পমন্ত্রীও তিনি। এক সময় খুব চিৎকার করেছেন। সেই লটারী কেলেংকারীর জন্য নৃপেন চক্রবর্তীরা ৮২ কোটি টাকা মেরে দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে দেখলাম তাঁরা মামলা করছে। কিন্তু নৃপেন চক্রবর্তীর নামে তাঁরা মামলা করতে পারেন নি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন। আমি উনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই, আপনি তো টী ডেভেলপ্মেন্ট কর্পোরেশনটাকে শেষ করে দিয়েছেন। নৃপেন চক্রবর্তী ঐ দেশের কথায় পাঁচটি আর্টিকেল লিখছে। সেই লেখার মধ্যে আছে আপনি কার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন। আপনাকে চোর হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু আপনি তো আপনার সম্মানের প্রশ্নে এখানে মামলা করা উচিত। লটারী কেলেংকারীতে নৃপেন চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। কিন্তু আজকে যে লেখালেখি,

আপনাকে চোর হিসাবে সাব্যস্ত করতে পাবেন, সাহস আছে? আজকে এপেক্স উইভার্স কমিটিতে কাকে ম্যানেজিং ডাইরেকট্‌র করা হয়েছে? এখানে অন্য কেউ নয় স্যার মুখ্যমন্ত্রীর এক সময়ের বিশিষ্ট বন্ধু মনিপুর ক্যাডারের অফিসার শান্তি ভট্টাচার্য্য তাকে নিয়ে আসা হলো এবং মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের ও.এস ডি তিনি। আজকে এপেকস্‌টাকে শেষ করে দিচ্ছে। এই বিশ লক্ষ টাকা কার জন্য, কিসের জন্য? একটা তাঁত সমবায় থেকে এক ইঞ্চি কাপড় কেনা হয়? এক ইঞ্চি কাপড় আজকে উৎপাদন হয়? সেই বহিঃরাজ্য কলিকাতা থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রঙ্গিন কাপড় কিনে সেখানে বিক্রি করেন। তাতে আমাদের তাঁতীর কোন স্বার্থ রক্ষিত হবে? তাই আজকে বলা যায় স্যার, যে এটা কমিশন এজেন্টের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই টাকা কিসের জন্য? এখানে মাননীয় সদস্যরা (আমাদের বিরোধীরা) অনেকেই আলোচনা করেছেন। তারপর ত্রিপুরা ভবন. এটা স্যার, রাজ্যের লজ্জার কথা। আমরাতো প্রথম প্রথম যেতাম না, কয়েক মাস আগে আমরা গিয়েছিলাম। ত্রিপুরা ভবনের স্টাফরা বললেন, আমাদের বাঁচাবেন, মাঝে মাঝে যদি আসতেন তাহলে আমরা রক্ষা পেতাম। বললাম যে কি ব্যাপার? যে সমস্ত আসবাব, সেইদিন ত্রিপুরা ভবনের অফিসাররা দৌড়ে এখানে এসেছেন। মন্ত্রী ভি.আই.পিদের বিলাস ভ্রমনে সেখানে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা সেখানে বকেয়া পড়ে আছে। কখন কোনটা পছন্দ হচ্ছে, অফিসারের উপায় আছে. সেই নির্দেশ না মেনে. এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। এখন স্যার, লক্ষ লক্ষ টাকা এখন বকেয়া পড়ে আছে। স্যার, এখন আর কেউ গাড়ী ভাড়া দিতে চায় না। তিন তিনটা এজেন্সীর সঙ্গে চুক্তি করা হলো। লক্ষ লক্ষ টাকা সেই গাড়ী ভাড়ার বকেয়া পড়ে আছে।

স্যার, আমাদের ত্রিপুরা ভবনের গাড়ীর আরও কি অবস্থা একবার রেড লাইট জ্বালিয়ে শহরে বের হল, আর অমনিতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা ভবনগুলির কি অবস্থা সেখানে সুধীর বাবুদের হয়তো সম্মান থাকতে পারে বা না থাকতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের মান সম্মান বলে একটা জিনিস আছে, সেটা তারা ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে না। তারপর গত বছর এই বিধানসভা থেকে একটা কমিটি গেল বহিরাজ্যে, তাতে ৫ জন বিধায়ক ছিল. আমি স্যার, আপনার সম্মানে আঘাত দেওয়ার জন্য এটা বলছি না, শুধু ঘটনা যে ঘটেছে, সেটাই বলছি। কমিটির সংগে অন্যান্য অফিসার বা সহকারী যারা যাবেন তারা নিশ্চয় যাবেন কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই ৫ জন বিধায়কের দেখভাল করার জন্য ৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হল। অথচ, আমাদের এই রাজ্যের যে আর্থিক দূরাবস্থা চলছে আমাদের উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বাইরে রামকৃষ্ণ মিশন বা অন্য কোথাও পড়াশুনা করার জন্য পাঠানো হয়েছে, তাদের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার কথা, সেই স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছেনা। ফলে তাদেরকে আবার

ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের মন্ত্রী বিধায়কদের জন্য এলাহি ব্যবস্থা আজকে উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ১০ পার্সেন্ট ব্যয় কমাতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে দেখছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জন্যই ২১টি গাড়ী লাগে, আর অন্যান্য বিধায়ক আর চেয়ারম্যানদের জন্য ৪/৫ টি করে গাড়ী লাগে, তারপর পাইলট কার, এ্যাসকর্ট কার এগুলি তো আছেই। আমাদের এখানে ঐ সব ব্যয় সংকোচনের কোন বালাই নেই। এ যেন একটা রাজকীয় ব্যাপার, মন্ত্রী বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য গত বছরই টাকা খরচ হয়ে গেছে, ঐ টাকাতেও কুলোয় উঠেছে না, তাই আবার নতুন করে সাপ্লীমেণ্টারী ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, আমাদের আমলে একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম সেটা ছিল সারা রাজ্য জুড়ে রাবার চাষ করার একটা প্রোগ্রাম। জুম চাষের বিকল্প হিসাবে যাতে এই রাজ্যের জুমিয়ারা রাবার চাষের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা। রাবার বোর্ড এই রাজ্যে ১৯৬৩ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত তাদের মাত্র ১৬ হাজার হেক্টর জমি দেওয়া হয়েছে। যদিও তাদের চাহিদা হচ্ছে ১ লক্ষ হেক্টর। এই ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে যদি ইতিমধ্যে রাবার চাষ করা যেত, তাহলে বছরে দেড় কোটি টাকা এই রাজ্যের আয় হত। কিন্তু আজকে এই ক্ষেত্রেও অবস্থাটা কি ? রাবার বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা সব চেয়ে বেশী মনোযোগ দেবেন যাতে রাবার চাষের মধ্য দিয়ে, এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে জুমিয়াদের অবস্থা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে সেটাও আজকে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। তারা প্রথমে নান্ধাইতে কিছু জায়গা চেয়েছিল, কিন্তু সেটা দেওয়া হল না। তারপর তারা সুরেন্দ্রনগরে জায়গা চাইল, সেটাও নাকি দেওয়া যাবে না। তাই তারা বাধ্য হয়ে এখন কমলপুরের দুর্গম অঞ্চলে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করছে। না করেই বা কি করবে, তারা ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষ টাকা-এর জন্য খরচ করে ফেলেছেন। তারা এই রাজ্যে এক একটা পেইজে কাজ করতে চাইছেন।

এটা পরিকল্পনা ছিল যে প্রথম পেইজে সাড়ে চার হাজার দ্বিতীয় পেইজে আট হাজার হেক্টর। কোন কাজ হয়েছে ? এই তিন বছরে এক হেক্টর রাবার চাষ বাড়েনি। এখানে রাবার সংগ্রহ হচ্ছে না। এখানে প্রশ্নোত্তরের সময়ে বলা হয়েছে যে রাবার শিট হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তাহলে তার একটা বাজার পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা তারা করতে পারবে না। সমস্ত কাজ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জৈনদের মত যারা একচেটিয়া রাবারের কাজ কারবার করছেন তাদেরকে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আটকে রাখা হয়েছে। পুলিশের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। আজকে কি অবস্থা ? এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আগের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আছেন বলতে পারেন অবস্থাটা কি ? এই বীরচন্দ্র মনুতে ১৩ জনকে খুন করা হলো। স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য

শ্রীদাম পাল খুন হয়েছেন এবং তাদেরকে রিভলভার দিয়ে খুন করা হয়েছিল সেই রিভলভার মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক এবং পুলিশের সেই রবীন্দ্র রক্ষিত এদের হাত দিয়ে যায় নি? "দৈনিক সংবাদে" প্রকাশিত হয়েছে। সেই রিভলবার মন্ত্রীদের হাতে ফিরে এসেছে? নির্বাচনে তিনশো রিভলবার নিয়ে আসা হলো। এই রিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসী গুণ্ডারা ভোট আদায় করেছে। এই বেআইনী বন্দুকগুলি কি সরকারের ঘরে ফিরে এসেছে? কংগ্রেসী যারা গুণ্ডা তাদের হাতে রিভলবার নেই? এই পুলিশ ঘোষণা করলো যে দুই কোটি টাকার হেরোইন আটক করেছে। অথচ যেখানে পাচার হওয়ার কথা সেটা পাচার হয়ে গেছে। যা দেখানো হল তার সবটাই ময়দা। এই হচ্ছে তাদের কৃতিত্ব। এখানে বলা হচ্ছে নিরাপত্তা, বিরোধীদের নিরাপত্তা সরকারী মন্ত্রী ও এম, এল, এরা বলতে পারবেন আপনারা কয়বার আক্রান্ত হয়েছেন? যারা এম, এল, এ তাদেরকেও পুলিশ দেয়া হয়েছে। আপনাদের নিরাপত্তা দরকার কি? আমাদের মাননীয় উপনেতা এবং যারা সদস্য তারা কতবার আক্রান্ত হয়েছেন। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সি, পি, আই (এম) কর্মীরা খুন করেছে কিন্তু এটা কি বলতে পারবেন এই বীরচন্দ্র মনুতে কয়টা পার্টি অফিস আছে, কয়টা গণসংগঠনের অফিস আছে? বিলোনীয়া মহকুমার দক্ষিণ তাকমার ঘটনা ক্ষেত্রে তপন দেবনাথ, জগদীশ মণ্ডল ওরা অনিল মিত্রকে খুন করে নি? মাননীয় সদস্য গৌরী শংকর বাবু এখানে নেই।

এই বাড়ী লুটপাট হচ্ছে, অফিস লুটপাট হচ্ছে। জেলা পরিষদের নির্বাচনের পর, জোর করে চাঁদা আদায় হচ্ছে। মাষ্টার মহাশয়দের কাছ থেকে, সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে ১, ২, ৩, হাজার করে টাকা জোর করে আদায় করা হচ্ছে। অমল বাবু এখানে অনেক কথাই বলেছেন। আমি এ সব কথা বলতে চাই নি। কিন্তু অমল বাবু তুলেছেন বলে বলছি। আজকে তো গ্রামে কংগ্রেসে ভাগ হয়ে গেছে। আজকে কি গ্রামে কংগ্রেসে সি, পি, আই, (এম) এ মারামারি হচ্ছে? আজ তো কংগ্রেসে কংগ্রেসে মারামারি হচ্ছে। স্যার, এই বিবৃতি আমার নয়। ছাপানো হ্যাণ্ড বিল। আমি একটু পড়ছি। লিখেছেন, মহেন্দ্র কুমার মুহুরী (চৌধুরী), কালীনগর বিলোনিয়া, দঃ ত্রিপুরা থেকে। উনি দিলীপ মুহুরীর বাবা। ৮২ বছর বয়সের লোক লিখেছেন, "আমার ১১২ কানী জোত জমি ছিল। বর্তমানে মাত্র ২ কানী জোত জমি রহিয়াছে"। এমত অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্নভাবে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করেছেন অমল বাবু'। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি আমাকে সময় দেন, তাহলে আরো একটু বলি। এখানেই আর একটি অংশে আছে, 'বিধায়ক অমল মল্লিক বাবুর দরিদ্র সেবার ক্ষুদ্র উদাহরণ, তাহার ছোট মাতুল শ্রীযুত আশুতোষ বিশ্বাস, যার ৮/১০ কানী জোত জমি আছে, যার বড় পুত্র ইঞ্জিনীয়ার, সরকারী কাজে নিয়োজিত, ছোট পুত্র কণ্ট্রাকটরী করেন। তিনি সরকারী কর্ম হতে ৯০ ইং এর প্রথমার্ধে পেনশন পান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—এটার অথেনটিক কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—ছাপানো হ্যাণ্ড বিল। একজন প্রবীন ৮২বছরের লোক, যিনি কংগ্রেসী করেছেন তিনি কি মিথ্যা হ্যাণ্ড বিল ছাপাবেন ?

মিঃ স্পীকার :—ইউর টাইম ইজ ওভার। প্লীস সীট ডাউন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমাকে একটু সময় দিন। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে। ওরা বলছেন, আমরা চুপচাপ কেন। রেল সম্প্রসারণ কিংবা শিল্প সম্প্রসারনে আমাদের কোন বক্তব্য নেই কেন ? স্যার, এই বিধানসভায় বাম ফ্রন্টের ১০ বছরের শাসনে বার বার প্রস্তাব এসেছে। তাঁরা অতীত ভুলে যাবেন এটা বুঝতে পারছি না। আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, একবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে প্রস্তাব আনুন না। আমরা সমর্থন করি কিনা তা দেখুন। সরকারী প্রস্তাব আনুন। যদি শিল্প গড়ে তুলতে চান, তাহলে প্রস্তাব এনে দেখুন না, আমরা সমর্থন করি কিনা। আজকেই আনুন। আলোচনা হউক।

আমি বলতে পারি রাজ্যের স্বার্থে শিল্প সম্প্রসারণ রেল সম্প্রসারণের প্রস্তাব আপনারা আনুন। এখানে বিরোধিতার কোন প্রশ্ন নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আপনারা অনেক ধাপ্পা দিয়েছেন। সেই ধাপ্পার দিন এখন আর নেই, শেষ হয়ে গিয়েছে। মানুষকে ভুলানোর দিন আজকে শেষ হয়ে গিয়েছে। স্যার, এখানে এই যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্টস আনা হয়েছে, আসলে নিজেদের গুণ্ডা পোষার জন্যই এটা এনেছেন। আপনাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। মানুষ আজকে ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে, আপনারাও এর জন্য তৈরী হোন। এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রী অঞ্জু মগ :— (মগ) :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধী দলের মাননীয় বিধায়করা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধিতা করেছেন। আমি মনে করি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করার অর্থই হচ্ছে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ

লোককে বিরোধিতা করা। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাজ্যবাসীর স্বার্থে, ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এখানে পেশ করা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডসকে আপনাদের সমর্থন করার দরকার আছে। বিরোধী দলের জনৈক বিধায়ক এখানে বলেছেন যে আগে মাছের পোনার দাম ছিল ১৬ টাকা আর এখন হচ্ছে ৫৫ টাকা। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে যদি দাম বাড়ে তাহলে এখানেও তো বাড়বে। সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তো দাম বাড়ছে। এবং এর জন্যইতো আজকে এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেস করা হয়েছে। এগ্রিকালচার ডিমাণ্ড সম্পর্কেও উনারা এখানে অনেক আলোচনা করেছেন। কৃষি ক্ষেত্রে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অনেক কাজ আমরা করেছি এবং করতে যাচ্ছি যার প্রমাণ স্বরূপ আজকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে। পি.ডাবলিও.ডি সম্পর্কেও উনারা এখানে অনেক সমালোচনা করেছেন। কোন ব্রিজ করতে গেলে তো টাকা লাগবে টাকা ছাড়া কাজ হবে কি করে। এটা আপনারা খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলিকে আপনারা সমর্থন করছেন না। মাননীয় সদস্য সমর বাবু এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি আমি শুনেছি। কিন্তু সেগুলি আদৌ ঠিক নয়। একটা ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হলে আগে সেটার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। ত্রিপুরাতে একটা মাত্র মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি-জুট মিলে উনারা অনেক ঘাটতি রেখে গেছেন। শিল্পের নামে আপনারা রাম দা তৈরী করেছেন। জুটমিলে আপনারা যে পরিমাণ ঘাটতি রেখে গেছেন সেটা এই জোট সরকারকে পূরণ করতে হবে এবং এর জন্য অনেক সময় লাগবে। আমাদের সরকার রাজ্যের শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন উনারা যে ঘাটতিগুলি রেখে গেছেন সেগুলি পূরণ করার জন্যই আমাদের সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্ড আনতে হয়েছে। আপনাদের ইতিহাস দেখুন। আপনারা কি করেছেন? ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউলাড কাষ্ট, সিডিউলাড ট্রাইবস এবং আদারস্ বেকওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য যখন আমরা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী করছি তখনও উনারা বিরোধিতা করেছেন। সিডিউলাড কাষ্ট সিডিউলাড ট্রাইবস্ এবং আদারস কমিউনিটির জন্য উনারা কিছুই বলেছেন না। কিন্তু ঐ সমস্ত এস.টি, এস.সি এবং আদারস্ কাষ্টের উন্নতি করতে হলে প্রয়োজনীয় টাকার দরকার নিশ্চয় আছে। এটা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে। আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে হত্যাকাণ্ডের কথা বললেন সেই ছেলেটি আমাদের দলের ছেলে। তাকে কে খুন করেছেন? ১৯৮০ সালে আপনারা কি করেছিলেন? দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার জন্য।

আপনারা কতজন লোককে হত্যা করেছেন। আপনারা কি করেছেন বিগত ১০ বছরে তার ইতিহাস অনেক আছে। যেমন একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি যে লুলুয়ার একজন মালিককে ১৫টি চা বাগান আছে তাকে কিছু না দিয়ে আপনারা মারিং করেছেন। আমরা জানি যে মহারাজার আমল থেকেই উনার চা বাগানগুলি ছিল যার তালুক নাম্বার হচ্ছে ৫ (পাঁচ)। তার জন্য মালিক কেস করেছেন এবং সেই কেইস এ তিনি জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সেই কোর্টের রায়ও আপনারা মানছেন না। এই তো আপনাদের অবস্থা। মুখে মাননীয় বিরোধী সদস্যারা অনেক কিছুই বলেন কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় কিছুই করা হচ্ছে না। এই ভাবে তো আর রাজ্য পরিচালনা করা যায় না। তাই আমাদের সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে বিকাশের পথে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বংকুলে আপনারা কেউ যেতে পারবেন না আমাদের সরকার এসে ত আপনাদেরকে পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে। আপনারা কোন জায়গায় ঢুকতে পারবেন না। ঘোরাকাপ্পা র রাস্তা হবে। ঘোড়াকাপ্পায় আপনাদের দলীয় ঐ আপনার (বাদল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) পার্টনার কন্ট্রাক্টার বিমল চক্রবর্তী একটা স্লুইচ গেইট মনু নদীর উপর করতে গিয়ে টাকা মেরে দিয়েছে। এখনো এই টাকা পরিশোধ করে নি। আমাদের সরকার তার বিরুদ্ধে শোকজ দেখিয়ে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সেই বিমল চক্রবর্তী এখন কোটিপতি। স্যার, আমাদের এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন আমি আশা করব আপনারা এইটাকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এই বছরে শুধু নয় এর আগের বছরেও আনতে হয়েছিল। বিগত ১০ বছরের যে অর্থনৈতিক বেসামাল ত্রিপুরা রাজ্যের, শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে যেসমস্ত খরচ করা হয়েছিল তার বেকুয়াম পূরন করতেই প্রতি বছর সরকার সঠিকভাবে চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। তার জন্য যদি জাতি উপজাতি এবং রাজ্যের উন্নতির স্বার্থের কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে পরে সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করে এই টাকাগুলির

প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এইরকম অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ উনাদের সময়েও চাওয়া হত। উনাদের সময়ে যে টাকা আনা হত সেগুলি ঠিকঠিকভাবে খরচ হত না। এই সরকার এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, তার সম্বন্ধে বিরোধীরা যে বক্তব্য রেখেছেন আমরা ভেবেছিলাম, সত্যিই তারা কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরবেন। আমাদের ভুল ত্রুটি হয়ত থাকতে পারে, সেই রকম তথ্য উনাদের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি। স্যার, আপনি জানেন বিশেষ করে গত বছর এবং এই বছর সারা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক যেরকম অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে নিয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য বাজেট করতে হচ্ছে এবং তার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে অবশ্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। এখানে মাননীয় সদস্য সমর বাবু অনেক কথা বলেছেন। এই সরকার ক্ষমতায় এসে কোন উন্নতি করেনি। কাজেই অতিরিক্ত অর্থ চাওয়ার কোন অর্থ নেই। প্রথমে তিনি বিদ্যুৎ দপ্তর নিয়ে শুরু করেছেন। স্যার, দেড় মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রামভদ্রতে বামফ্রন্টের আমলে তারা প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানে উনি উল্লেখ করেছেন দুই কিলোমিটার রাস্তা কাটা হয়ে গেছে, ঐটা সত্যি ঘটনা। শুধু রাস্তা কাটাই হয়নি তার সঙ্গে আরও তিনটা গাড়ী কিনা হয়েছে যে গাড়ী একটা দিল্লীতে আছে আর বাকী দুইটা গাড়ী রাজ্যে পি ডবলিও ডি দ্বারা চলেছে। যখন আমরা ক্ষমতায় আসলাম তখন এই প্রজেক্টা সম্পর্কে আমি খতিয়ে দেখলাম ব্যক্তিগত ভাবে। ফাইলটা নিজেই প্রায় দুই দিন ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম তখন দেখলাম এই প্রজেক্ট ডিফেকটিভ। তিনি হয়তো বলতে পারেন যে আপনি কি ইঞ্জিনিয়ার, আপনি কি করে ডিফেকটিভ বুঝতে পারলেন। স্যার, তবু আমি এই টুকু বলতে পারি যে টাকার অংকের পরিমাণ দেখে এইটা সম্পূর্ণভাবে কতটুকু ডিফেকটিভ হতে পারে সেটা অনুমান করা যায়। স্যার, সেখানে দেড় মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এবং সেটা লোয়ার স্টিমে হবে উপরের স্টিমে হচ্ছে গোমতী প্রজেক্ট, আর ৫ কিলোমিটার নীচে রামভদ্রে ঐটা হবে। স্যার, এইটা যদি এখানে করা হয় তাহলে জলটা উপরে উঠবে। উপর দিকে যদি জলটা থাকে তাহলে আমার মেইন প্রজেক্টের যে জলটা নেমে আসে তার ফ্লোটা কমে যাবে। তাহলে পরে আমার আসল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেটা এফেকটেড হবে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, যে প্রজেক্টের জন্য বামফ্রন্টের আমলে সাবমিট করা হয়েছে আমি জানি না তখন কি করে বৈদ্যনাথ বাবু এইটা এলাউ করলেন। প্রথমে দেড় মেঘা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হবে প্রজেক্ট রিপোর্টে লেখা আছে সাড়ে নয় কোটি টাকা এবং এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন রিভাইজড স্কীম করে ডি ডবলিও ডি স্টেট

গভর্নমেণ্টে এর কাছে সাবমিট করল সাড়ে এগার কোটি টাকা দেড় মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ এর জন্য আমাকে খরচ করতে হবে। তাহলে দেখা যায় একটাকা দশ পয়সা দিয়ে যদি আমি বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনে আনি তাহলে এর চেয়ে অনেক কম দাম পড়বে। কাজেই এত টাকা এখানে খরচ করার কোন মানেই হয় না। আর দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে, স্যার. সেখানে ডিপশান পাড়াতে একটা পরিবারও ননট্রাই-বেল নেই এবং তাদের আলাদা কোন জায়গাও নেই, সেখানে লুঙ্গা জমিতে কাজ করে তারা কোন রকমে খাচ্ছে.. এখন যদি সেখানে সেটা করা হয় তাহলে আবার সেখানেই লুঙ্গা জমিগুলি জলে ভরে যাবে তখন আবার তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। স্যার, সেখান থেকে সার্ভে করে দেখা গেল আগে ছিল ২০০ পরিবার, এখন তাদের ছেলে মেয়েরা বিয়ে টিয়ে করে পরিবারগুলি বেড়ে হয়েছে ৩৫০ টি পরিবার। কাজেই দেড় মেগা ওয়াট বিদ্যুতের জন্য আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান তো হবই না. অন্য দিকে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে. ৩৫০টি পরিবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে। কাজেই সেখানে ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ সত্বেও আমি সেটাকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে আমাদেরকে এই স্কীমটা সাবমিট করেছে। তখন আমরা বলেছি যে এখানে বড়মুড়াতে গ্যাস ফামে গ্যাস এবেলেবেল, সেখানে ৭ কোটি টাকা দিলে আমি ৫ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ সম্পন্ন একটা টারবাইন কিনতে পারি, সেখানে দেড় মেগা ওয়াট-এর জন্য আমার ১১ কোটি টাকা খরচ করার কোন অর্থ থাকে না। কাজেই আমি বাধ্য হয়েছি এইটাকে বন্ধ করে দিতে, কারন আমি দেখলাম এইটা ভবিষ্যতে একটা সমস্যাকে ইনভাইট করে আনবে।

গাড়ীগুলি রাজ্য সরকারের কাছে অর্পন করে দেবার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এইগুলি দিয়ে দেবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন।

দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে স্যার, উনারা বলেছেন যে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন নাকি ব্যাহত হয়েছে এবং নতুন কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না-এইসব মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাবাবুরা বলেছেন। কিন্তু স্যার, বাস্তবের সঙ্গে যদি আমরা সামঞ্জস্য রেখে কথা বলি নিশ্চয়ই খুব বেশী বহুবা নেবার কথা নয়। আমাদের ডেইলী বিদ্যুতের কি পজিসন কখন লোডসেডিং হচ্ছে তার ডেইলী একটা চার্ট আমরা রাখি। এখন বামফ্রন্টের আমলে যে সব নথিপত্র আমরা পেয়েছি সে হিসেবে দেখা যায় ৩০-৩১ দিনে মাস হলে পরে প্রতি মাসে তাদের সময়ে ১৩ দিন লোডসেডিং হত। আর এখন আমাদের সময়ে দেখা যায় সেই প্রতিদিন আধ ঘণ্টা, ১৫ মিনিট, ২০ মিনিট ইত্যাদি সব মিলিয়ে দেখা যায় প্রতি ৩০ বা ৩১ দিনের মাসে মাত্র দেড় দিন লোডসেডিং গড়ে হচ্ছে। তাদের আমলের তুলনায় একেবারে নেই বললেই চলে। তবু আমি বলবো না যে লোডসেডিং একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারন বিজ্ঞানকে কেউ কখনো গ্যারান্টি দিতে পারেন না। মেসিনারী ব্যাপার যে কোন সময়ে সেটা নষ্ট হতেই পারে।

স্যার, কংগ্রেসের আমলে ডুম্বুরের প্রোজেক্ট করা হয়েছে সেখানে ৮ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। আর এখন আমরা সেটা আরো আপগ্রেডেশন করার ব্যবস্থা নিয়েছি-এবং সেই আপগ্রেডেশনের কাজ ১৯৯২ সালে শেষ হবে তখন সেখানে উৎপাদন হবে আরো ৩ মেঘাওয়াট। অর্থাৎ মোট ১২ মেঘাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন সেখানে হবে।

এখন কংগ্রেসের আমলে ৮ মেঘাওয়াট এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০ মেঘাওয়াট-(আপনার দশ বছরে মাত্র দশ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছেন) এই মোট ১৮ মেঘাওয়াট নিয়ে এই জোট সরকার তার কাজ শুরু করেছেন।

তবে স্যার. এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে কথাটা বলেছেন সেটা ঠিক যে, বড়মুড়াতে তৃতীয় ইউনিটটি বামফ্রন্টের আমলেই করা হয়েছে। কিন্তু ব্লেমটা ওরা আমাকেই দিয়ে থাকেন যে-আমাকে ওরা বফোর্সের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। কিন্তু আমি আপনাদের প্রমান দিচ্ছি -১৯৮৭ সালে এই তৃতীয় ইউনিট এর টেণ্ডার কল করা হয়-তখন আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলাম না-বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে ছিলাম। তখন বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় বৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয়. কিন্তু উনি প্রায়ই আমাকে বফোর্সের সঙ্গে যুক্ত করে বক্তব্য রাখেন এই হাউসে। স্যার, ১৯৮৭ সালে যখন টেণ্ডার কল করা হয় তখন একটি বিদেশী সংস্থা ইস্পানো সুইজা এইটার অর্ডার পায় এবং তারা তখন দুইটা মেসিন সাপ্লাই দেয়। পরে আরেকটা মেসিনের অর্ডার উনারা দেন। এখন রাজ্যে তিনটি মেসিন রয়েছে। সেখানে নিয়ম হচ্ছে এগ্রিমেন্ট হয়ে সাইন করতে হয় ইঞ্জিনিয়াররা সহ করেন। সই এর পরে ২০ পারসেন্ট অর্ডার প্লেসের আগে টাকা দিতে হয়। সেই হিসেবে উনারা তখন ৮০ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করে দিয়ে দিলেন। এই ৮০ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করার পর ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং তখন এই বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। ৮০ লক্ষ টাকার ২০ শতাংশ টাকা আপনারা পেমেন্ট করে দিয়েছেন। দেওয়ার পরই দুটি মেশিনের মধ্যে একটি মেশিন পুড়ে গেল। চূড়ান্ত ডেমেজ হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্টে দেখা গেল সেটা নাকি ৮ হাজার ঘণ্টা চালানোর পর তিন দিন রেস্ট দিতে হয়। দেয় নাই। একনাগারে ১৯ হাজার ঘণ্টা চালু থাকল। ফলে সেটা আগুনে পুড়ে গেছে। টারবাইনটা জ্বলে গিয়েছে। এই টারবাইনে মোট প্রায় ৫০০ ব্লেইড থাকে। এক একটা ব্লেইডের দাম প্রায় ১৩ হাজার টাকার মত। এটার মোট দাম ২ কোটি টাকা। আমি বললাম যে আপনাদের মেশিন খারাপ। তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা শুরু হয়ে গেল কেন কেনা হচ্ছে না ইত্যাদি। তখন আমি দেখলাম যে যদি রিজেক্ট করি তাহলে দুটি মেশিনের ট্রিটমেণ্ট পাবনা। এরপর ২ নম্বর কথা হল, আমি তাদেরকে বললাম এই মেশিনটার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা চলে যাক্, আমি নেব না। এই মেশিনটা যদি বিনা পয়সার খরচে আপনারা

করে দেন, তাহলে কিন্তু তৃতীয় ইউনিট নেওয়া যেতে পারে।
জিনিসটাতো আপনাদের আমলে। আমার সংগে কি আছে? আমিতো' হিজপানো সুঁজাকে' চিনিওনা। আপনাদের থে্যাতে চিনি। অতএব এটাকে বারবার আসামীর কাঠগড়ায় নিজেদেরকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন কেন? এখানে যদি তদন্ত হয় তাহলে এই সরকারের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমানিত হবে না। আপনারাই দোষী হবেন।

সেখানে ৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্বোধন হল। রুখিয়া সম্পর্কে আপনারা বলছেন যে, আপনারা প্রজেক্ট করেছেন। খুব বাহবা নেন। আপনারা বলতেই পারেন। যুব সমিতি ও কংগ্রেসের লোক মারা যাওয়ার পরেও সি, পি, এম, হয়ে যায়। আপনারা বলেন সেটা। ১৮ মেগাওয়াট নিয়ে শুরু করি এই আমলের বিদ্যুৎউৎপাদন। ২৩ মেগাওয়াট হয়েছে ৩ বছর ১ দিনে গতকালকে তিন বছর পূর্ত্তি হল এই সরকারের। ২৩ যোগ ১৮ মিলে হচ্ছে ৪২ মেগাওয়াট। তারপর অতিরিক্তে বিদ্যুতের দাম বেড়ে গিয়েছে। আসাম আগে দিতেন ৭৫পয়সা করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিনতে হচ্ছে ১ টাকা ১০ পয়সা করে কিন্তু রাজ্যে জনসাধরানের ডিমাণ্ড হচ্ছে ভূর্ত্তকিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। রাজ্য সরকার চিন্তা করছেন যে রাজ্যের গরীব শ্রেণীর জাতি উপজাতি, যারা বিদ্যুৎ নিলেও বিদ্যুতের বিল দিতে পারেন না, তাদেরকে সাবসিডিতে বিদ্যুৎ দেওয়া দরকার। কোন গরীব লোক ৩০ ইউনিটের বেশী চালায় না। কারন ফ্রীজ, পাখা, টিভি, ইত্যাদি কম ব্যবহারের ফলে তাদের ৩০ ইউনিটের বেশী উঠতে পারেনা সেই জায়গাতে সরকার ১ টাকা ১০ পয়সা দরে বিদ্যুৎ কিনে এনে ৩০ পয়সায় ভূর্ত্তকীতে সেটা তাদের জন্য সরবরাহ করছি। সেই কারনে পয়সার দরকার পরে। সাবসিডি দিতে আমাদের প্রয়োজন পয়সার।

তারপর স্যার, আমি বারবার চেষ্টা করছি যে, এমাসের ২৩ বা ২৪ তারিখ বিদ্যুতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সম্মেলন হবে। সেখানে আবার উত্থাপন করব, কমন তারিখ পুল্ডে' যাতে করা যায়। গতকালকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি, মনিপুরের মূখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। লিখেছে তারা সেটা করতে পারবে না। যাই হোক, সেটা আলোচনা হবে সম্মেলনে। তবে স্যার, আমরা বলতে পারি যে, সাবসিডি দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি।

এমন কি এগ্রিকালচারের উন্নতির জন্য, এগ্রিকালচারের পার ইউনিট আমরা ৩৫ পয়সা পেয়েছি। যারা ইনড্যাস্ট্রি করতে চায় তাদের কাছ থেকে নিয়েছি ৩৫ পয়সা করে। আমরা কিনছি এক টাকা দশ পয়সা করে আর বিক্রি করছি ৩৫ পয়সা করে। যারা ইনড্যাসট্রি করবে রাজ্যের জন্য তাদের ক্ষেত্রে ৩৫ পয়সা। তাহলে সেখানে আমাদের কত টাকা প্রয়োজন। তার

জন্যই রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে এই টাকাটা প্রয়োজন পড়ছে। তারপরে আরও ৭৫ মেগাওয়াট ৫০০ (পাঁচশত) মেগাওয়াট-এর কথা আপনারা বলছেন। বার বার এই সব রহস্য আপনারা করছেন। কিন্তু সরকার বদ্ধপরিকর যে, এই সমস্ত প্রজেক্ট ত্রিপুরা রাজ্যে করবে এবং তারজন্য যথপোযুক্ত ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। কোন দোষ ক্রটি রাখছি না, করে যাচ্ছি এবং তা একদিন ত্রিপুরা রাজ্যে করে। তারপর সমবায়ের দিক দিয়ে উনারা খুব বলেছেন, গালাগালি করেছেন। সমবায়ের কয়েকটি তথ্য আমি আপনার সামনে উত্থাপন করতে চাই। যে সমবায় বামফ্রন্ট আমলে স্যার, আমি একটি উদাহরণ দেব। বামফ্রন্ট আমলে যে ফুল ঝাড়ু, তা জঙ্গলে হয়, যেটা উপজাতিরা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে বিক্রি করে। এই ঝাড়ুগুলি মহাজনরা কিনলে পড়ে ওরা খুব কম পয়সা পায়। তার ফলে যে সব উপজাতিরা এইগুলি বিক্রি করে তাদের খুব ক্ষতি হয়। তারা তাদের পারিশ্রমিক মূল্য পায় না। তারজন্যই এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যবস্থা নিয়েছে। স্যার, আমাদের এখানে তথ্য রয়েছে যে, আমরা কতটুকু লাভ করতে পেরেছি। স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালে শুধু এপেক্সের লাভ হয়েছে ৫২ হাজার ৯০৯ টাকা। স্যার, তাদের আমলে সব লস হয়েছিল। এরপরে বত্রিশ হাজার, তখন সংগ্রহ কম হয়েছিল। সাউথ ত্রিপুরা নর্থএ কালেকশান হয় নাই। এছাড়া বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ সোসাইটিতে ১৯৮৬-৮৭ সালে আপনাদের আমলে তখন লস হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা। সেই জায়গাতে আমাদের আমলে যখন ১৯৮৭-৮৮ সালে তখন তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এরপরে ১৯৮৮-৮৯ সালে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আমাদের এই সরকার আসার পর শুধু ফুল ঝুড়িতেই টোটেলি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ২১ টাকা লাভ হয়েছে। এইভাবে কো-অপারেটিভ এগিয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু একটি উদাহরণ দিলাম। স্যার, এরপরে উনারা বলছেন উপজাতিরা অনুন্নত। আপনারা জানেন গত বছরে দারুনভাবে জুম ফসল নষ্ট হয়েছে। যার কারণে সরকার ভাবছে এবং গত কয়েকদিন আগে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে স্থির করে যাতে ডাবল রেশন বা দেড়গুন রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। স্যার, সরকার ওয়াকিবহাল সমস্যা সৃষ্টির আগে তার মোকাবিলা করার জন্য সরকার আগে থেকে সতর্ক হচ্ছে। স্যার, গতবার দারুনভাবে জুম ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে আমাদের গ্রামে গঞ্জে কাজ এবং তাদের সাবসিডি আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। তার জন্যই অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন। আর একটা পুলিশের কথা বলেছেন এখানে এবং অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ খরচের উপর সমরবাবু বক্তব্য রেখেছেন। স্যার, আপনার মনে আছে বিরোধী দলে থাকাকালীন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দল নেতা ছিলেন। উনাকে কোন গাড়ী বাড়ী কোন কিছু দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর নৃপেন বাবু নিজে চিঠি লিখে বাড়ী,

গাড়ী এমন কি স্টেনোগ্রাফার উনাকে দিতে হবে বলে দাবী করেছেন। অথচ এসব দিতে গেলে যে টাকার দরকার এবং তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হলেই, তারা সেটার বিরোধী করেন। তাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভায় যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে তার পরিমাণ হল ৩৫'৪৩ কোটি টাকা। স্যার, এটা আসলে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নয়, এটা ১৯৯০-৯১সালের জন্য যে ৬১৯.৯৯ কোটি টাকার বাজেট ছিল। তার থেকে আমরা ১৮.২০ কোটি টাকার সেভিংস করতে পেরেছি। কাজেই এটা হচ্ছে ডিমাণ্ড ওয়াইজ একটা বাজেট রি-এ্যাডজাষ্টমেন্ট। আমরা যদি ১৮.২০ কোটি টাকার সেভিংস এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে না দেখাতাম তাহলে আমাদের সর্বমোট সেভিংস গিয়ে দাঁড়াতো ৫৩ কোটি টাকায়। স্যার, তা সত্বে উনারা অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে, আমরা নাকি দেউলিয়া হয়ে গেছি। কাজেই তাদের ঐ সব কথা কোন ভিত্তি নেই। আমরা যদি অস্টারিটি মেণ্টেইন না করতাম, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াতো ? স্যার, যখন নিজে এক সময়ে বিরোধী দলের নেতা ছিলাম তখন এই বাজেট তৈরী সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলাম। এমন কি তারা সেই সময়কার পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটিতে একটা রিপোর্ট পর্যান্ত দিতে পারতো না। সেই সময় তো তারাই মেজরিটি ছিল। যদি বা একটা রিপোর্ট দেওয়া হত তাতে দেখা যেত কোন ডিমাণ্ডে এ্যাক্সেস আবার কোন ডিমাণ্ডে সেভিংস দেখানো হত এবং যেখানে সেভিংস দেখানো হত, সেই সেভিংস এ্যামাউণ্টটা সারেণ্ডার পর্যান্ত করা হত না। যেটা করলে পরে ডিমাণ্ড ওয়াইজ একটা এ্যাডজাষ্টমেনট করা যেত। তা না করে পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটির রিপোর্ট হাউসে প্লেস করে। তারপর একটা এ্যাডজাষ্টমেনট করা হত। কিন্তু আমাদের সময়ে সেভিংসটা সময় মত সারেণ্ডার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সময় মত রেগুলেরাইজড হয়ে যাচ্ছে। আর এই রি এ্যাডজাষ্টমেন্ট করার জন্য কোন রকম টাকা চাওয়া হচ্ছে না। আর বিরোধী দল থেকে ত্রিপুরা ভবনগুলি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাদের সময়েও এই রকম করা হয়েছে মন্ত্রীরা কেউ দিল্লীতে সখ করে যান না। ত্রিপুরা রাজ্যের টাকা আনার জন্য অথবা কোন মিটিং এ যোগ দেওয়ার জন্যই তারা দিল্লীতে গিয়ে যান। উনারা কি দিল্লীতে যান নি ? কাজেই দিল্লী না গিয়ে কি করে কাজ করা হবে, আমি তো তা বুঝতে পারছি না।

মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে, অনিল মিত্রকে হত্যা করেছেন। এটা কি রাস্তা স্যার ? এটা রাস্তা হতে পারে না। শ্রীদাম পালের হত্যাকারী কে, তাকে খোঁজার জন্য আমরা কমিশন বসিয়েছি। উনারা সেই কমিশন বয়কট করেছেন। কেন বয়কট করেছেন ? রিভলবার কোথায় আছে সেই সময় কেন বললেন না ? এই ব্যাপারে একজন পুলিশকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আমি একটা কথা এখানে বলছি যে আইন কাউকে ছাড়বে না। স্যার, এখানে লটারীর কথা বলা হয়েছে। লটারী কেলেংকারীতে যিনি অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি ? প্রত্যেকটা ব্যাপারে উনি দায়ী। আপনারা যদি বেশী বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আমি বাধ্য হব সব কিছু ফাস করে দিতে। আমরা চাই না এই বৃদ্ধ মানুষটি এই বয়সে হেনস্থা হউন। কিন্তু কোর্ট কাউকে রেহাই দেবে না। তাঁত শিল্পের কথা এখানে বলা হয়েছে। দিল্লী রেড ময়দানে মর্ডাণ যে হ্যানণ্ডি ক্রেপটসের জিনিস সেগুলি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো এতে তাঁতীদের কি হবে ? তাদের তো কোন উন্নতি হবে না। তাদের সর্বনাশ ওরা করেছে। আমরা সেটা চাই না। আমরা চাই ডিজাইনের উন্নতি করে আরো বেশী উৎপাদন বাড়িয়ে দেশে এবং বিদেশে বাজার সৃষ্টি করা। বিভিন্ন কর্পোরেশনের কথা ওরা বলছে।

কি আমরা পেয়েছি ? সমস্ত কিছু ঝড়ঝড়ে করে দিয়েছেন। একটাও হিসাব পাওয়া যায় নি। কতকগুলি পুরান কাগজ পাওয়া গেছে। আমাদের সমস্ত হিসাব তৈরী করতে হয়েছে নতুন করে। নতুন করে অ্যাকাউন্ট তৈরী করতে হয়েছে। স্যার, এই সরকার কোন দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না। যদি কোন দুর্নীতির অভিযোগে আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে দেখা হয় এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে সঙ্গে সঙ্গে একসান নিতে পিছ পা হন না আমরা বলেছি, প্রত্যেকটি কর্পোরেশানকে নতুন করে সঞ্জীবিত করা হচ্ছে। অসুবিধা আছে। তবে সে অসুবিধার সৃষ্টি উনারাই করে গেছেন। আজকে কোন ফিনান্সিয়ালদের কাছে যাওয়া যায় না ঋণের জন্য। কারন যে সব ঋণ উনারা নিয়েছিলেন তা আর ফেরৎ দেন নি। সবই অনিল বাবুর পকেটে ঢুকেছে। একবার টাকা আনার পর তা অগস্ত যাত্রা করেছে। সুতরাং তার বোঝা এই সরকারকে বইতে হয়েছে। স্যার, প্রতিটি কর্পোরেশান, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আজকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি অস্বীকার করছি না, অসুবিধা নেই বলে। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে, উন্নতি করার। স্যার আমি আবার বলছি, উনারা এখানে যে সমস্ত কাগজগুলি এনেছেন, কোথা থেকে বের করে এনেছেন, এগুলি কলাপাতা ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি একটি দলের লীডার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনার কাছ থেকে এ রকম আশা করে নি। উনি এতোকাটি কাগজকে কলাপাতা বলেছেন। এটা অ্যাকসপান্স করা হউক। কেন না, একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মনগড়া কতগুলি কথা বলে, বাজে কাগজ এনে বিভ্রান্ত করা যাবে না। ত্রিপুরার মানুষ এই ১০ বছর দেখেছে, এখন ৩ বছরও দেখছে। স্যার, এ ডি সি এর নির্বাচন দেখেছি, সিকিউরিটি কাভারে গিয়ে কি করেছে। স্যার, সেটাও এই সরকার সহ্য করেছেন। আমি উনাদের অনুরোধ করব, উনাদের সম্পর্কে দেয়ালের লিখন পড়ুন। সারা পৃথিবীতে উনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন, সারা ইউরোপে উনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। আমি বলেছি, আপনাদের ভারতবর্ষে জায়গা হবে না। আপনারা রাস্তা পরিবর্তন করুন, নাহলে আপনাদের অবস্থা চেসেসকুর মত হবে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি, আপনাদের অনেকেই আগামী নির্বাচনে আসতে পারবেন না।
এই লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে আগামী নির্বাচনে আপনারা আর আসতে পারবেন না। এই রক্ত মানুষ আর দেখতে চায় না। কারন ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। সুতরাং আপনার লাল ঝাণ্ডা এবং খুনের রাস্তা পাল্টান এবং সঠিক পথে গিয়ে আপনারা দেশের উন্নয়নের জন্য মানুষের কল্যানের জন্য নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার প্লীজ কনক্লুড ইউর স্পীচ্।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— দোষ গুন নিয়েই মানুষ। যদি কোথাও আমাদের দোষ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা তা দেখিয়ে দেবেন। কোথায় দুর্নীতি হয়ে থাকলে আপনারা তা দেখিয়ে দেবেন। আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব এবং নিচ্ছি। এই কথা বলে আজকে এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস প্লেস করা হয়েছে আমি আশা করব হাউস সেটাকে সানন্দে গ্রহন করবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯৯১ইং বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE— "A"

Admitted Question No. : 73 (STARRED)

Name of Member : Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী মালিকানার সাথে যুক্ত হয়ে ত্রিপুরায় জয়েন্ট ভেঞ্চারে বনস্পতি কারখানা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই বেসরকারী মালিকটি কে এবং তার পরিচয় কি ?

৩। জয়েন্ট ভেঞ্চারের চুক্তির শর্তসমূহ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বেসরকারী মালিকটি কে ও তার পরিচয় নিম্নরূপ :—

মেসার্স অতুল গ্লাস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ

প্রোঃ লিঃ, নূতন দিল্লী-২/১৯৬০ সালে

কোম্পানি আইনে সংস্থাপিত হয়।

৩। জয়েন্ট ভেঞ্চারের চুক্তির শর্ত সমুহ নিম্নরূপ :—

(ক) ১৯৮৯ইং সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী জয়েন্ট ভেঞ্চারে এগ্রিমেন্ট নামে একটি চুক্তি অতুল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের মধ্যে বনস্পতি কারখানা গড়ে তোলার জন্য সাক্ষরিত হয়।

(খ) চুক্তিতে নূতন কোম্প্যানীটির নাম যেন উভয়পক্ষের স্বীকৃতিতে হয় এবং কোম্পানির রেজিষ্ট্রি অফিস ত্রিপুরাতে রাখার উল্লেখ আছে।

(গ) ক্যাপিটেল :

কোম্পানির অথারাইটিজ ক্যাপিটেল ১'৫০ কোটি টাকা যার প্রতিটি শেয়ার মূল্য হবে ১০ টাকা করে ১৫ লক্ষ শেয়ার। পরে তা বৃদ্ধি করে ৩ কোটি টাকা করা হয়।

(ঘ) বোর্ডের ডিরেক্টারগন নূন্যতম তিনজন এবং উর্দ্ধে বারো জন হতে হবে। তন্মধ্যে আর্থিক সংস্থা বা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এই বোর্ডে থাকবেন।

Admitted Question No. : 159 (STARRED)
Name of Member : Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State ;

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভায় তাঁতীদের জন্য Godown তৈরী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থেকে থাকে কবে পর্যন্ত গোডাউন তৈরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তার কারন ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভার তাঁতীদের জন্য Godown তৈরী করার কোনও পরিকল্পনা তাঁত, কারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের এখনও পর্যান্ত নাই।

২। প্রশ্ন ওঠেনা।

৩। গ্রামান্তরে তাঁতীরা যে বস্ত্র তাঁরা নিজেদের ঘরেই রাখেন এবং মজুত বস্ত্র Handloom Corporation এ অথবা Apex Weavers এ জমা দেন। সেইহেতু গ্রামস্তরে তাঁতীদের জন্য কোন Godown নির্মান করা সরকারের বিবেচনার মধ্যে নাই।

Admitted Starred Question No. 200
asked by Shri Diba Chandra Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Ministee-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় বর্তমানে রান্না গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answer's)

ভোক্তাদের রীতিমত করা হচ্ছেনা ;

২। সত্য হলে তার কারন ; এবং

৩। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Department.

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। তৈল কোম্পানীগুলির L. P. G. সিলিণ্ডার অপর্য্যাপ্ত সরবরাহের দরুন ত্রিপুরায় বর্তমানে রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার ভোক্তাদের মধ্যে রীতিমত সরবরাহ করা যাচ্ছে না।

৩। ত্রিপুরা সরকার তৈল কোম্পানী ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বর্তমানে অবস্থার মোকাবিলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পর্য্যাপ্ত পরিমান L. P. G. সিলিণ্ডার সরবরাহের জন্য আলোচনা করেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও আরও অতিরিক্ত L. P. G. এজেন্সী খোলার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 223 asked

by Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUETIONS

১। বর্ত্তমানে ডাল, তৈল, লবন, লঙ্কা, সাবান কাগজ, কাপড়, চা ইত্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ন্যাযামূল্যের দোকান মারফত ভর্ত্তুকীতে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কি না ;

২। না করে থাকলে সরকার এই মূল্য বৃদ্ধিরোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

ANSWERS

১। এরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

। মূল্য বৃদ্ধিরোধের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে—

(ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে যাহাতে কৃত্রিম সঙ্কটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না হয়।

(খ) পুলিশ বিভাগের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং E. C. Act মোতাবেক মজুতদারী ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred

Question No. 247.

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Appointment and Services Department be pleased to state—

১। রাজ্য পুলিশের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে মোট কত অফিসার আছেন,

২। তার মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি কতজন আছেন, তার সংখ্যা,

৩। ইহা কি সত্য রাজ্য পুলিশ দপ্তরে তপশীলি জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত পদগুলি পূরণ করা হইতেছেনা,

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ ?

ANSWERS

Minister-in-charge of the
Apptt. & Services Department.

১। রাজ্য পুলিশের ১ম শ্রেনীতে (Group-A) ৯৪ জন ও ২য় শ্রেনীতে (Group-B) ৯৯ জন অফিসার আছেন।

২। তার মধ্যে ১ম শ্রেনীতে তপশীলি জাতির ৯ জন ও তপশীলি উপজাতির ১২ জন অফিসার আছেন। ২য় শ্রেনীতে তপশীলি জাতির ১৪ জন ও তপশীলি উপজাতির ১২ জন অফিসার আছেন।

৩। তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করার জন্য T P S C. কে Selection Committee Meeting করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Question No. 251 (STARRED)
Name of Member : Sri Dinesh Deb Barma.

Will the Hon,ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগরে হস্ত তাঁত শিল্প নিগমের একমাত্র ডাই হাউসটির দীর্ঘদিন যাবৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে আছে .

২। যদি সত্য হয় তাহলে কি কি কারনে বন্ধ রাখা হয়েছে,

৩। ১৯৮৯ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ইং পর্যান্ত ডাইহাউসটির মাধ্যমে কত টাকা আয় এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

৪। বর্তমানে ডাইহাউসটিতে কত সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত আছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে ।

২। প্রশ্ন ওঠে না ।

৩। প্রস. আয় মং ৪, ২৬, ৮০০ (চার লক্ষ ছব্বিশ হাজার আট শত) টাকা এবং ব্যয় ম ১২, ৬২, ০৮১ (বার লক্ষ বাষট্টি হাজার একাশি) টাকা ।

৪। বর্তমানে ২৬ (ছাব্বিশ) জন শ্রমিক কর্ম্মচারী কর্মরত আছেন ।

Admitted Questions No. 268. (STARRED)
Name OF M. L. A Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family welfare Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে, মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিতে অধিকাংশ সময়ে ঔষধ থাকে না,

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারন ও প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWERS

১ ইহা সত্য নহে ।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 284

asked by Shri Khagandra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় রেশন দোকানের সংখ্যা কত ; এবং

২। তার মধ্যে এ· ডি· সি· এলাকায় রেশন দোকানের সংখ্যা কত ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplias Department.

ANSWERS

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় রেশন দোকানের সংখ্যা— ১১৯১।

২। তার মধ্যে এ· ডি সি এলাকায় রেশন দোকানের সংখ্যা··· ৮৪২।

ANNEXURE— "B"

Admitted Un-Starred Question No. 57.

Asked by Shri Anju Mog.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। সমগ্র সাক্রম বিভাগে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে জনসাধারণকে রেশন সরবরাহের জন্য সপ্তাহে মোট কত পরিমাণ চাল, কেরোসিন ও চিনির প্রয়োজন হয় ;

২। ১৯৮৯-১৯৯০ইং অর্থ বছরে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কি পরিমাণে চাল, চিনি ও কেরোসিন দেওয়া হয়েছিল এবং তাহা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হয়েছিল কিনা ; এবং

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

To be repleied by the Minister-in-Chaige of Food & Civil Supplies Department

Date of reply 6. 2 1991.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answer's)

ANSWERS

১। সমগ্র সাক্রম বিভাগে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে জনসাধারণকে রেশন সরবরাহের জন্য সপ্তাহে মোট ১৬৯ মেট্রিক টন চাউল, ২৮ কিলোলিটার কেরোসিন ও ১৩'৬ মেট্রিক টন চিনির প্রয়োজন হয় ;

২। ১৯৮৯ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ৫'০০৫ মেট্রিক টন চাউল ১৬৪'৮ মেট্রিক টন চিনি এবং ৫০৬'৮ কিলোলিটার কেরোসিন দেওয়া হয়েছিল এবং তাহা সুষ্ঠভাবেই বন্টন করা হয়েছে।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Question No. ; 64 (UNSTARTED)

Name of Member : Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন কোন রেজিস্ট্রিকৃত শিল্পে ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-৯১ গত বছরে কি হারে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে অথবা কমেছে ;

২। কোন কোন শিল্প সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং কোন কোন শিল্প রুগ্ন বলে চিহ্নিত হয়েছে ;

৩। এই সকল শিল্পে গত তিন বছরে কর্ম সংস্থানের সুযোগ কত বেড়েছে অথবা কমেছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-৯১, নিম্নোক্ত শিল্পের উল্লেখিত হারে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে।

(ক) ষ্টীল ফার্নিচার এবং ষ্টীলজাত উৎপাদিত সামগ্রী—	১৫%
(খ) রাবার জাত সামগ্রী—	৫%
(গ) প্লাষ্টিক/পলিথিন জাত সামগ্রী—	৭%
(ঘ) ব্রিক ফিল্ড—	১০%
(ঙ) নন ফেরাস মেটাল জাত সামগ্রী—	৫%
(চ) ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিকস—	৩%
(ছ) পি. ভি. সি কেবল—	২%

(জ) কোণ্ডেল— ৩%

(ঝ) কাঠ নির্মিত আসবাব— ২%

(ঞ) হস্ত কারু শিল্প— ১২%

(ট) সিমেণ্ট নির্মিত দ্রব্যাদি— ১৫%

(ঠ) লৌহ ঢালাই— ২%

২। রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত কোন শিল্প সংস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই এবং রুগ্ন বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

৩। কর্ম সংস্থানের সুযোগ গড়ে ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

Admitted Question No. : 69 (UNSTARRED)

Name of Member : Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State ;

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্পের সংখ্যা ১৯৮৭ ডিসেম্বরে কত ছিল ;

২। ১৯৯০ ডিসেম্বরে এই শিল্পের সংখ্যা কত হয়েছে ;

৩। এই সকল শিল্পের মধ্যে কোন মহকুমায় কোন কোন শিল্পকে রুগ্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ;

৪। এই সকল রুগ্ন শিল্পকে রক্ষায় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। তিন হাজার একশত তিরাশিটি

২। পাঁচ হাজার তিনশত তিপ্পানটি

৩। রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত কোন শিল্প সংস্থাকে রুগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Un-started Question No. 74.

Name of the Member : Shri Samar Choudhury, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment be please be state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন Public Sector Establishment এবং কোন কোন

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answer's)

Private Establishment ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসর কোন কোন রাজ্যের Employment Exchange এ Notification of vacancies দিয়েছেন ।

২ । রাজ্যের এই সকল Notification দ্বারা ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ দুই বছর কত সংখ্যক Vacancies হিসাব পাওয়া গেছে ;

৩ । উপরোক্ত এই বৎসরে Emplyment Exchange মাধ্যমে কত সংখ্যক ব্যক্তির কর্ম সংস্থান হয়েছে ।

Minister-in-charge of the
Manpower & Employment Department : Shri Arun Kr. Kar.

উত্তর

১ । ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরে ত্রিপুরার সমস্ত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে Public Sector Establishment থেকে মোট ৩৬৮টি কর্ম বিজ্ঞপ্তি (Notification of vacancy) পেয়েছে । এবং Private Sector Establishment থেকে ৯৫টি Notification পেয়েছে ।

২ । ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ইং এই দুই বৎসরে প্রাপ্ত মোট vacancies এর সংখ্যা ৩৮২২টি ।

৩ । উপরোক্ত দুই বৎসরে employment Exchange এর মাধ্যমে মোট ১৯৭০ সংখ্যক কর্ম সংস্থান হয়েছে ।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 79
NAME OF M.L.A : Shri Samar Choudhuri.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১ । ১৯৯০-৯১ বৎসরে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে Indoor চিকিৎসাধীন রুগীর সাংখ্যা কত ছিল,

২ । এই সকল রুগীদের জন্য মাথা পিছু পথ্য এবং ঔষধের গড় খরচ কোন হাসপাতালে কত হয়েছে :

৬। বর্তমানে কোন শ্রেনীর রুগীর জন্য Indoor হাসপাতালে পথ্যের খরচ কত বরাদ্দ আছে ?

A N

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARF DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTFR) : SHRI KASHIRAM REANG.

১। ১৯৯০-৯১ বৎসরের ডিসেম্বর পর্যন্ত (এপ্রিল ১৯৯০ হইতে ডিসেম্বর ১৯৯০) রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৮৩, ৬৮৪ জন [অস্থায়ী]।

২। অন্তর্বিভাগে রোগীদের দৈনিক মাথাপিছু পথ্য এবং ঔষধের গড় খরচ আনুমানিক ২৫ টাকা।

৩। প্রত্যেক অন্তর্বিভাগের রোগীর জন্য প্রতিদিন ১২ টাকা হিসাবে পথ্যের জন্য বরাদ্দ ধরা আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF CONSTITUION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 7th February, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath Speaker in the chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, Nine Ministers of State, and 37 Members.

QUESTION & ANSWER

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে যেকোন নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ৫.৮.৯০ইং রাত্র আনুমানিক ৯ ঘটিকায় জলেবাসাতে কর্মরত বিদ্যুৎ দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এক দল লোকের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন।

২। সত্য হয়ে থাকলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

১ এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে :— অভিযোগ মূলে প্রকাশ থাকে যে, গত ৫.৮.৯০ইং তারিখ রাত অনুমান ৯ ঘটিকার সময় পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা জলেবাসাতে যখন কর্মরত অবস্থায় ছিলেন তখন সেখানে তাহাকে জনৈক সোনামতি সিং এবং অপর কয়েকজন কিল, চর ও ঘুষি দ্বারা আঘাত করে।

ঘটনাটি শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার অভিযোগমূলে পানিসাগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩/৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (৮) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

অভিযুক্ত সোনামতি সিংকে গ্রেপ্তার করে গত ১০.৯.৯০ ইং তারিখে আদালতে চালান দেওয়া হলে সেখান থেকে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। অপর দুই অভিযুক্ত আসামী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য বর্তমানে পলাতক আছে। উক্ত দুইজন আসামীকে পলাতক দেখিয়ে গত ১৯-১২-৯০ইং তারিখ মোকদ্দমাটির চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, আক্রান্ত হয়েছেন এবং যারা আসামী তাদের খোজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই আসামীদের ভয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীরা স-ন্ত্রস্ত এবং তারা ভয়ে কাজ করতে পারছে না। কিন্তু কোন লাইন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাইলে সেই লাইনের কাজ এই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদেরই করতে হয়। কাজেই ঐ সমস্ত আসামীদের নাম কি এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অন্য দুই আসামী দোলন সিং এবং দেবব্রত সিং এরা দুজনেই জলেবাসার। মামলাটির চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। আদালতে বিচারাধীন। সুতরাং শাস্তির ব্যবস্থা এইখানে করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— (কুলাই) অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৬৭

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৬৭

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা মনুঘাটে ফায়ার সার্ভিস খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি সরকারের পরিকল্পনা না থাকে তাহা হইলে তার কারণগুলি কি কি ?

উত্তর

১নং ২নং প্রশ্নের উত্তর :— বর্তমানে কোন প্রস্তাব নেই। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিটি ব্লক সদরে একটি করে অগ্নিনির্বাপক উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ছামনু ব্লকে অগ্নি নির্বাপক উপ-

৩নং কেন্দ্র স্থাপনের সময় ইহার স্থান নির্বাচন অপেক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মনুঘাটে না ব্লক সদরে স্থাপন করা হবে তাহা নির্দ্ধারিত হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সরকারের প্রতিটা ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে ফায়ার সার্ভিস খোলার পরিকল্পনা আছে এবং উত্তর ত্রিপুরার ছামনু ব্লক এবং মনুঘাটে কোথায় করা হবে এইটার স্থান নির্ব্বাচন অবস্থার পরিপেক্ষিতে মনুঘাটে না ব্লক সদরে স্থাপন করা হবে তা নির্দ্ধারিত হবে এবং এই পরিকল্পনাটা কবে কার্যকরী হবে বলে আমরা আশা করতে পারি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? বিরাশীমাল, কাঁঠালছড়া, গোবিন্দবাড়ী এইসমস্ত এলাকা বিরাট এলাকা, আমবাসা থেকে দূর, কুমারঘাট থেকেও অনেক দূর। যদি সেখানে অগ্নিসংযোগ হয়ে যায় তাহলে কুমারঘাট গিয়ে কাভার করতে পারেনা সময়ের অভাবে। কাজেই সেই এলাকাগুলির জনগণের স্বার্থে অনতিবিলম্বে সেখানে ফায়ার সার্ভিস সেন্টার করার প্রয়োজন আছে। মনুঘাটেই হোক আর ব্লক হেড কোয়ার্টারেই হোক আমাদের আপত্তি নেই। এইটার একটা মিডল স্থানে করা প্রয়োজন আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনতিবিলম্বে এইটা কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি ব্লক হেড কোয়ার্টারে একটি করে অগ্নি নির্বাপক উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিশেষ করে এই ছামনু ব্লক যাতে প্রায়রিটি পায় তার জন্য বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, এইটা প্রত্যেক বছরেই দেখা যাচ্ছে আগুনে অনেক জায়গায় ঘর বাড়ী, দোকানপাট এইসমস্ত ধ্বংস হয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রত্যেকটা ব্লক হেড কোয়ার্টারে অতি দ্রুত সেখানে ফায়ার সার্ভিস একটা করে ইউনিট করা হবে। এইটা ত স্যার বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। অনেক জায়গায় ঘর ভাড়া করেও এইটা চালু করা হয়েছে। স্টাফও খুব বেশী দরকার হয় না, ১৭ হাজারের বেশী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা কোন্ কোন্ ব্লক হেড কোয়ার্টারে এখনও ফায়ার সার্ভিস চালু করা হয়নি, এবং এইগুলি অতি সত্বর চালু করার জন্য সুনির্দিষ্ট সময় বেধে দিবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, যে যে ব্লকগুলিকে কাভার করা হয়েছে আমি সেগুলির নাম বলছি, তেলিয়ামূড়া, গণ্ডাছড়া শান্তির বাজার, বগাফা, মোহনপুর, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, আমবাসা ও সালেমা ব্লকের এই ৭টা ব্লককে কাভার করা হয়েছে এবং রিসেন্টলি যতন বাড়ীতেও করা হবে। সুতরাং এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে আমি আগেও তার উত্তর দিয়েছি যে, মনুবাজার ফায়ার স্টেশনটা সেটা ছামনু ব্লকেই হবে না মনু বাজারে হবে এইটা প্রায়রিটি দিয়ে দেখা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— (কাকড়াবন) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে জানাবেন কি যে, কি নীতির ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন খোলা হচ্ছে। কারণ ব্লক হেড কোয়ার্টার হলে ব্লকের এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হেড কোয়ার্টার থেকে ওখানে পৌছাতে খুব অসুবিধা হবে, অনেক ক্ষেত্রে যাওয়া যায় না। কাজেই কিছু পপুলেশান অনুযায়ী বসানোর কথা আর কিছু আইসোলেটেড পকেট থেকে সেগুলি বসানোর প্রশ্ন বা এই রকম চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কিনা, মানে কি নীতির ভিত্তিতে এইগুলি ঠিক করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইভাবে কতগুলি ঠিক করা হয়েছে, বিশালগড় ও মনু বাজার এইগুলি করা হয়েছে ব্লক হেড কোয়াটার ছাড়া, তবে প্রথমে আমরা ব্লক হেড কোয়াটার টাকেই দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, এই যে ঘনবসতী এলাকাগুলি যেমন কল্যানপুর, সালেমা, কদমতলী ও পেঁচারথল এই জায়গাগুলিতে ব্লক হেড কোয়াটার না হলেও এত ঘন বসতি যে সেখানে ছোট একটা গাড়ী দিয়ে এখনকার যে আধুনিক ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা দিয়ে অনায়াসেই সেখানে একটা ছোট ষ্টেশন করে সমগ্র এলাকাটাকে রিলিফ দেওয়া যায়। এই তিনটা বছরে আপনারাতো একটাও করতে পারেন নি। কাজেই এইগুলি সম্পর্কে বিশেষ করে ঘনবসতি এলাকাগুলিতে গ্রোথ সেণ্টারগুলিকে প্রায়রিটি দিয়ে ব্যবস্থা করা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি এই পর্যন্ত ১৮টা ব্লকের মধ্যে ৭টা ব্লক কাবার করা হয়েছে, বাকী ব্লকগুলি কাবার করার পরে এই গ্রোথ সেণ্টারই বলুন আর যাই বলুন সেটাকে বিবেচনায় আনা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৬৮।

শ্রীসুধীর রঞ্জন চৌধুরী (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৬৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৮৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত এম, টি, এফ, কর্তৃক কোন কোন স্থানে কতজন বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে বিদেশী নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

২। বিদেশী নাগরিকদের বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

১। ত্রিপুরায় ১৯৮৮ইং এর জানুয়ারী থেকে ৩০.১০.৯১ইং পর্য্যন্ত এম, টি, এফ, বেআইনী অনুপ্রবেশকারী বিদেশী নাগরিকদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠিয়েছেন তার থানাভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১। পূর্ব এবং পশ্চিম আগরতলা থানা— ৪৫১৫ জন, (২) সিধাই থানা— ৪৭২৮ জন, (৩) বিশালগড়— ২৩৭৭ জন, (৪) সোনামুড়া— ৮০১ জন, (৫) খোয়াই— ৩৩৩ জন, (৬) কৈলাশহর— ৩৫ জন, (৭) ধর্মনগর – ৩৭৫ জন, (৮) চুড়াইবাড়ী— ১৪ জন, (৯) কমলপুর— ৮২ জন, (১০) সাব্রুম— ৩ জন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর—

রাজ্যে বিদেশী নাগরীকদের বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে—

১) রাজ্যের সীমান্ত এলাকাসমূহে নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২) সমস্ত রাজ্যে সময়ে সময়ে বিশেষ তল্লাসী হইতেছে।

৩) বিদেশী নাগরিক অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে খবর সংগ্রহের এবং টহলের জন্য এম, টি, এফ, বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪) সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং জেলা পুলিশকে সীমান্ত এলাকা সমূহে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া বেআইনী অনুপ্রবেশরোধে স্পর্শকাতর এলাকায় গোপনসূত্রে খবরের ভিত্তিতে এম, টি, এফ, তল্লাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

৫) সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং সীমান্তে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে ওয়াচ্ টাওয়ার বসানো হয়েছে। তাছাড়া সীমান্তে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য ভারত সরকারের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে এম, টি, এফ-এর কতজন অফিসার এবং স্টাফ ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন ? তারা কোথায় কোথায় অপারেট করছেন ? কিছুদিন আগে দেশের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল। তখন এম, টি, এফ এর ভূমিকা কি ছিল ? কতজন স্টাফ এবং অফিসার আছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এম, টি, এফ-এর মোট কত জন স্টাফ এবং অফিসার আছেন সেটা আলাদা করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কারণ, আমার কাছে এই মুহূর্তে কোন পরিসংখ্যান নেই।

স্যার, এখানে উনি যে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন, এই ব্যাপারে বর্তমান সরকার যথেষ্ট সতর্ক ছিল। দেশের মধ্যে একটি সময়ে যখন সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা বইছিল ঠিক তখনই আমরা এখানে উচ্চ পর্য্যায়ে একটি মিটিং করি এবং রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা ই নিয়েছিলাম। ওপার থেকে রাজ্যে যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছিল। ওপার থেকে লোক ঢুকে রাজ্যে যাতে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন না দিতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। টি, এস, এফ-পুলিশ সহ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, তাদের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় ছিল। তবে আমরা দেখছি যে ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। সেই সময়ে বিরোধী বেঞ্চে যারা রয়েছেন তাদের এবং বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তীকে দেখেছি এই বৃদ্ধ বয়সে উত্তেজনা-ময় গ্রামগুলিতে উত্তেজনা মূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় সেটা উঠেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, কংগ্রেস, (আই) টি, ইউ, জে, এস ধর্মে বিশ্বাস করে। প্রতিটি ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দেই। তিনি যে অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন, এই অনুষ্ঠানটা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উদ্দেশ্যে নয়, সেটা সংহতির উদ্দেশ্যে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, সেখানে যে গীতা মঞ্চ হয়েছে সেটা উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী রাউবাবু, তিনি একজন খ্রীস্টান ধর্মের লোক এবং সেখানে ছিলেন বিল্লাল মিঞা তিনি একজন মুসলমান এইভাবে অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে। ধর্মীয় ঐক্য এবং সংহতি তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সেই কারণে সেখানে দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু আপনারা কি করছেন? আপনারা সেই সুযোগে দাঙ্গা করতে চাইছেন। আমি বলছি আমি প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাই। কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, জৈন এবং আমাদের এখানে যারা সদস্য আছে তারা ধর্মে বিশ্বাস করে, প্রতিটি ধর্মে বিশ্বাস করে। আপনাদের মতো নাস্তিক নয়। ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি। এবং ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রয়েছে বরং আপনারা বি, জে, পির ভূমিকা নিয়েছেন এই রাজ্যে। বি, জে, পি সেজে ঐ ধর্মনগরে কনফারেন্স করেছেন। বিজয় রাও সিন্ধিয়াকে আপনারা এনেছেন। বহু তথ্য আমার কাছে আছে।

মাননীয় সদস্য ফৈজুর রহমান ঐ সুবোধ দাস উনারা এনেছেন। ধর্মনগরে এনে সেখানে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করেছে। আমি ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর মানুষকে, সকল ধর্মের সম্প্রদায়ের লোককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে তারা তাদের এত প্ররোচনা সত্বেও প্রশ্রয় দেয়নি এবং রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই এই রাজ্যে কোন দাঙ্গা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে, কেরলে দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরায় দাঙ্গা হয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা, এই যে অসংখ্য শরণার্থী আসছে, তাদের রাজ্যে যারা স্থায়ী নাগরিক, তাদের থেকে মানে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যারা সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। এই রাজ্যের সকল নাগরিকদের আইডেনটি কার্ড ইস্যু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ? আর দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, আমরা দেখেছি যারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন তাদের সরকারের দুই রকমে ব্যবহার করছেন। যারা চাকমা শরনার্থী এসেছেন তাদের ক্যাম্প করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে পরবর্তী সময় বাংলাদেশ সরকার-এর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সেখানে ফেরত পাঠানো যায়। স্যার, এখানে যখন বাঙ্গালী শরণার্থী আসেন, আমি নিজেও দেখেছি যখন এইবার রাম মন্দির, বাবরি মসজিদ নিয়ে সারা দেশে যখন উত্তাল হয়েছিল, বাংলাদেশের অনেক নাগরিক এখানে এসেছেন। পিয়ারবাড়ী এবং থানাতে তারা ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে দুই ট্রাক লোককে নিয়ে আসলে এবং তারা সরকারের পরামর্শ চাইলে, এখান থেকে নির্দেশ পাঠানো হলো, আগরতলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে।

আপনারা তাদের ছেড়ে দিন, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে তারা থাকুক। এইভাবে শত শত পরিবার যারা এসেছেন তারা বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিলেমিশে আছেন। তাদেরকে কোন অবস্থাতে আইডেনটিফাই করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তারা যেখানে আছে প্রতিবেশী তাদের যে কোন কথা বলতে পারে।

স্পীকার :— সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নটাই করুন—

শ্রীবাদল চৌধুরী :— না স্যার, সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নটাই করছি, তাদের এখানে

ক্যাম্প করে রাখার ব্যবস্থা হবে কিনা ? এবং পরবর্তী সময়ে তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ? এটা আমাদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আইডেন্টিফিকেশনের প্রশ্নে ভারতীয় প্রত্যেকটি নাগরিককে আইডেন্টি কার্ড দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করেছি। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব, ক্যাম্প করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তাদের অনতি-বিলম্বে আইডেন্টিফাই করে চিহ্নিত করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যারা এসেছিল বা আসবে তাদের একইভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্য তাদের ক্যাম্প করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি না চাকমাদের ক্যাম্প করা হয়েছে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু অন্য যারা আসবে এখানে তাদের কেউ কোন জাগা দেওয়া হবেনা বা এই ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠেনা। তাদের জন্য কোন ক্যাম্প করার প্রশ্ন উঠে না। তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটাই বলেছি।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাইছি কমলপুরের কালী বাড়ীর ব্রাহ্মণ বিজয় চক্রবর্তী দশ মাস আগে আসে এখানে। সিটিজেনশিপ কার্ড তারপর পঞ্চায়েতের রেজেস্ট্রিতে সবকিছুতেই তার নাম হয়ে এসেছে। এবং নোটিফাইড এরিয়াতে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বিজয় চক্রবর্তীকে ভাড়া দেওয়ার জন্য। উনি বাংলাদেশ থেকে দশমাস মাত্র হয়েছে এখানে এসেছে। এমন নয় ১৯৭১ সনে এসেছে তাও না। এই দশ মাস আগে মাত্র। অবশ্য এখানে এস, ডি, ও সাহেব যিনি আসেন কি রাও, রাজেশ্বর না নাকি এক আই, এস, অফিসার আসেন। উনি সে জাগা তার নামে করে দেন। এই একটি উদাহরণ আমি দিলাম। উপরোক্ত আমার কাছে একটা লিষ্ট আছে। এখানের লিস্টাতু বিরাট লিষ্ট। ৪৫টি পরিবার নোয়া গাঁতে ঢুকেছে। এই সমস্ত পরিবার এর যদি বলেন নাম প্লেস করব—এইগুলিকে বের করে দেওয়া হবে কিনা ? তারা এম, পি, এফ, বলছে, এম, পি, এফ, এর মধ্যে কতজন ট্রাইবেলরা আছেন ? এম, পি, এফ যে বাহিনী আছে সেখানে কতজন ট্রাইবেল আছে। এটা কমিউন্যাল কথা না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য কোন এক বিজয় চক্রবর্তী সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং

যারা এই ধরনের অন্যায় কাজে সহায়তা করেছেন, তারা যদি দোষী প্রমানিত হন, তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর উনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি যে এম, টি, এফের লিস্ট সম্পর্কে তারা যে কথা বলেছেন, এই ধরণের কোন রিপোর্ট যদি তাদের কাছে বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে থেকে থাকে, সেটা যদি তারা সরকারের কাছে দেন, তাহলেও আমরা তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নেব। আর এম, টি, এফ রিক্রুয়টমেন্টের ব্যাপারে উনি যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলছি যে আমরা সরকারে আসার পর এম, টি, এফের জন্য কোন লোককে নিয়োগ করিনি, যা কিছু নিয়োগ হয়েছে, তা তাদের আমলেই হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের এম, টি, এফের সংখ্যা যা আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমরা ইতি-মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার এম, টি, এফের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেন, তাহলে আমরা জাতি উপজাতি নির্বিশেষে নিয়োগ করার চেষ্টা করব। কারণ রিক্রুয়টমেন্টের ব্যাপারে আমাদের ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মেনে চলতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে,

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি আমার সম্পর্কে এখানে যে কথা বলেছেন, তা সবই অসত্য। উনাকে এর জন্য প্রমাণ দিতে হবে— উনি নাম বলুন, আমি কাকে এনেছি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু যে প্রশ্ন করেছেন তার কোন তথ্য আমার কাছে নেই, তবে যদি উনি নাম দেন, তাহলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু আমাদের মন্ত্রীসভার

(Expunged as ordered by the chair)

একজন সদস্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, উনি কি তার প্রমাণ দিতে পারবেন? যদি না পারেন, তাহলে আমি দাবী করব যে তাঁর কথাগুলি এ্যাক্সপাঞ্জড করা হউক।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, it is a serious allegation against a particular minister. Can you prove this with the necessary name and other necessary details as required for? Otherwise, it will automatically be expunged from the proceedings.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি দেব। এর আগেও এই হাউসে অনেকবার দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, শুধু নাম দিলেই চলবে না, কার গাড়ী করে, কত নং গাড়ী করে আনা হয়েছে, তার সব ডিটেল্‌সই দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭২।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার কঞ্চনপুর থানা এলাকায় হরিপুর গ্রামে আনন্দমার্গীদের পরিচালনায় একটি স্থায়ী অস্ত্র শিক্ষার শিবির গত ২১শে অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে।

২। আনন্দমার্গী অবধুত ও সদস্যগণ এই অঞ্চলে কি জাতীয় কাজকর্মের সাথে যুক্ত আছেন?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। উক্ত অঞ্চল এবং লালছড়িতে আনন্দমার্গী অবধুত ও সদস্যগণ একটা স্কুল পরিচালনা

করছেন। পুলিশ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— সাপ্লীমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি যে সেখানে স্থায়ী কনষ্ট্রাকশন করে, ক্যাম্প করে এই সমস্ত কাজ কর্ম করছে। এই ত্রিপুরার মান্দাই, দামছড়াতে এই সব টাইম বোমা দিয়ে তারা কতজনকে হত্যা করেছে? উপজাতি এবং অউপজাতীদের মধ্যে কিভাবে দাংগা করিয়েছিল? লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনারকে তারা খুন করেছিল। এই সমস্ত ব্যাপার এগুলি তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে পরিচালনা করছেন। সাধারণতঃ এই রকম সমাজমূলক কাজে কারও আপত্তি থাকতে পারে না। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। এই বিষয়ের উপর পুলিশের কড়া নজর আছে। উনাদের আমলেই এই সমস্ত সংগঠন গজিয়ে উঠেছিল। আমরা এখন এগুলির মোকাবেলা করছি। আমি এখন দেখে আনন্দিত হচ্ছি যে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এটা সত্যি যে, বেআইনী কোন কাজ হলে সেটা মোকাবিলা করা উচিত। কাজেই আপনারাও সহযোগিতা করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, আনন্দমার্গীদের এই সংগঠন এটা আন্তর্জাতিক সংগঠন, একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এই সংগঠন ১৯৭৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল এবং সে স্থানে দুইজন পুলিশ মারা যান। ওঁম প্রকাশ জৈন ১৯৭৭ সালে লণ্ডনে এই কুটনৈতিককে এই আনন্দমার্গীরা গুলি করে হত্যা করেছিল ২/১/৭৫ইং তারিখে রেলওয়ে মিনিস্টার এল, এন, মিশ্রকে তারাই হত্যা করেছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যে বক্তব্য রাখছেন এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পাঞ্জাবে দেখেছেন বি. এস. এফের হাতে দুইজন আনন্দমার্গী ধরা পড়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্পীকার, উনি যে সমস্ত বক্তব্য এখানে রাখছেন এগুলি অপ্রাসংগিক এগুলি হাইসের প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জড্ করা হইক।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— উনি কি সাম্রাজ্যবাদের দালাল?

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এ ব্যাপারে রুলিং চাচ্ছি। অ্যাক্সপান্সড করা হবে কিনা?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এখানে যা খুশী তাই বলবেন? এটা হতে পারে না।

*** শ্রীঅনিল সরকার :—

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, হাউসকে কণ্ট্রোল করুন।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, সীট ডাউন। আপনারা সবাই শান্ত হয়ে বসুন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, একজন সদস্য, যিনি প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি এ ভাবে লাথি দেবেন, দাঁত ভেঙ্গে দেবেন, গুণ্ডা ইত্যাদি স্ল্যাং ল্যাংগুয়েজ ইউজ করতে পারেন। কাজেই এই সব কথাগুলি অ্যাক্সপান্সড করা হউক।

*** (Expunged as ordered by the chair)

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— স্যার, থামান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমি এখনও বলব সংযত হউন। সে দিন চলে গেছে। মানুষ খুন করানোর দিন চলে গেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, হাউস চালাতে দিন। আমাদের সবারই বলার অধিকার আছে। আপনারা শান্ত হয়ে সে অধিকার প্রয়োগ করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী ঃ— একজন প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছেন, লাথি দেবেন তাত হতে পারেনা। এ সব কথা অ্যাকসপান্সড করা হউক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— স্যার, অনিলবাবু একজন মন্ত্রীও ছিলেন, এবং একজন শিক্ষকও ছিলেন—

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— তাতে কি হয়েছে ?)

উনি একজন বিধায়ক লাথি দেবেন, দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন, এ ধরনের কথা কি বলতে পারেন ? হাউসকে এতে অবমাননা করা হচ্ছে। এইভাবেই কি হাউস চলবে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মানিত বিধায়ক কি এই কথা বলতে পারেন ? এ ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— আপনি হাউসের লিডার। হাউসকে আপনি কণ্ট্রোল করুন ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এইভাবে উনি আক্রমন করতে পারেন না। উনি একজন শিক্ষক। একজন নবীন সদস্যকে উনি এইভাবে আক্রমন করতে পারেন না উনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। উনি হাউসের ডেকোরাম নষ্ট করেছেন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি— গতকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উদ্দেশ্য করে 'তুমি', 'তুই' বলেছেন। এটা কি উনি বলতে পারেন বিধানসভায় ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— স্যার, উনাদের সংস্কৃতিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন স্যার, নিজেদের আত্মসম্মান জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— উনি যদি আমাকে বাইরে বলতেন আমি কিছু মনে করতাম না। উনি হাউসের ভিতর বলেছেন। একজন বয়স্ক হিসাবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি যদি আমাকে বাইরে বলতেন আমি কিছু মনে করতাম না।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সাইলেণ্ট ঃ

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— স্যার, উনি এইভাবে একজন সদস্যকে এইভাবে আক্রমন করতে পারেন না।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন, আই এ্যাম গিভিং মাই রুলিং। সো ইউ প্লীজ সাইলেণ্ট।

অনারেবল যেটা বলেছেন, যদি আনপার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড বলে থাকেন, আমি প্রথমে সব এ্যাকসপাঞ্জড করে দিলাম, এভ্রিথিং ইজ এ্যাকস্‌পাঞ্জড। দ্যান আই এ্যম কামিং টু দ্য নেকষ্ট কোয়েশ্চান— ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। আপনারা রেসপনসিব্যল পাবলিক রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিয়ার। এখানে যদি আপনারা আনপার্লামেণ্টারী প্রেকটিস করেন, প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আমার এগুলি দেখার এক্তিয়ার আছে। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব যে এই ধরনের শব্দ যাতে প্রয়োগ না করেন। আনপার্লামেণ্টারী সিচ্যুয়েশান যিনি এরাইজ করবেন, আমি তাঁকে হাউস থেকে বের করে দেব।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, একজন সদস্য মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে 'তুমি' বলতে পারেন কিভাবে হাউসের ভিতর।

Mr. Speaker :— Smooth running of the House if any-body crea's disterbance or usees any unparliamentary talks, then, to run the House pencefully I shall have to do something or shall have to take any step.

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, একজন সদস্য লাথি দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবেন কিভাবে বলতে পারেন এখানে ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— স্যার, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হাউসে এইভাবে বলতে পারেন না স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী স্যার, উনারা আপনার রুলিং মানলেননা স্যার।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— উনাকে জিজ্ঞেস করুন স্যার, উনি এই কথা বলেছেন কিনা?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা আপীল হাউসের মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের যেমন দায়িত্ব আছে। এ্যাজ এ স্পীকার আপনারাও কিন্তু তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে সব সময়।

(শ্রীগোপাল দাস—আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছে স্যার)

আমি জ্ঞানের কথা বলছি না, সদস্যদের দায়িত্বের কথা বলছি। কারণ আপনারা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। স্যার, আপনি যে রুলিং দিয়েছেন আমার আপীল হলো ত্রিপুরার মানুষ এই সভার মর্যাদা রক্ষা করার ব্যাপারে আপনার ভূমিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি নিজেও শুনেছেন, যাঁরা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন কিংবা অপোজিশান বেঞ্চে আছেন তাঁরাও শুনেছেন। এই ধরনের "লাথি মারা, অসভ্য" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর জন্য উনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, এর জন্য উনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। এটা গুণ্ডামীর জায়গা নয়।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, উনি "লাথি দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবেন" কিভাবে বিধানসভার ভিতরে এই কথা বলতে পারলেন?

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ—উনাদের ক্ষমতা চাইতে হবে কারণ, এই ধরণের কথা তিনি হাউসে বলেছেন। উনি অস্বীকার করুন যে বলেন নি)।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ আপনারা বসুন। আমাকে কি হাউস চালাতে দেবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা তো বসেই আছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মেম্বারদের রিকোয়েষ্ট করছি, আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। হাউস চালানো আমার একার দায়িত্ব নয়।

শ্রীসমর চোধুরী :— স্যার, আপনি রুলিং দেবার পর আমরা আর কথা বলি নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি রুলিং দিয়েছি এবং আশা করছি আমার রুলিং মানবেন।

For the first time if any body tell like this or talk like this is expunged for first time.

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ— কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে)।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি অত্যন্ত সন্তোষ্ট হয়েছি যে মাননীয় স্পীকার ক্ষমা করেছেন এ জন্য বলার আর কিছু নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, প্লীজ, আর প্রশ্ন করবেন না। সাইলেন্স প্লীজ। আমি বলছি যে It has been expunged otherwise I can take the step.

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান বেঞ্চ— কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে সেটা বলতে হবে এবং এই রকম ভাবে হাউসে থাকা যায় না। তার প্রতিবাদের আমরা ওয়াক করছি।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ১২'০০টায় ওয়াক আউট করলেন)।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ অভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B"

ASSENT TO BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলগুলিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতির তারিখ উল্লেখ করছি।

SL. No.	Name of Bills	Date of Assent
1.	"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Asssembly (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 12 of 1989)"	19-10-89 GOVERNOR

2.	"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bills, 1990 (Tripura Bill No. 6 of 1990)."	27-3-90 GOVERNOR
3.	"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 8 of 1990)."	30-3-90 GOVERNOR
4.	"The Tripura Appropriation Bill, 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990)."	7-4-90 GOVERNOR
5.	The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Serventh Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 12 of 1990).	11-9-90 GOVERNOR
6.	"The Tripura Educational Institutions (Prevention of Ragging) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 13 of 1990)."	10-9-90 GOVERNOR
7.	"The Tripura University (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 14 of 1990)."	10-9-90 GOVERNOR

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন আমি উনার নাম বলিতেছি। সদস্যের নাম শ্রীবাদল চৌধুরী। অনুপস্থিত। অতএব এইটা ফল্‌স থ্রো।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আর একটি নোটিশ নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন আমি সেই সদস্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) **:—** আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হল :— "গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১ইং "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত (১ম পৃষ্ঠায়) উত্তর জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পঞ্চাশ হাজার সেগুন গাছ বিনষ্ট : বন কর্তারা দর্শক"— শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি এই বিষয়ে ১২/১/৯১ইংতে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন আমি সেই সদস্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার। অনুপস্থিত। সুতরাং ফল্‌স থ্রো।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে ৩টি (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৮-১-৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি

নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হল :— "গত ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯১ইং রাত্রে সি. পি. আই. (এম) কৈলাশহর বিভাগীয় অফিস আক্রমন, গাড়ী ভাঙ্গচুর ও অফিস ভাঙ্গচুর ইত্যাদির ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, "গত ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯১ইং সি. পি. আই. (এম) কৈলাশহর বিভাগীয় অফিস আক্রমন, গাড়ী ভাঙ্গচুর ও অফিস ভাঙ্গচুর ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১৪-১-৯১ইং তারিখ সকাল অনুমান ৮-৩৫ মিঃ এর সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাশহরস্থিত সি. পি. আই. (এম) পার্টি অফিসের শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্ত্তী কৈলাশহর থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ১৩-১-৯১ইং তারিখ রাত অনুমান ১১-৩০ মিঃ এর সময় কৈলাশহর শহরের শ্রীবিশ্বজিৎ দাস ও আরও অন্যান্য অনুমান সাতজন লোক কৈলাশহরস্থিত সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিসের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে অফিসের জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাহা ছাড়া এই দলটি পার্টি অফিসের সামনে থাকা ডব্লিউ. আর. এম. ৮৪১২ নং জীপ গাড়ীটিরও ক্ষতিসাধন করে তাহাতে মোট ১০,০০০ টাকার মত ক্ষতি হয়।

এই ঘটনাটি কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮ (১) ৯১ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গত ১৭ ১.৯১ইং তারিখ কৈলাশহরতস্থিত মাননীয় চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট আত্ম সমর্পন করে এবং সেখান থেকে ঐ দিনই তাহারা জামিনে মুক্তি পায়।

তদন্তে প্রকাশ যে, শ্রীতাপস চৌধুরী নামক এক ব্যক্তিকে কিছু সংখ্যক লোক মারধর করে এবং পরে আসামীরা সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসে আশ্রয় নেয় উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জানতে পারে। ইহার ফলস্বরূপই তাহারা সি. পি. আই (এম) পার্টি অফিসে প্রবেশ করে। কিন্তু শ্রীতাপস চৌধুরীর উপর হামলাকারী ব্যক্তিদের না পেয়ে অফিসের জিনিষপত্র ভাঙ্গচুর করে। শ্রীতাপস চৌধুরীকে মারধর করার ব্যাপারে কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩২৪, ৩৭৯, ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৭ (১) ৯১ নথিভূক্ত করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) ঃ— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কৈলাশহর সি, পি. আই. (এম) পার্টি অফিস থেকে থানা

কত দূর এবং রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিটের সময় ঘটনাটা ঘটার পরের দিন বেলা সাড়ে এগারটায় পুলিস আসে এবং তাপস চৌধুরী কংগ্রেসের (ই) লোক, এইটা তাদের ইন্টারন্যাল ক্ল্যাস এবং এই যে ছেলেগুলি পার্টি অফিস ভাংচুর করেছে, গাড়ী ভেঙ্গেছে ওরা সবাই কংগ্রেস (আই) এর কর্মী এবং এরা কাছাকাছি থেকে প্রকাশ্যে সব সময় ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু পুলিস তাদের কে এরেষ্ট করছে না। আমার প্রথম প্রশ্ন সি. পি, আই. (এম) ভারতের একটা স্বীকৃত অন্যতম বৃহৎ দল, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে এখানে আমাদের কোন কাজ করার কোন অধিকার আছে কিনা। আমি এই কথাটা এই জন্য বলছি যে, ইতিপূর্বে এই সাবডিভিশনে ছামনু অফিস এটাক হয়েছে, মনু, গকুলনগর, করাতিছড়া ও সোনাইমরি এই চারটা জায়গায় পার্টি অফিস সম্পূর্ণভাবে ভাংচুর করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফটিকরায় পার্টি অফিস আক্রমন করা হয়েছে। তারপরেও ডিষ্ট্রিকট হেড কোয়াটারে যখন এই অফিস আক্রমন হয় কোন জায়গায় একটা আসামীকে ধরা হয়নি। এই যে অবস্থাটা এইটা চলবে কিনা এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার পুলিস দপ্তরকে কি নির্দেশ দিয়েছেন এবং এইটা কি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন কোন মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় যে কথাটা বলেছিলেন যে সি, পি, এমকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, এইভাবে কি তারই কার্য্যকরী করা হচ্ছে ? এ ছাড়াও একই সাবডিভিশানে অনেকগুলি গণসংগঠনের অফিস আক্রান্ত হয়েছে, ধূলিসাৎ হয়েছে। তারপর ডবলিও আর এম যে গাড়ীটা সেটাকে পাঁচবার ভাংচুর করা হয়েছে, এইটা কেন হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্যরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, পুলিশ কোন কেস নেয় না। কিন্তু এই কৈলাশহরে এই ঘটনাটি পুলিশ ৪০০, ১৪৮, ১৪৯ ধারায় নথিভুক্ত করে কেস নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসামীদের ধরার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু ধরতে পারছেনা কারণ আসামীদের উনারাই সেখানে শেলটার দিচ্ছেন। এইভাবে যদি পালিটিক্যালী শেলটার দেওয়া হয় তাহলে পুলিশের পক্ষে তাদের ধরা অসুবিধা জনক হয়ে পড়ে তবে পুলিশ খোঁজাখুঁজি করায় এবং চাপ সৃষ্টি করায় আসামীরা কোর্টে আত্মসমর্পণ করে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্যার, উনাদের শাসনকালে বিরোধী

রাজনৈতিক দলগুলির কোন অধিকার ছিল না। আমি এখানে বলতে চাই যে, গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, ভারতের সংবিধানকে যদি মানেন তবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে— অধিকার রয়েছে তাদের দলের অফিস করার এবং কোথাও যদি এই অধিকার ভঙ্গ হয় বা কোন রাজনৈতিক দলের অফিস আক্রান্ত হয় তাহলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন তা আমার কাছে নেই। তারা এইভাবে এমন সব তথ্য এই হাউসে দেন যা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কৈলাশহরে একটা চা বাগান আছে যে চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত সি, পি, এম এর প্রাক্তন বিধায়ক তপন চক্রবর্তীর বাবা শক্তি প্রসন্ন চক্রবর্তী এই বাগানের চা বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সি, পি, এম, দলের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। এবং মিঠু চক্রবর্তী, তাপস চৌধুরী তারা সবাই এই সি, পি, এম, এর সক্রিয় সদস্য। এইটা পুলিশ জানত এবং তার জন্যই এখানে মাননীয় সদস্য যে বলছেন ঘটনাটি ঘটেছে আগের দিন রাত্র ১১টার সময়। আর পুলিশ এসেছে পরের দিন ১১টার সময়— তার কারনই হচ্ছে পুলিশ তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা জানতো। কাজেই এইটা সি, পি, এম, এর নিজেদের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জের হিসাবেই তাদেরই লোকেরা এই ঘটনা করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তাপস চৌধুরীর কোন রাজনৈতিক পরিচয় আমার কাছে নেই। তবে এইটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর):— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফেকেসান, স্যার, এই তাপস চৌধুরী, প্রবীর চৌধুরীর ছেলে। এবং প্রবীর চৌধুরী কংগ্রেসের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং এরা একই দলের— নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছেন। কাজেই, এই সি, পি, এম, দলের কাছে শেলটার নেবার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এইটা রিপিটিশন এই সমস্ত অফিসগুলি ওরা আক্রমন করতে, ভাংচুর করছে। এবং স্যার, এইখানে এমন একটি সরকার চলছে যে সরকার এর আমলে ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস্ এনজয় করার কোন অধিকার এই বিরোধী দলের নেই সেইজন্য আজকে ওদের লোকেরা আমাদের অফিসগুলি

আক্রমন করে ভাংচুর করছে—দখল করছে। কিন্তু এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় না। শুধু তাই নয় এই বিভিন্ন রেপ কেসের ঘটনায়, বা অফিস বাড়ী ইত্যাদির আক্রমনের ঘটনায় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে—তারা আসামীদের ধরছে না। বিরোধী দলগুলি কি তাদের ডেমোক্রেটিক রাইটস্ এনজয় করতে পারবেন? এইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা এবং এই অফিস বাড়ীগুলির উপর আক্রমন, ভাংচুর দখলের ঘটনা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত যারা আসামী তারা জুডিসিয়েল মেজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মেজিষ্ট্রেট তাদের জামিনে মুক্তি দিয়েছেন।

কাজেই স্যার, এই ঘটনার তদন্ত চলছে এবং তদন্তের রিপোর্ট অনুসারে চার্জসীট দেওয়া হবে এবং তখন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর স্যার, এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার নেই—এই সব বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ নাই।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই হাউসে আছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। উনার নামে ছামনুতে একটি জমি আছে। সেখানে আমরা একটি পার্টি অফিস করেছিলাম কিন্তু সেখানেও পুলিশের উপস্থিতিতেই সেই পার্টি অফিসটি আক্রান্ত হল। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। থানায় কেস এন্ট্রি করা হয়েছে অথচ আসামীদের ধরা হয় না। এই তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আগে এই জাতীয় কিছু ঘটনা হত। যখনই এই সমস্ত বা অপরাধমূলক কোন অভিযোগ পুলিশের কাছে আসে, তখনই পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখে এবং পুলিশ এই ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করছে।

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটা কাউন্টার এটাক কেইস্। এবং মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আসা-

মীদের ধরা হচ্ছেনা, তাহলে কিভাবে চলবে ?

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে, ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন উদয়পুরে বামফ্রণ্টের গণমুক্তি পরিষদের ৫০০ কর্মী রাম-দা নিয়ে আমাদের পার্টি অফিস আক্রমন করেছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে দেখা গেল যে পুলিশ এই ব্যাপারে অভিযোগ নিচ্ছে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগে এটা হলেও বর্তমানে সেটা হচ্ছেনা। বর্তমানে সবাই পার্টি করতে পারেন, মিছিল করতে পারেন, মিটিং করতে পারেন সবই পারেন। কিন্তু আগে সেটা ছিলনা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শান্তি বজায় রাখার জন্য মার-পিট—অফিস দখল এগুলি বন্ধ করা হবে কিনা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের আর কোন ঘটনা না ঘটে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেও এই ধরনের কথাই বলেছিলাম যে যারা দুস্কৃতকারী তাদের বিরুদ্ধে পুলিশি তৎপরতা চলবে। ভবিষ্যতে যারা করবে তাদেরকেই ধরা হবে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৮.১.৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হল :— গত ৩রা নভেম্বর, ১৯৯০ইং তেলিয়ামুড়া থানাধীন সর্দারকরকরী গ্রামের যুদ্ধমনি দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, মানিক কলই, ননীগোপাল দেববর্মা ও রমেন্দ্র সরকারকে তেলিয়ামুড়া থানায় তিন দিন দুই রাত্র আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ৩-১১-৯০ ইং তারিখ তেলিয়ামুড়া থানাধীন সদ্‌কেরকরী গ্রামের সর্ব্বশ্রী যুদ্ধমনি দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, মানিক কলই, ননীগোপাল দেববর্মা ও রমেন্দ্র সরকারকে তেলিয়ামুড়া থানায় তিনদিন দুই রাত লকআপে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালানোর ঘটনাটি সত্য নহে। তবে গত ৮-৭-৯০ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৯-৩০ মিঃ এর সময় তেলিয়ামুড়া থানাধীন সদ্‌কেরকরী গ্রামের সর্ব্বশ্রী যুদ্ধমনি দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, রমেন্দ্র সরকার, সত্যমানিক কলই ও ননীগোপাল দেববর্মা এবং আরো ৫০, ৬০ জন দা, লাঠি, বন্দুক সহকারে সদ্‌কেরকরীতে কংগ্রেস (আই) ও টি-ইউ-জে-এস কর্মীদের উপর আক্রমন করে। ফলে কংগ্রেস (আই)-এর শান্তি সাহা, বাদল দেব, ক্ষিতীশ সাহা ও হারাধন দাস নিহত হন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(এ) (১) ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(৭)৯০ নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করা হয়।

উপরোক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে গত ৪-১১-৯০ ইং তারিখ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে ঐ দিনই মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। মাননীয় আদালত থেকে আসামীগণকে ঐ দিন পুলিশ রিমাণ্ডে রাখার আদেশ দেয়া হয়। কাজেই তাদের উপর থানায় শারীরিক নির্য্যাতন করার ঘটনা সত্য নহে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত ২রা নভেম্বর রাত্রি অনুমান ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সদ্‌কেরকরী গ্রামের সেই যুদ্ধমনি দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, মানিক কলই, ননীগোপাল দেববর্মা এবং রাজেন্দ্র সরকার তাদেরকে ধরে সদ্‌কেরকরী টি.এস.আর ক্যাম্প নিয়ে যায়। সেখানে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। তারপরে তাদেরকে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসেন এবং সেই থানায় এনে থানার ও,সি শ্যামল ভট্টাচার্য্য, এ.এস.আই. ভুপেশ দেবনাথ, এস.আই. সুব্রত চক্রবর্তী, যুদ্ধ দেববর্মা এবং ননীগোপাল দেববর্মা ওদেরকে অমানুষিক ভাবে নির্য্যাতন করে স্যার, যুদ্ধমনি দেববর্মাকে মৃত বলে ফেলে রাখা হয়। তারপরে তাদেরকে খোয়াই কোর্টে চালান দেওয়া হয়। তারপরে তাদেরকে রিমাণ্ডে নিয়ে তাদের উপর উক্ত থানার অফিসাররা তাদের উপর নির্মম ভাবে অত্যাচার চালায়। যুদ্ধ দেববর্মাকে যে ও,সি. শ্যামল বাবু বলেছেন যে, "তুই আর বেশী দিন বাঁচবি না, ছয় মাস তোর আয়ু।" স্যার, এমনভাবে পিটিয়েছে তাকে জি. বি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে হয়েছে। এখনো সে অচল। এবং শ্রীরাজেন্দ্র দেববর্মা ৭০ বছরের বৃদ্ধ বয়স। তার এই সব তথ্য, মাননীয় মন্ত্রী উর্দ্ধতন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইগুলি সত্য নহে। এখানে যা তথ্য আছে পুলিশ বিভাগের আইন মাফিক আদালতে তার অনুমোদন নেই। সুতরাং এটা আদালতের ব্যাপার। এর বেশী কিছু বলা যাবে না।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :— ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য আমি বলছি আপনাকে। যখন ডিনাই হয়, ডিনাই এর আর কোন ক্ল্যারিফিকেশন ....।

মিঃ স্পীকার :— আপনি যতবার বলবেন উনি ডিনাই করবেন। সুতরাং ডিনাই-এর নুক্ল্যারিফিকেশন। উনি ত টোটাল ম্যাটারটায় অসত্য বলবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ):— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি না, যে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বৈশাখের দুই তারিখ। তারপরই তাদের কোর্টে পাঠানো হল। সেটা সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। ২৪ ঘন্টার বেশী কাউকে থানায় পুলিশ লকাপের ভিতর রাখতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— মিনিস্টার অস্বীকার করেছেন—নাউ হুয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বি হ্যাভ ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— না না স্যার, আমাদের বলতে হবে। না না তিনি কোন কথা সত্য বলেন ? সেটা ত আমরা হাউসেই বুঝতে পেরেছি। এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন যিনি একশটা কথার মধ্যে নিরানব্বইটা কথা মিথ্যা বলেন। স্যার, তার প্রথমতঃ হচ্ছে তাদের কেন ২৪ ঘণ্টার বেশী পুলিশ লকাপে রাখা হল ? দ্বিতীয়ত স্যার, ক্ল্যারিফিকেশন সেটা হচ্ছে তাদেরকে যখন কোর্টে হাজির করানো পুলিশ বিভাগ থেকে নিয়ে, তখন আমাদের বিধায়ক কিংবা প্রতিনিধি কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করে। ননীগোপাল দেববর্মা একটা চাবুকের বাড়িতে আক্রান্ত, স্যার, তার আঙ্গুলের মধ্যে সিগারেট পুলিশ কেবট চাপিয়ে দেওয়া হয়। যাকে আঙ্গুলের এদিক সেদিক এখনো পরিষ্কার সেটা দেখা যায়। বুদ্ধমনি দেববর্মা বা তাদের চারজন/পাঁচজন, স্যার অত্যাচারটা কি ধরণের—এটা আমরা চিন্তা করতে পারি না। স্যার, বাঁশ দিয়ে—এখানে বেধে দেওয়া হল বাশের লাঠি এবং তার উপর তাদের শুয়ানো হল। তারপর তাদের উপর আবার বাঁশ রাখা হল। তারপর এই তিনজন পুলিশ অফিসার তাদের উপর আক্রমন চালালো। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

আমার তৃতীয় ক্ল্যারিফিকেশন হচ্ছে। সেটা খুব সেন্সিটিভ ইস্যু—আপনারা দেখেছেন স্যার, এই সভার মধ্যে এটা আলোচনা হয়েছিল, তেলিয়ামুড়া বাজারটাই উপজাতিদের মালিক ছিল। আজকে তারা সবাই সেই এলাকা ছেড়ে যেতে হয়েছে এবং আশেপাশে এটা সবচাইতে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল।

একজন উপজাতি ও এখন বাজারে আসতে সাহস করে না। পরিকল্পিত ভাবে এই

উপজাতিদের উপর ক্রেন হাক্তে অত্যাচার করা হয়েছে। এটাই ত সম্প্রীতির পক্ষে মুখ্য-মন্ত্রী যে লাইন নিচ্ছেন, সেটা অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন। এটা ত উপজাতিদের ক্ষতি করবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

স্পীকার :— অনারেবল চিফ মিনিষ্টার, প্লিজ রিপ্লাই দিস কোয়েশ্চান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি ত বললাম, এই তথ্য সত্য নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ? যে—শান্তি বাদল এবং ক্ষীতিশ এবং হারাণ দাস এই চারজনকে যে হত্যা করা হচ্ছে—যে দিন হত্যা করা হয় তার আগের দিন মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার ঐ গ্রামে গিয়ে মিটিং করেছিল ? এবং সেখানে কংগ্রেস (ই) এবং টি.ইউ.জে.এস. কর্মীদের হত্যা করতে হবে সেই ভাবে মিটিং করে সেখানে নিজে থেকে ঘটনা ঘটিয়েছে ? এবং এই জীতেন্দ্র সরকার উনিও কয়েকটি মার্ডার কেসে জড়িয়ে আছে। সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— উত্তর স্যার, উনি মার্ডার কেশের সঙ্গে জড়িত আছে কি না সেটি দেখে বলা যাবে। তবে ঘটনা অত্যন্ত সাংঘাতিক এ.ডি সি ইলেক-শনের সময় সেখানে ভোট কেন্দ্র ছিল। সেই ভোট-কেন্দ্রে কাজ করার জন্য শ্রীশান্তি সাহা, বাদল দেব, ক্ষিতীশ সাহা, হারান দাস এবং আরো অনেক কংগ্রেস (ই) ও টি.ইউ.জে. এস. কর্মী ছিল এবং সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টীর তরফ থেকে সেই সেখানে, ভোট কেন্দ্রটা ছিল বন্দুক এবং বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে সেই ভোটের যে কেন্দ্রটি দখল করে নেয় এবং যে সমস্ত কংগ্রেস (ই) ও টি.ইউ. জে এস. কর্মীরা ছিল তাদের উপর সেই বন্দুক দিয়ে আক্রমন করে। যার ফলে অনেক হতাহত হয়। হতদের সংখ্যা এখনু আমার কাছে নেই।

সেখানে শান্তি সাহা, বাদল দেব, ক্ষিতীশ সাহা, হারাণ দাস নামে যে ৪ জন আহত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং তাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। স্যার, এই হাউসে তাদের কীর্তি কলাপ সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক তথ্য দিয়েছি যে এ, ডি, সির জন্য আমরা যে টাকা দিয়েছি এ, ডি, সি অঞ্চলের উপজাতিদের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য সেই টাকা তারা তাদেরকে দেয়নি। অন্য দিকে ঐ টাকা দিয়ে তারা বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্র কিনেছে, এমন কি বাংলাদেশ থেকেও ঐ টাকা দিয়ে তারা অস্ত্র আমদানি করেছে। যাতে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি এ, ডি, সির নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রগুলি দখল করা যায়। শুধু তাই নয়, তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বোম বানানোর জন্য লোক নিয়ে এসেছে এবং সেই লোকগুলি বোমা বানানোর সময়ে বোম ফেটে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে। এই সমস্ত খবরই

ত্রিপুরা রাজ্যের লোক জানে অথচ সেই মৃতদেহগুলি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই তাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ দমন করার জন্য যখন পুলিশ তাদের ধরতে যাচ্ছে বা ধরে এনে কোর্টে চালান করতে যাচ্ছে, তখনই তারা এই সব বাহানা ধরে পুলিশকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। যাতে করে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার না করতে পারে। এভাবেই তারা আজকে পুলিশকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে যাতে করে এই রাজ্যে আবার একটা খুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা যায়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যেসব অসত্য তথ্য দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার আছে। কাজেই আমাদের অন্ততঃ একবার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার :—এর মধ্যেই অনেকগুলি ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কাজেই আর নয়, এই হাউসের সময় সীমিত।

এখন, তৃতীয় উল্লেখ্য বিষয়ে গত ১-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে বর্নিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় আইন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন. .আমি ভারপ্রাপ্ত আইন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নে বর্নিত বিষয় বস্তুটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হল "গত ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং স্থানীয় "সন্ধান" পত্রিকায় প্রকাশিত—"আদালতে সমীর বর্মনের ৩ ঘন্টা সাক্ষ্য পূর্ত মন্ত্রীকে হত্যা ও দেহ পাচারের উস্কানী দেওয়ার অভিযোগে "দৈনিক সংবাদের" বিরুদ্ধে মামলা দায়ের—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্যি যে, মাননীয় আইন মন্ত্রী 'দৈনিক সংবাদ' নামক একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে পশ্চিম ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

যেহেতু মামলাটি বিচারাধীন, সেহেতু এর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু এখানে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, মামলাটি বিচারাধীন। আমি মানি বিচারাধীন। এখানে আমি জানতে পারি যে, তিনি কোর্টে গেছেন। ফৌজদারী সেকশন ধারা অনুসারে তিনি সি-আর কেস করতে পারেন। তিনি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উনার বিরুদ্ধে আমরা বার বার অভিযোগ এনেছি এই হাউসে। একজন মন্ত্রীকে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, টেলিফোনে মারার জন্য হুমকি দিয়েছে। মন্ত্রিসভার একজন প্রাক্তন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনার জীবনের নিরাপত্তা নেই। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পুলিশ নিরপেক্ষ। পুলিশের কাছে মন্ত্রী কেন সকলই যেতে পারে। পুলিশের কাছে প্রতিকার চাইতে পারে। এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। পুলিশ এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মন্ত্রীর নিরাপত্তা নেই। আমরা পাবলিক, আমার মা বাবারও নিরাপত্তা নেই। অনেক সংবাদই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোর্টে যেতে পারেন। কিন্তু পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ কারও পক্ষে বা কারও বিপক্ষে যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী এখানে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে—

on December 20, 1990 your complainant received anonymous phone calls threatening to kill him alleging therein that editorial comments read by the caller justified his killing which will materialise as soon as possible. তাকে হত্যা করা হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে আসিরাজির দলিল তৈরী করতে বাধ্য হওয়ার পর পূর্ত সচিব মানসিক যাতনায় কাতর হয়ে রাজ্যান্তরী হয়েছেন বলে খবর। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে উনি কিছু করেছেন কি না? সেটা সর্বদলীয় কমিটি করে তদন্ত করা হউক। একজন মন্ত্রীর জীবন বিপন্ন, প্রাণে বাঁচবে না। তা হলে ত্রিপুরার ২৫ লক্ষ মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। একজন মন্ত্রীর থানার উপর নির্ভর থাকবে না। তাদের উপর আক্রমন হবে এটা কি চলছে রাজ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জীবন সম্পত্তি, প্রাণ সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছে এই সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের, মন্ত্রীদের, এম.এল.এ.দের, প্রাক্তন মন্ত্রীদের যারা প্রাক্তন মন্ত্রী হেরে গেছেন তাদের সবারই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— স্যার, বিষয়টি খুবই সিরিয়াস।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা চাইলেইত দেওয়া যাবে না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, চোরেদের রাজার নির্দেশে হয়েছে, পূর্ত চুরির যাবতীয় তথ্য দপ্তরের মধ্যে আটকে রাখা। এই দুর্নীতির পক্ষে যারা থাকবে তাদেরকে প্রকাশ্য রাস্তায় উলঙ্গ করে হত্যা করলে কি খুব অন্যায়

হবে ? কাজেই, আমরা কি করে আশা করতে পারি, জীবনের নিরাপত্তা থাকবে ?

মিঃ স্পীকার :— নো, নো, এটা হতে পারে না। আপনারা কার কাছে ক্লিয়ারিফিকেশন চাচ্ছেন ? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কি ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— হ্যাঁ।)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলেছি, সমস্ত নাগরিকেরই নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন। আপনারা যে চক্রান্ত করছেন তা ফাঁস হয়ে গেছে। আমরা সমস্ত মন্ত্রী, এম.এল.এ., এমন কি তাদের সকলেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। কাজেই এ ব্যাপারে আমি আর একটি কথাও বলব না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আর একটিও দেওয়া যাবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিবাচন্দ্র রাংখল :— এটা কি বিধানসভা না বাজার ? হাউসকে কি এই ভাবে চলতে দেওয়া হবে ? উনাদের অভিযোগ, উনাদের বিক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু হাউসকে কি এই ভাবে চলতে দেওয়া হবে, না চলবে ?

(গণ্ডগোল)

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপীশঙ্কর রিয়াং মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৪.২.৯১ ইং দৈনিক সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ—এর অভিযোগ-শিরোনামার প্রকাশিত সংবাদের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— আমি এই ব্যাপারে আগামী ১২.২.৯১ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টার, এ সম্পর্কে আগামী ১২.২.৯১ ইং বিবৃতি দেবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা এর চাইতে বড় এ্যাস্যুরেন্স আর কি পেতে পারেন ? মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে এখানে বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের, প্রত্যেকটি বিধায়কের নিরাপত্তা অতি সুরক্ষিত। কাজেই এর পর তো আর কোন কোয়েশ্চান থাকতে পারে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, খুনের তো উনিই নায়ক ? এত বড় কথা 'দৈনিক-সংবাদের' সম্পাদক লিখতে সাহস পায় কি করে ? তাও আবার মন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

স্যার, একজন মন্ত্রী সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা এ রকম স্টেটমেণ্ট দিতে পারে, এটা তদন্ত করার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠণ করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এর উপর আপনার রেফারেন্স এনেছেন, আমি এডমিটও করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্টেটমেণ্টও দিয়েছেন। এরপর আর কিছু বলার থাকেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজে বলেছেন উনার জীবন বিপন্ন, এর জন্য উনি আদালতের সাহায্যও চেয়েছেন। এটা তদন্ত করার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠণ করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— লীডার অব দা হাউস যখন দায়িত্ব নেন, তখন সর্ব্বদলীয় কমিটির আর দরকার পড়ে না। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—"গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং রাতে পূর্ব আগরতলার থানাধীন আনন্দনগর গ্রামে কনিকা ভৌমিক নামক জনৈকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করার চেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৩-১২-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১ ঘটিকায় সময় ২-৩ জন অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতকারী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পূর্ব আগরতলা থানাধীন আনন্দনগর নিবাসী শ্রীমতি রাধারাণী ভৌমিকের ছন ও বাঁশ দ্বারা তৈরী ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। দুস্কৃতকারিগণ ঘরে প্রবেশ করে ঘরের বাসিন্দাদের চোখে টর্চের আলো ফেলে যাতে তাদেরকে কেহই চিনিতে না পারে এবং ধারালো অস্ত্র দেখিয়া চিৎকার করিতে নিষেধ করে। তারপর দুস্কৃতকারীগণ বলপূর্ব্বক শ্রীমতি রাধারাণী ভৌমিকের ১২-১৩ বৎসরের মেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতি কনিকা ভৌমিকের উপর পাশবিক

অত্যাচার চালায়। ঘটনার পর দুষ্কৃতকারীগণ ফিরে যাওয়ার সময় শ্রীমতি রাধারাণী ভৌমিকের ঘর থেকে মালামাল ও নগদ ১০০০ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি শ্রীমতি রাধারাণী ভৌমিকের অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪/৩৭৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৪ (১২) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনার সংস্রবে জড়িত পূর্ব আগরতলা থানাধীন মলয়নগর নিবাসী ভজা ওরফে ব্রজেন্দ্র দাসকে গত ১৫ ১২-৯০ ইং তারিখ, মহিষখলা নিবাসী অমল বর্মন এবং নিখিল বর্মনকে গত ২৫-১২-৯০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

শ্রীমতি কনিকা ভৌমিককে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মোকর্দ্দমাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা যখন এই ঘটনার পর পশ্চিম ত্রিপুরার এস. পির, সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন তিনি আসামীদের এই ভজা বা ব্রজেন্দ্র দাস সে ছাড়া আরও তিন জনের নাম বলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলছি আর দুই জন আসামীর নাম অমর বর্মন এবং নিখিল বর্মন এবং তাদের সঙ্গে আরও থাকতে পারে। পুলিশ ঐ সমস্ত আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার যখন সম্পূর্ণ তথ্য তদন্ত করা শেষ হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কিনা যে, ভজা বা ব্রজেন্দ্র দাস যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই ব্যাপারে পুলিশের কাছে আরও সুনির্দিষ্ট তিনটি নাম বলা হয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ? যদি তাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে পুলিশদের নাকি চাকুরী যাবে। কারণ, ঐ সমস্ত আসামীরা চীফ্ মিনিষ্টারের লোক এবং উনার যে গুণ্ডা বাহিনী আছে, সেই গুণ্ডা বাহিনীর লোক। তাই পুলিশ সেখানে তাদের গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছেন না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ভজা কংগ্রেসের লোক নয়। ঐ অনিল বাবুদের লোক। যাদের নাম বলেছেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওরা তাদের লোক।

(গণ্ডগোল)

আমি অনুরোধ করব, আপনারা যদি সিনসিয়ার ভাবে শুনুন, তাহলে আমি বলছি। আপনারাও এই তদন্তের জন্য আমাদের সাহায্য করুন। আমি বলছি, সেখানে আরও যে সমস্ত আসামীদের কথা বললেন, তাদের নাম জানি না। সেখানে আমি উদ্যোগ নিয়ে তাদের

গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করছি। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, যদি আসামীদের গ্রেপ্তার চান, তাহলে ওদের বের করে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকার হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং সোনামুড়া বিভাগের মোহনভোগ নামক উপজাতি পল্লীতে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অগ্নি সংযোগ, লুটপাট ইত্যাদির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, "গত ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং সোনামুড়া বিভাগের মোহনভোগ নামক উপজাতি পল্লীতে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

স্যার, ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ২১-১-৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১টার সময় ৫০/৬০ জনের একটি দুষ্কৃতকারীদল সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর থানাধীন মোহনভোগ নামক গ্রামের শ্রী বিজয়কুমার দেববর্মার বাড়ী ও তৎসংলগ্ন অন্যান্যদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে।

এই ঘটনাটি শ্রী বিজয়কুমার দেববর্মার অভিযোগমূলে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০০/১৩৯ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ৮(১)৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, গত ১৮-১-৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১২টা থেকে ১০-৩০ মিঃ এর সময় সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর থানাধীন পূর্ব নলছড় নিবাসী শ্রীরবীন্দ্র মজুমদার, দয়াময় শর্মা ও মানিক হালদার মেলাঘর থানাধীন মোহনভোগ নিবাসী শ্রীবাঁশীকুমার দেববর্মার বাড়ীতে নিমন্ত্রন রক্ষা করিতে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে তাদের আর কোনপ্রকার খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। গত ২০-১-৯১ ইং তারিখ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাধাকিশোরপুর থানাধীন নীল বাটিতে নিখোঁজ মানিক হালদারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার পর নলছড় মেলাঘর অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনার ফল স্বরূপ অজ্ঞাত নামা ৫০/৬০ জনের একটি দুষ্কৃতকারী দলদ্বারা মোহনভোগের ৪৩টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। নিখোঁজ অপর দুই ব্যক্তি যথা রবীন্দ্র মজুমদার ও দয়াময় শর্মার মৃতদেহ গত ২৬-১-৯১ ইং তারিখ নীলবাটির জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনার বিষয়ে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ৫(১)৯১ নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

ASSEMBLY PROCEEDINGS (7th. February, 1991)

তদন্তকালে পুলিশ মোহনভোগ নিবাসী সর্বশ্রী বাঁশীকুমার দেববর্মা, চন্দ্র দেববর্মা রায় বাহাদুর দেববর্মা, রূপকুমার দেববর্মা, অজিত দেববর্মা, রামচন্দ্র দেববর্মা, শ্রীমতি চন্দ্রলক্ষী দেববর্মা, এবং শ্রীমতি সুরণ দেবী দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, বাড়ীঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ফলে মোহনভোগের কিছু পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মেলাঘর এবং শীলঘাটিতে আশ্রয় নেয়। যাহারা মেলাঘর থানায় আশ্রয়ের জন্য এসেছিল, তাদের জন্য সোনামুড়া বিভাগের এস,ডি,ওর তত্ত্বাবধানে মেলাঘর থানার ও,সি মোহনভোগ জে, বি, স্কুলে একটি রিলিফ ক্যাম্প খুলেন। যাহারা শীলঘাটিতে আশ্রয় নিতে গিয়েছিল তাদেরকে পুনরায় তাদের বাড়ী ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিতে তৎকালীন আর্থিক সাহায্য, মুক্ত রেশন এবং কম্বল বিতরণ করা হয়।

ঘটনার যাতে আর কোন পুণরাবৃত্তি না ঘটে এবং উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একটি অস্থায়ী পুলিশ পোষ্ট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এখন ১টা বেজে গেছে। আফটার রিসেস্ আপনি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান করবেন।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT—2·00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী,

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মোহনভোগের অগ্নি-সংযোগ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, মোট ৫৩টি পরিবারের বাড়ীঘর এই অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে ওদের ঘরে ধান, চাল, আসবাব পত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর তাদের হাঁস, মুরগী ইত্যাদি চুরি হয়ে গেছে এবং এই ৫৩টি ঘরের পাশে আরো যে ১৮টি বাড়ীঘর ছিল সেগুলি থেকে তাদের জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে, তারাও সম্পূর্ণ সর্বহারা হয়ে পড়েছে। কাজেই, এই

৫৩টি এবং আরো ১৮টি মোট ৭১টি পরিবারকে কত রিলিফ দেবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? স্যার, আমার কাছে লিষ্ট আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চাইলে সেটা দিতে পারি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ক্ষতিগ্রস্তদের তৎকালীন ৫০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে, ৫৩টি পরিবারের কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়। এইখানে ৪৬টি পরিবার রয়েছে। আর বংকুলে আরো ১০টি পরিবার রয়েছে, যেটা এখানে উল্লেখ নেই। স্যার, এখানে পুলিশ রিপোর্ট রয়েছে। মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন সে ধরণের কোন তথ্য এই পুলিশ রিপোর্টে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এইটা ডি, এম, এবং এ, ডি, এম, সেখানে গিয়েছিলেন। এবং আমি শুনেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও নাকি সেখানে গিয়েছিলেন। কাজেই, পুলিশ কি দিয়েছে তা জানি না। কিন্তু এই ৫৩টি পরিবার এবং আরো ১৮টি পরিবার মোট ৭১টি পরিবারকে, যাদের সমস্ত কিছু আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তাদের ঘরের ছানি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা নেই, এবং এখন তারা যে ক্যাম্পে আছেন সেখানে ৭০ থেকে ৮০ জন লোক কোন রকমে থাকতে পারে। কাজেই, তাদের ঘরের ছানি দিয়ে থাকার মত ব্যবস্থা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? তারপর স্যার, আমরা বিরোধী দলের কয়েকজন বিধায়ক এই ব্যাপারে চিফ্ সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি আমাদের এসুরেন্স দিয়েছিলেন যে, এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রত্যেকের ঘরের ছানি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। তাদের ঘরের ছানির জন্য একটাও ত্রিপাল বা পলিথিন নেই। কাজেই, তাদের ঘরের ছানি দেবার ব্যবস্থা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে-সব তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক নয়। যে সমস্ত ঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে তা পুনরায় তৈরী করে দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কাজও চলছে।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা-যে, এই যে, সোনামুড়ার মোহনভোগে ২১শে জানুয়ারী ঘটনাটা ঘটেছে এবং

মাননীয় সদস্য এইটা এখানে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কিনা যে, এই যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এইটা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছে। কারণ, এই ঘটনার আগে ১৮ তারিখে মাননীয় বিধায়ক সুকুমার বর্মন এবং আরো কয়েকজন সি, পি, এম,—এর নেতারা এই মোহনভোগের উপজাতিদের উষ্কানী দিয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য বলেন যে, তাদের সরকার থেকে একটা রিফিলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এবং এই ভাবে এই ৪৭ টি পরিবারের ট্রাইবেলদের উষ্কানী দিয়ে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর পরে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় যার ফলে এই ৪৪ টি বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এবং পরে আমি এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয় যখন সেখানে যান তখন তারা আমাদের সামনে কয়েকজন ট্রাইবেলদের হাজির করায় এবং বলে যে তাদের একটি সাহায্য দিতে হবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে এস, ডি, ও, তাদেরকে ৫০০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন এবং তাদের বাড়ীঘরে সিউরিটিও দিয়েছেন। স্যার, এইটা আমি পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত ভাবে বলব। কারণ এখানে আরেকটা কলিং এটেনশন, এই ব্যাপারে এসেছে তখন আমি বলব। কাজেই স্যার, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, উনি যেটা বলেছেন, এই ঘটনাটা কাদের নিয়ে হয়েছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— সেই ঘটনার পর সেখানে যখন এই অবস্থা হল যে কয়েকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং তারপর একটি ডেড বডি পাওয়া গেল তখন সেখানে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু স্যার, আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সবাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল।

মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা যে, ঘটনার পর আমি এলাকাটি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পারলাম যে, নন ট্রাইবেল তাপস দত্ত নামে এক ব্যক্তি যিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক এবং আগরতলায় থাকেন। সেই তাপস দত্ত নাকি সেখানে সবসময় যায়। সে আগরতলার প্যারা-

ভাইস চৌমুহনীতে থাকে। এখানে তার একটা দোকানও আছে। তাকে দোকানটা সি, পি, এম দিয়েছে। সে প্রায় সময়ই সেই জায়গাতে যায়।

তারপর স্যার; এই ব্যাপারে এখানে কয়েকটা নাম বলা হয়েছে। এটা সত্যি কথা যে; সেই উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে কংগ্রেস (আই) বা উপজাতি যুব সমিতির কোন সমর্থক নেই। একটি সম্পূর্ণ সি, পি, এম, সমর্থিত পাড়া।

এই পাড়াতে কোন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস সমর্থক নেই বললেই চলে। সেখানে এই মার্ডারটি হয়েছে। মার্ডারটি হওয়ার পর কি হলো? সেটা আমার রিপোর্ট সুকুমার বাবু (বিধায়ক) তিনি কিছু ট্রাইবেলকে নিয়ে মেলাঘরে চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে কিছু হয়নি। সেখানে কোন ঘটনা নেই, কোন বিপদের কারণ নেই। তবুও তিনি তাদের নিয়ে মেলাঘর থানাতে নিয়ে এলেন। থানাতে এসে বললেন যে, এদের আশ্রয় দিতে হবে। উনারা বললেন কেন আশ্রয় দিতে হবে, কি হয়েছে? সেখানে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ও ছিলেন। কাঁশীরামবাবু তিনি সুকুমারবাবুকে বুঝিয়ে বললেন যে, এখানে একটি ঘটনা ঘটেছে। আসুন আমরা এখানকার পরিস্থিতিটা নরম্যাল করি। সেটাকে তিনি কর্ণপাত করলেন না। তারপরে তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের আবার সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ঘরগুলি পোড়া হয়। এইটার লক্ষ্যটা কি ছিল? আজকের বুঝতে হবে যে, লক্ষ্যটা ছিল এখানে একটা দাঙ্গা হউক। কাদের মধ্যে? সেই ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের মধ্যে। কারণ, একটা ট্রাইবেল পাড়াতে যে পাড়াটা ডমিনেটেড বাই সি, পি, এম। সেখানে তিন জন কংগ্রেসের নলহুড় থেকে এসেছে। তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে এবং সেখানে তাদের মার্ডার করা হয়েছে। স্যার, এই মার্ডারের পরেই এই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতি এবং এই রকম একটা প্রতিক্রিয়া সেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল। স্যার, আমি শুনেছি যে মাননীয় বিরোধী দল নেতা গিয়েছিলেন? সমরবাবু ও অন্যান্য অনেকে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কি বললেন? সেই পরিস্থিতিটাকে আরো উস্কে দিলেন এবং পরের দিন এলাকা থেকে আমাকে বলল যে, পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। নৃপেনবাবু সেখানে কি বললেন? নৃপেনবাবুর বিরুদ্ধে অনেকে আমার কাছে বললেন, তিনি কি কি বলেছেন। কি ভাবে তিনি উস্কে দিয়েছিলেন? স্যার, আমি ওদের বলেছি ঠিক আছে কি কি বলেছে সেটা বড় কথা নয়। পরিস্থিতি নরম্যাল

হউক সেটাই এখন দরকার। সেখানকার কিছু কিছু ট্রাইবেল লিডার আমাকে বলেছেন যে স্যার, আজকে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে আজকে আমাদের এই দুর্ভোগ। স্যার, আমরা এটা চাই না। স্যার, আমি বলতে পারি এই কাজটা তারা করানোর ফলে আজকে কি হয়েছে, অত্যন্ত বেশীর ভাগ ট্রাইবেল আজকে তাদের সঙ্গে নেই। সুতরাং, আমি আবেদন করব, যে, উনাদের এটা রাস্তা নয়। একটা ভুল করে মানুষকে দলে আনা বা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার এটা রাস্তা নয়। মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষকে খুন করে দিয়ে, দাঙ্গা সৃষ্টি করে দিয়ে, এই ধরণের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেওয়া এটা উনারা ত্রিশ বছর করেছেন। হয়ত একটা সময় সেটার ফল পেয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছেন। ক্ষমতা থেকে তাদের ফল দেখেছে মানুষ। আজকে এটা আর হচ্ছে না, দাঙ্গা লাগানোর সম্ভবনা আর হচ্ছে না। আর সাহায্যের কথা বলেছেন, সরকারের যথাসাধ্য তাদের পুণর্বাসিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই অংশের কাজ চলছে। ৭৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা করা হবে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের আবেদন করব যে, এই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করে তাদের পুণর্বাসনের জন্য এবং শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য সর্ব অংশের মানুষকে সহযোগিতা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন এই মোহনভোগ অঞ্চলে তিন জন কংগ্রেস কর্মী নিখোঁজ হওয়ার পর এবং গ্রামের সাধারণ পাবলিক নিখোঁজ হওয়ার ফলে ট্রাইবেল এবং বাংগালী অঞ্চলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সেই অবস্থার মধ্যে এই ১৮ তারিখ বাড়ীগুলোতে আগুন লাগানো হয়েছিল, তখন সেখানকার কিছু কিছু নিরীহ লোক এবং পুলিশ সহকারে যখন আগুন নিবাতে গেল, তখন সেই জায়গায় সি, পি এম-এর নেতা নারায়ণ দেবনাথের নেতৃত্বে কিছু সি, পি, এম গুণ্ডা সেখানে বন্দুক সহকারে যারা আগুন নিবাতে গিয়েছিল তাদেরকে হামলা হুজ্জতি এবং তাদেরকে আগুন নিবাতে দেয়নি। তাদের সামনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই ঘটনাটি তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য পুলিশকে উক্ত তথ্যগুলি দিতে পারেন। তবে আমি

বলেছি এটা একটি পূর্ব্ব পরিকল্পিত একটা চক্রান্ত। এবং এই ধরণের চক্রান্তের মধ্যে এই ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক।

শ্রীসমর চৌধুরী:— ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, চিফ সেক্রেটারী নিজেই বলেছেন ১০০০ (এক হাজার) টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে এই ঘরগুলি মেরামত করার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। জহর রোজগার যোজনা প্রকল্প অথবা এন, আর, ই, পি, যে ভাবেই হোক তাদেরকে সেই ঘরগুলিকে আবার ঠিক করে দিয়ে যেন তারা ফিরে যেতে পারে। সেই ব্যবস্থা করা হবে। একটি কথাও বলবেন না। এন্টি-ট্রাইবেল ছাড়া এই ভাবে সমস্ত ভুল থেকে সরে যেতে পারে না। স্যার আমি বলব-২১শে জানুয়ারী তারিখে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, ২১শে জানুয়ারী তারিখে সকাল ৮ টায় নলছড় সুধীর রায়ের দোকানে বিল্লাল মিঞা, সুধীর রায়, লালমোহন দেবনাথ, পরিমল দেবনাথ, নদীয়া শিক্ষক প্রদীর পাল ওরফে খোকন পাল এবং সুনীল মজুমদার মিটিং করেন। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এই মোহনভোগ গ্রামে আক্রমণ শুরু করে। এবং সেই সকাল ৯টা/১০টা থেকে আরম্ভ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামটিকে ভস্মীভূত করে। স্যার, পরিমল দেবনাথ পিতা লালমোহন দেবনাথ, সুনীল মজুমদার, নিবারণ মজুমদার, নারায়ণ দে, পলটু দাস, রতন নমঃ, শঙ্কর নমঃ, অনিল মজুমদার, নিরঞ্জন নাথ, আশু দাস, খোকন বনিক, হারাধন দাস, দুলাল দাস, পূর্বনলছড় পুকুরিনিয়া থেকে। কিম্বা মোরার যতীন্দ্র বর্মণ, অবিনাশ বর্মণ, অনিল বর্মণ, সাধন দাস, আনন্দ শর্মা এই পাঁচ জন। স্যার, কামারাঙ্গা টিলার উমেশ ঘোষ, প্রাণতোষ দাস, অরুন দাস, বিমল সাহা শিরো মিঞা, স্বপন দেব, তপন দেব, রূপক দেব, উপেন্দ্র দেব, সমরেন্দ্র দেব, অমর কর, বিমল সাহা এবং বাবুল ভৌমিক। স্যার, অত্যন্ত দুঃখজনক থানা থেকে এখন পর্য্যন্ত একটা কেস পায়নি। সমগ্র গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলেছেন। .... (গণ্ডগোল) মোহনভোগ নামক উপজাতি গ্রামে পল্লীতে :—

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, উনার কলিং এটেনশনের উত্তর চেয়েছিলেন উনি পেয়েছেন। বলেছে সহায়তা দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে। তবু বলছেন, উত্তর পাচ্ছে না।

শ্রীসমীর চৌধুরী:— স্যার, আমি কলিং এটেনশনের উপরেই উত্তর চাই। উত্তর চাইছি!

শ্রী সমর চৌধুরী :—তাদের কি ব্যবস্থা হয়েছে যে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে পারছে না।

বই-পত্র পুড়ে শেষ। এই যে সমস্ত কাপড় নেই, জামা নেই এলাকা থেকে গ্রাম থেকে সোনামুড়া মেলাঘর আগরতলা থেকে পর্য্যন্ত ··· (গণ্ডগোল)।

শ্রী রসিকলাল রায় :—আপনারা পুড়াইলেন কেন ? আপনারা পুড়াইয়া দিলেন কেন ?

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, এখন পর্য্যন্ত একটি ঘরও মেরামত হয়নি। ২১ তারিখে ঘটনা আজকে ৭ তারিখ। এতদিনের মধ্যে একটি ট্রাইবেলদের জন্য কোন রকম ব্যবস্থা নেই। স্যার ট্রাইবেল গ্রামটিকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য। নন্ এটি ট্রাইবেল ছাড়া ট্রাইবেল বিরোধী ছাড়া একজন মুখ্যমন্ত্রীর এই রকম উত্তর হতে পারে না। এটা ট্রাইবেল বিরোধী। একজন ট্রাইবেল মন্ত্রীও এখানে কথা বলছে না। সর্বনাশ করে ফেলেছে এখানে। অথচ এখন পর্য্যন্ত কোন রকম ব্যবস্থা নেই। কিছু ব্যবস্থা হবে কিনা সেটা আমি জানতে চায়।

শ্রী অমল মল্লিক : —আজকে উনিরা যাদের কথা বলছেন, স্কুলের ছেলেদের বই নেই, থাকার ঘর নেই, পড়নের কাপড় নেই, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মারফতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখতে চাই, যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের কাছ থেকে পিউনী কর আদায় করে পিউনী কর ধার্য্য করে সেই টাকা জনসাধারণের স্বার্থে দেওয়া হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ, আমি বলছি এইভাবে হাউস চলে না, কলিং এটেনশনের জন্য হাফ এন্ আওয়ার, হাফ এন্ আওয়ার করে এক ঘটা ধার্য্য আছে। কলিং এটেনশন এবং রেফারেন্সের জন্য এক ঘন্টা ধার্য্য আছে, এরাইজিং ইন বিজনেস এডভাইজরী কমিটি। আমাদের এক ঘটা অনেক আগেই অতিক্রম হয়ে গেছে। ইভেন দেন কনসিডারিং দ্যা ইম্পর্টেন্স কোয়েশ্চান আই এডমিট দিস নাউ টু কন্টিনিউ কিন্তু এইভাবে কন্টিনিউ হলে আমার হাউসের কাজ চালানো সম্ভব হবে না।

ইন্টারাপশান

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমার কলিং এটেনশানের উত্তর চাইছি। ২১শে জানুয়ারী ঘটনা ঘটে গেল, এখন পর্যন্ত যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কোন সাহায্যই দেওয়া হয় নি। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বই পুড়ে গেছে, তাদের থাকার ঘর পর্যন্ত নেই। সেখানে অনেক উপজাতিও এই ঘটনার শিকার হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত তাদের কিছুই দেওয়া হল না।

ইণ্টারাপশান

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, উনি তো উনার কলিং এটেনশানের উত্তর পেয়ে গেছেন। তারপরেও উনি এভাবে সোরগোল করছেন কেন? আমরা তার কিছুই বুঝতে পারছি না।

ইণ্টারাপশান

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, সেখানে অনেক ট্রাইবেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে. তাদের বেলায় এই সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, আমরা কি সেটা জানতে পারব না? স্যার, এখানে ট্রাইবেল মন্ত্রীরাও রয়েছেন, তারাও সেই ট্রাইবেলদের স্বার্থটা দেখছেন না। কাজেই, আমি বলব, এই ট্রাইবেল মন্ত্রীরা ঐ ট্রাইবেলদের শত্রু।

ইণ্টারাপশান

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, উনি বলছেন স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বই-পত্র আগুনে পুড়ে গেছে, তাদের থাকার ঘর নেই। কিন্তু, আমি বলব সেখানে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য এই বিরোধীরাই দায়ী, তারাই এসব ঘটনা সেখানে ঘটিয়েছেন। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, এই ঘটনা যারা করেছে, তাদের উপর পিটুনী কর বসানো হউক এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সেই আদায়কৃত পিটুনী কর থেকে সাহায্য করা হোক।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্যগণ, এই কলিং এটেনশন এবং রেফারেন্স পিরিয়ডের জন্য আধা ঘণ্টা করে আমাদের এক ঘণ্টা সময় নির্ধারিত আছে। সেই এক ঘণ্টা অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবু আমি ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী ইতিমধ্যে অনেক সময় দিয়েছি। কিন্তু আপনারা নিজেরা যদি এই রকম করেন, তাহলে আমার কিছু করার নেই, হাউসের আরও অনেক কাজ আছে, সেগুলিও একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে। কাজেই, আমি আর বেশী সময় দিতে পারব না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদারঃ— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি উনার কলিং এটেনশানের উত্তর পরিস্কার ভাবে দিয়ে দিয়েছি এবং আমি বলেছি যে, সেখানে যারা এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের প্রাথমিক সাহায্য এবং পুনর্বাসন দেওয়ার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর, উনি অভিযোগ করেছেন যে ঘটনার দিন মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা এবং অন্যান্য অনেক সেখানে গেছেন। আমি বলব তারা যদি কেউ সেদিন সেখানে গিয়ে থাকেন তাহলে তারা গিয়েছিলেন, যে দাঙ্গা চলছিল, সেটা যাতে আর বেশী ছড়িয়ে না পড়তে পারে বা সেটা বন্ধ করতে তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি যে, আপনারা যা করতে চাইছেন, তা করা থেকে বিরত হন, আর তা না হলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না।

মিঃ স্পীকার :—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—"গত ২৯শে আগষ্ট, ১৯৯০ ইং বিলোনীয়া মহকুমার বাইখোড়া থানা এলাকাধীন দেবদারু গ্রামে সি, পি, আই (এম) নেতা কমঃ রাজেশ কর সিনহা এবং তার স্ত্রী সুমিত্রা সিনহা দুষ্কৃতকারীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৯/৩০শে আগষ্ট, ১৯৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১টার সময় চার জনের দুষ্কৃতকারী দল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরা থানাধীন দেবদারু গ্রামে এরা জোর করে সিনহার বাড়ীতে বলপূর্বক প্রবেশ করে এবং ধারালো অস্ত্রের দ্বারা শ্রী সিনহা এবং শ্রীমতি সিনহাকে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং এই আঘাত জনিত কারণে ঘটনা স্থলেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। ঘটনা কালীন শ্রী বীরেন্দ্র দেবনাথ নামে এই বাড়ীরই অপর এক ব্যক্তি ঘটনায় বাধা দিলে দুষ্কৃতকারীরা তাহাকেও আঘাত করে আহত করে। মৃত রাজেশ্বর সিনহার মা দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে শ্রী তপন মজুমদার নামে স্থানীয় একজনকে চিনতে পারেন। এই ঘটনাটি মৃত রাজেশ্বর সিনহার ভাই শ্রী অনিল সিনহার অভিযোগমূলে বাইখোরা থানার ভারতীয় দণ্ডবিধীর ৪৪৮/৩০২/৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(৮) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। শ্রী তপন মজুমদারকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ১-১০-৯০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের নাম এখনও প্রকাশ পায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এটা দুঃখজনক যে ৮০ বছরের বৃদ্ধ, পাঁচ বছরের শিশু সন্তান এবং তিন বছরের বোবা মেয়েকে সামনে রেখে স্বামী এবং স্ত্রী মার্কসবাদী কম্যুউনিষ্ট নেতা রাজেশ্বর সিনহাকে খুন করা হয়। এই জোট সরকার এই ঘটনায় একবারও নিন্দা করলেন না। ২৮শে আগষ্ট, দেবদারুর বাসিন্দা অনিল সরকারের বাড়ীতে কংগ্রেস (আই) এর নেতা মানিক দত্ত, জোলাইবাড়ীতে একটা সভা করে এবং এই সভায় খুনের চক্র তৈরী হয় এবং কিছু ভাড়াটে গুণ্ডা নিযুক্ত করে তাদেরকে খুন করেছেন। কিছুদিন আগে থেকেই রাজেশ্বর সিনহার বাড়ী ঘরে থাকতে পারতেন না ওর দোকান ভিটি দখল করে সেখানে যুব কংগ্রেস (আই) অফিস করা হয়। এফ, আই, আর, সব কিছুই করা হয়েছে। কিছু ফল হয়নি। এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা। শিশু সন্তানের সামনে তার মা বাবাকে খুন করা হল।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আমাদের এই খানেই নয়, সমস্ত দেশ এমন কি সংসদে পর্য্যন্ত উত্তাল হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার ক্লিয়ারিফিকেশন কি আছে তা বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আমি ক্লিয়ারিফিকেশানেই যাচ্ছি। স্যার, রাজেশ্বর সিনহার বাড়ীর থেকে ১০০ গজের মধ্যে একটি পুলিশ আউট পোষ্ট আছে। কিন্তু খুন হবার ১০/১২ ঘণ্টা পর পর্য ন্ত কোন পুলিশ আসল না। পরের দিন মাননীয় সদস্য অনিলবাবু ওরা যান। তাঁরা যাবার পর বাইখোরা থানার পুলিশ তখন আসে এবং পোষ্ট মর্টেম করার জন্য তাকে নিয়ে যায়। স্যার, পুলিশ এবং কংগ্রেস আই মিলে খুন করেছে। আসামী তপন মজুমদার।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— স্যার, উনি বক্তব্য রাখছেন ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি জানতে চান বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আসামী তপন মজুমদারকে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু জোলাইবাড়ী নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। আরো কয়েক জন আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য এই খানে দিয়েছেন তা ঠিক নয়। তিনি অনেক কথা পুলিশের বিরুদ্ধে বলেছেন। বলেছেন, আমরা নাকি দুঃখ প্রকাশ করিনি। স্যার, দুঃখ প্রকাশ আমরা করেছি। আমাদের বিধায়করাও করেছেন। এই হাউসেও আমি তার নিন্দা করছি। স্যার, রাজেশ্বর সিনহার মা পুলিশকে তপন মজুমদারের কথা বলেছিলেন। সে অনুযায়ী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য কোন আসামীর নাম

এই খানে যা বলা হয়েছে তা প্রকাশ পায়নি। স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে অনেক নাম বলেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য এখন পর্য্যন্ত কোন নামই পুলিশকে দেননি। স্যার, এখানে এক কথা বলা হচ্ছে, আর বাইরে গিয়ে পুলিশকে অন্য কথা বলেছেন। পুলিশকে কোন সহযোগিতা করছেন না। স্যার, আমি এই খুনের ঘটনাকে খুবই নিন্দনীয় ঘটনা বলব। সাংঘাতিক ঘটনা বলব। এই নিন্দনীয় ঘটনার সাথে যারা জড়িত সেইসব আসামীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সকল মাননীয় সদস্যের সহযোগিতা চাই। পুলিশ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। যারা এই জঘন্য ঘটনার সাথে জড়িত তারা যাতে কঠোর সাজা পায়, সে জন্যই আমি সকলের সহযোগিতা চাইছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় সদস্য বাদলবাবু যা বলেছেন, এটা নিন্দনীয় ঘটনা আমরাও তা বলি। কিন্তু আমরা কেহ যাইনি ঠিক নয়। আমি নিজেই ঘটনার ২ দিন পর রাজেশ্বরবাবুর বাড়ীতে যাই। সেখানে তার মা, বাবা, ছেলে ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সঙ্গে কথা হয়েছে।

এই ঘটনাটাকে রাজনীতি হিসাবে ব্যবহার না করে, রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত। এক সঙ্গে স্বামী এবং স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে, এই ঘটনারা জন্য সেখানে কি কংগ্রেস, কি কমিউনিষ্ট দলমত নির্বিশেষে নিন্দা করেছে। রাজেশ্বর সিন্‌হা ৮৮ইং সাল পর্য্যন্ত সি. পি. আই (এম) সমর্থক ছিলেন। ৮৮ ইং সালের পর থেকে সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি কনট্রাকটরি কাজে যুক্ত ছিলেন। উনি কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এই আড়াই বছরে। সুতরাং, উনাকে আক্রেমন করার কোন কারনও নেই। যদি কংগ্রেস থেকে উনাকে খুন করার ইচ্ছা থাকত তাহলে বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি একা চলাফেরা করেছেন। তার একটি স্কুটার ছিল, সেই স্কুটার নিয়ে বিলোনীয়ার বিভিন্ন প্রান্তে কোন সঙ্গে সাথী না নিয়েই তিনি ঘুরাফেরা করতেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই তথ্য আছে কিনা বা তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে, রাজেশ্বর সিন্‌হা কনট্রাকটরি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁর অনেক টাকা ছিল। খুন হওয়ার আগের দিন, তার মেয়ে অসুস্থ থাকায়, তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে ভেলুর যাবার কথা ছিল। তার জন্য তিনি ৪০ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে উইড্র করে-

ছেন। সুতরাং, এই টাকার সঙ্গে তাঁর খুনের সম্পর্কে আছে কিনা ? নাকি অন্য আরও কোন কারন ছিল ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে কি কারনে তাঁকে খুন করা হলো, সেটা খুঁজে বেড় করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেব।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করছেন যে, সি. পি. আই (এম) হলে বিলোনীয়া সাবডিভিশানে ঘুবাফেরা করা যায় না। যেহেতু রাজেশ্বর সিন্‌হা সি পি. আই (এম) সমর্থক ছিলেন সেই হেতু তাঁকে খুন করা হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় সদস্য আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে আমি পরিস্কার ভাবে জানতে চাই, খুনের প্রত্যক দর্শী ছিলেন দয়াল কর এবং নিরঞ্জন দেবনাথ। তারা যেহেতু বাইখোড়া থানায় সাক্ষ্য দিতে পারছেন না। তাই দক্ষিন ত্রিপুরা এস পি. নিজের অফিসে তাদেরকে ডেকে এনে তাদের সাক্ষ্য নিয়েছেন। খুনের আসামীদের সমস্ত নাম ধাম তারা বলেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে অসত্য তথ্য দিয়েছেন। হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। মানিক দত্ত এই খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা বাইখোড়া থানায় এফ.আই আর করিয়েছে। বাইখোড়া থানাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে, কতবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উনি এফ.আই.আর করিয়েছেন। ২৯ শে আগষ্ট ১১ টা পর্যন্ত দেবদারু গ্রামে লিটু দেবনাথের বাড়ীতে এই খুনীরা অপেক্ষা করেছিল টাকা আসেনি বলে। যখন টাকা আসলো লিটু দেবনাথের বাড়ীতে তখন রাজেশ্বর সিন্‌হার বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে খুন করা হলো। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ থানার দূরত্ব মাত্র ১০০ গজ। এই ১০০ গজ দূরত্বে পুলিশের আসতে সময় লেগেছে ১২ঘণ্টা। সেখানে কংগ্রেসী নেতারা পুলিশের উপর হস্তক্ষেপ করছেন, তাতে কোন কেস লিপিবদ্ধ করা না হয়। তখন দয়াল কর এবং নিরঞ্জন দেবনাথকে দক্ষিন জেলার এস.পি. তার অফিসে ডেকে নিয়ে তাদের সাক্ষ্য নিয়েছেন। তারপরও আসামীদেরকে গ্রেপ্তার

করা হচ্ছে না। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনি কি বলেছেন, আমি জানি না। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের নাম এখনেও প্রকাশ পায় নাই। এই জঘন্য কাজের জন্য আর কিছু বলা উচিত হবে না।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো: "গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং নলছড় নিবাসী রবীন্দ্র মজুমদার, মানিক হালদার ও দয়াল শর্ম্মা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ও পরবর্ত্তী সময়ে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— "স্যার গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং নলছড় নিবাসী রবীন্দ্র মজুমদার, মানিক হালদার ও দয়াল শর্ম্মা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ও পরবর্ত্তী সময়ে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ যে, সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর থানাধীন পূর্ব নলছড় নিবাসী সর্ব্বশ্রী রবীন্দ্র মজুমদার, দয়াল শর্মা ও মানিক মজুমদার গত ১৮.১.৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১০টা থেকে ১০-৩০মিঃ এর সময় মেলাঘর থানাধীন মোহন-ভোগ নিবাসী শ্রীবাঁশীকুমার দেববর্মার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। কিন্তু তারপর থেকে তাদের আর কোন প্রকার খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাদের এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে পূর্বনলছড় নিবাসী শ্রীচিত্তরঞ্জন নাগের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(১)৯১ এবং শ্রীপরেশ চন্দ্র দাসের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭ (১) ৯১ মেলাঘর থানায় গত ২১.১ ৯১ইং তারিখ দুইটি মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য গ্রহন করেন।

নিখোঁজ তিন ব্যক্তির মধ্যে মানিক হালদারের মৃতদেহ গত ২০.১.৯১ইং তারিখ দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার রাধাকিশোরপুর থানাধীন শীলঘাটি থেকে উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজ অপর দুই ব্যক্তি যথা রবীন্দ্র মজুমদার ও দয়াল শর্মার মৃতদেহও গত ২৬.১.৯১ ইং তারিখ শীলঘাটের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনাটি মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২৪১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (১) ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে মোহনভোগ নিবাসী সর্ব্বশ্রী বাঁশীকুমার দেববর্মা, বনচন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীমতি চন্দ্রলক্ষী দেববর্মা ও শ্রীমতি স্বরণ দেবী দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে।

বর্ত্তমানে ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা উক্ত ঘটনা শুরু হয়েছে ১৮ তারিখ। উক্ত ঘটনার পূর্বে ১৬-১-৯১ইং মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী, মাননীয় বিধায়ক সুকুমার বর্মন ও সি, পি, এম, নেতা নারায়ন দেবনাথ আরও কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উক্ত মোহনভোগ পাড়ায় প্রাক্তন প্রধান যতিন্দ্রকুমার দেববর্মা তার বাড়ীতে একটি ঘরোয়া সভা করেন এবং ১৭-১-৯১ ইং উপরোক্ত ব্যক্তিগন আগরতলা তাপস দত্ত সহ উক্ত পাড়ার সার্ভে করার মত ঘোরাফেরা করেন তারপরই ১৮-১-৯১ইং যখন মৃত রবীন্দ্র মজুমদার, মানিক হালদার ও দয়াল শর্মা মোহনভোগের বাঁশী দেববর্মার বাড়ীতে গেল তারপর থেকেই তারা নিখোঁজ হয়ে গেল। অতএব এটা ঠিক কিনা যে ১৬ এবং ১৭ তারিখে উক্ত মৃত তিন ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল ?

দ্বিতীয়তঃ, এটা সত্য কিনা যে, সূর্য্য দেববর্মা যখন রবীন্দ্র মজুমদারকে হত্যা করছিল তখন সূর্য্য দেববর্মার স্ত্রী চন্দ্রলক্ষী দেববর্মা বাঁধা দিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছিল ?

তৃতীয়তঃ এটা ঠিক কিনা যে, এই হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে বাঁশী দেববর্মার ভাই সূর্য্য দেববর্মা ও চন্দ্রকুমার দেববর্মা সহ ঐ মোহনভোগের কন্ঠরাই দেববর্মা, ধনচন্দ্র দেববর্মা, আম্বুকুমার দেববর্মা প্রাক্তন প্রধান যতীন্দ্রকুমার দেববর্মার ছেলে যার নাম জানা নেই তারা ও আগরতলার তাপস দত্ত এই ঘটনার সাথে জড়িত।

চতুর্থতঃ, এই হত্যাকাণ্ডের পুরো ব্যাপারটা বাঁশী দেববর্মার ছেলে সুশীলকুমার দেববর্মার যার বয়স ৭ বৎসর তার স্টেটম্যান্ট অনুসারে পুলিশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে?

পঞ্চমতঃ, এই ঘটনার পরের দিন যখন পুলিশকে জানান হলো তখন তার পরের দিন ২০-১ ৯১ ইং মানিক হালদারের ডেড্‌বডি পাওয়ার পর ২১-১-৯১ ইং মোহনভোগের ৪৪টি পরিবারের বাড়ীঘর ও দক্ষিন নলছড়ের ৬টা পরিবারের বাড়িঘর ও ৪টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বাড়িঘর পোড়া গেলনা অথচ সি. পি. এম, বিধায়ক সুকুমার বর্মন ও গৌরাঙ্গ ঠাকুর তার উস্কানীতে ট্রাইবেল যে সব মেয়ে-ছেলেকে মেলাঘর থানা প্রাঙ্গনে একত্রিত করা হয়েছিল, দেখা গেল তাদেরই বাড়ীঘর পোড়া গেল। স্যার, ঐদিনের ২১-১-৯১ইং আমি ও মাননীয় মন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং এই ঘটনার খবর পেয়ে যখন মেলাঘর থানাতে গেলাম তখন বিধায়ক সুকুমার বর্মন ও গৌরাঙ্গ ঠাকুর তা সি. পি. এম, নেতা আমাদেরকে বললেন এই সব ট্রাইবেল লোকদের নিরাপত্তা ও ত্রানের ব্যবস্থা করে দিতে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে এস. ডি-ওর রিলিফ ফাণ্ড থেকে ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকার ব্যবস্থা ও পুলিশ দিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বাড়ীতে পাঠানো হলো। তখন দেখা গেল তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই লোকগুলিকে রিলিফ পাইয়ে দিবে বলে উস্কানি দিয়ে এইভাবে তাদের ক্ষতিসাধন করা হল। কিন্তু আরো দুঃখের বিষয় যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বাড়ী ঘর কিছুই হলনা। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কিনা, জানা থাকলে তদন্ত করে অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এর আগে যে কলিং এটেনশানটা ছিল, সেটা এইটার সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন আমি বলেছিলাম এইটা একটা চক্রান্তে,

দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত জাতি উপজাতির মধ্যে। এক নম্বর, এই চক্রান্তে কাদের নাম পাওয়া গেছে এইটা আমি বলছি, আমি এইটাও বলছি যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসের মন্ত্রী ও সদস্যরা সেখানে গিয়েছিল, অবস্থার গুরুত্ব বুঝে তাদের তৎপরতায়, পুলিশের তৎপর তায়, প্রশাসনের তৎপরতায় এই অবস্থাটাকে আয়ত্বে আনা গেছে। স্যার, এই মামলায় যারা খুন হয়েছে, তাদেরকে যারা খুনী তাদেরকে বের করে আইসোলেটেড করে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য শুধু জাত অংশের লোক নয় উপজাতি অংশের লোকরাও আমাকে বলেছে। সেখানকার নেতারা আমাকে বলেছে স্যার, আমরা নিরীহ মানুষ, কিছু দুষ্ট লোক এখানে দুষ্টামী করেছে তার ফলভোগ আমরা করছি, তাদেরকে খুজে বের করুন এবং বের করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন, সাধারন মানুষের শান্তির, সুরক্ষার ও সম্প্রীতির সমস্ত ব্যবস্থা করুন। স্যার, সেখানকার জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের আজ এই চিন্তা। স্যার, এখানে দুইটা ঘটনার কথা বলেছেন, আমি এই কারণেই বলছি, দুইটা ঘটনার মধ্যে মোহনপুরে ৪৪ টা বাড়ী পোড়া গেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে নলছড়ে দশটা বাড়ী পোড়া গেছে এইটার কারণটা কি এবং এইটাও আমাকে বলেছে যে, কারা পুড়িয়েছে, কি উদ্দেশ্যে পুড়িয়েছে এখানেতো নলছড়ে কোন ঘটনা ঘটেনি। নলছড়ে যখন আমি গেলাম যাদের বাড়ী পোড়া গেছে তাদের বাড়ীতে গেলাম তারা বলল কোন কোন কমরেড এই কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে যে ট্রাইবেলরা আসছে, ট্রাইবেলরা ঘর বাড়ী পুড়িয়ে ফেলবে, এখানে এসে দাঙ্গা করবে এইভাবে কথাটা ছড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই ঘটনা গুলি যারা ঘটালো, এই যে দশটা বাড়ী পোড়ালো এইটা যারা করল পুলিশ সেখানে গিয়েছিল তারা রাম দা ও বোমা নিয়ে পুলিশকে ও আক্রমণ করেছে। পুলিশ প্রত্যেককেই চিনিছে এবং প্রত্যেকেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সেখানকার সদস্য। স্যার ঐ জায়গাটা ওনাদেরই দুর্গ বলতে পারেন। সেখানে কংগ্রেস দুই চারটা ঘর আছে যাদের ঘরকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেতো কোন ট্রাইবেল ছিল না, কোন ট্রাইবেলকে দেখা যায়নি কি কংগ্রেস কি, সি, পি, আই (এম) কোন ট্রাইবেলকেই সেখানে দেখা যায়নি ঘর গুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য। সেখানে যাদের ঘর বাড়ী পোড়া গেছে, তারাই আমাকে বলেছে একটা রিউমার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা ছড়িয়ে দিয়েছে তারা সি পি এমের লোক বলেই আমাকে বলেছে। কারণ, আমি সেখানকার একজন সি, পি,

এম নেতার সঙ্গেও কথা বলেছি তিনিও বললেন একই কথা যে, ট্রাইবেল এখানে আসছে এবং আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, ওরা দাঙ্গা করতে আসছে।

এইটা একটা চক্রান্ত, দাঙ্গা লাগাবার চক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রশাসনকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পুলিশকে, আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস. কে এবং যারা শান্তিপ্রিয় জনগণ যারা এই চক্রান্তকে বানচাল করে দিয়েছেন, তাতে সাড়া না দিয়ে এবং এইটা আর বেশী গড়াতে পারেনি।

স্যার, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যেসব আসামী তাদের খোঁজে বের করবার জন্যে পুলিশ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তদন্ত করছে। খুনীদের খোঁজে বের করবার জন্যে অনেক তথ্য তাদের হাতে এসেছে, যার সাহায্যে আমি আশা করি খুনীদের কিনারা করা যাবে এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে।

শ্রী সুকুমার বর্মন :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৬ তারিখে আমার যে. মিটিং করার কথা মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ, আমি সেখানে কোন মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম না। কারণ, ১৮ তারিখ আমাদের জি. এম. পি র ডাকে প্রত্যেকটি ব্লকে আমাদের ডেপুটেশন দেবার কথা এবং সে জন্য ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই, যতীন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে যে, মিটিং হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় বলেছেন সেখানে আমার উপস্থিত থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। এইটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানানো কথা বলা হয়েছে।

স্যার, এখনে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় যে, নাম উল্লেখ করেছেন সূর্যা দেববর্মা এই যে রবীন্দ্র দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে। স্যার, সেটা কিভাবে করা হয়েছে এইটা উনারা জানেন যে, তাদেরই দলীয় অন্তদ্বন্দ্বের ফলেই হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, ২০ তারিখে মানিক হালদারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই মৃতদেহকে আইডেনটিফাই করেছে এই সূর্য্য দেববর্মা। এই সূর্য্য দেববর্মা কংগ্রেস (আই) এর লোক। এবং শিলঘাটিতে যখন পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবেই যেহেতু সে কংগ্রেস আই এর লোক তাকে ছেড়ে দিয়েছে। যেহেতু সে কংগ্রেস (আই) এর লোক এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

স্যার, ২১ তারিখে যে অগ্নি সংযোগ করা হয় তার আগে ৮ তারিখে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সমরবাবু বলেছেন যে, সুধীর রায়ের বাড়িতে মিটিং হয়েছে এবং সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় উপস্থিত ছিলেন। এবং তাদের এই মিটিং-এর পরিপ্রেক্ষিতেই সেখানে পরিমল দেবনাথের, শিক্ষক ননী দাসের নেতৃত্বে সেই ট্রাইবেল পাড়া—আনন্দ পাড়াতে, অমলকুমার পাড়াতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে এবং খোকন পালের নেতৃত্বে, সেই মোহনপুর গাঁও পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান উমেশ ঘোষের নেতৃত্বে, প্রাণতোষ দাসের, বিমল সাহার নেতৃত্বে যতীন্দ্র দেববর্মা পাড়াতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

স্যার, আমি ২০ তারিখ মেলাঘর থানাতে একটা পিটিশন করেছি যে তারা আগে থেকেই সেখানে এই উপজাতি পাড়াতে কংগ্রেস (আই)-এর নেতারা ঢুকে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আমি ২১ তারিখে একটা পিটিশন দিয়েছি, ২০ তারিখে একটা পিটিশন দিয়েছি কিন্তু স্যার, পুলিশ সেখানে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি- এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেও বলেছি যে, যে জায়গাটায় মার্ডার হয়েছে সেটা সি, পি, এম-এর দুর্গ। সেখানে কংগ্রেস • টি, ইউ, জে, এসের কোন সংঘঠন বা কোন কর্মী সেখানে নেই। আর থাকলেও দুই-চারজন থাকতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, এই মার্ডার সম্পর্কে পুলিশের কাছে সব তথ্য রয়েছে। স্যার, সেখানে সি. পি, এম সমর্থিত ট্রাইবেলরা বলেছেন যে, সেখানে শুধু ট্রাইবেলই ছিল না নন ট্রাইবেলও ছিল। সেখানে তাপস দত্ত, যার কথা আমি আগেও বলেছি যে, সেই ব্যক্তি একজন বাংলাদেশী। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তী তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এই কথাটা আমার কথা নয়। সেটা উপজাতি ট্রাইবেল লিডাররাই বলেছেন এখানে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসের লোক এই প্রশ্নই আসে না। সি, পি, এমের লোক এটা

করেছেন এটাও বলছি না। আমি বলছি যে, তারা সমাজদ্রোহী। ওদের বের করতে হবে। ওদের বের করার জন্য সবারই সাহায্য দরকার। ওদের বের করা হোক্ এটা আমরাও চাই। পুলিশও সেই ভাবেই চলছে।

স্যার, সুকুমারবাবু তাদেরকে নিয়ে থানায় আসেনা, যখন থানায় নিয়ে আসেন……

(গণ্ডগোল)

এই সমস্ত কথার কোন সততা নেই। যদি কারো কাছে কোন তথ্য থাকে সেটা যেন পুলিশকে দেওয়া হয়। তদন্তের কাজে সেটা সহায়ক হবে।

শ্রী অমল মল্লিক:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মোহনভোগের মত ঘটনা ঘটিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা দাংগা লাগানোর লক্ষ্য একটা গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ট্রাইবেল বাঙ্গালীদেব পরস্পর বিরোধী করার লক্ষ্যে এটা করা হচ্ছে মনে হচ্ছে। মিঃ ডেপুটিস্পীকার স্যার, মোহনভোগের ঘটনা তারই একটা অংগ। স্যার, মোহনভোগের মার্ডার করা হল আর লাস উদ্ধার করা হল মোহনভোগ থেকে ছয় সাত কিলো-মিটার দূরে শিলঘাটি থেকে। ঠিক একই ভাবে বাঙ্গালী বাড়ীগুলি পুড়া হয়েছে মোহন-ভোগ থেকে ছয় সাত কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ নলচড়ে। উত্তেজনা যেভাবে ছড়ানো হয়েছে, সেখানে গোপন কোন ষড়যন্ত্র না থাকলে এভাবে উত্তেজনা ছড়ানো যায় না। এই ঘটনাটি করার জন্য একটি প্লট তৈরী করে তাপস দত্তকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নেপাল দেবনাথ, হবিপদ দেবনাথ, দুলাল দেবনাথ, ও অরবিন্দ দেবনাথ তারা ঘুরাফেরা করত ট্রাইবেল বাড়ীগুলিতে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা মিশ্র বসতি অঞ্চলে পরিকল্পিত ভাবে দাংগা লাগানোর জন্য এই গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এইভাবেই সেটা হয়েছিল, এটাই প্রমান করছে। তবে ত্রিপুরা বাজ্যের মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, জাতি উপজাতি সবার কাছে আমার আবেদন কোন ধরনের উস্কানীতে পা দিবেন না। শান্তির পথে

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR—1990-91

চলুন। এটাই আমাদের সরকারের আবেদন জাতি-উপজাতি উভয় অংশের কাছে।'

রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে, সম্প্রীতি রক্ষা হচ্ছে। আমি সকলকে আবেদন করব যে এটা রাস্তা নয় শান্তির পথ এবং সম্প্রীতির পথে চলুন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে না গিয়ে, আমাদের লড়াই হবে ক্ষুধার বিরুদ্ধে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে, বেকারত্বের বিরুদ্ধে এবং আমাদের লড়াই হবে যেখানে শোষিত তাদের পক্ষ হয়ে, যারা শোষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে। সেই সমস্ত রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারা সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরেছে। আমি আবার বলব সেই সাম্প্রদায়িকতার পথ তারা যেন পরিহার করেন।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR – 1990-91

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ"। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২৩টি (তেইশটি) অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান্স) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান্স) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা হবে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান্স) ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব, আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

তারপর আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম (এ্যাপেণ্ডিক্স) যেভাবে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ সেভাবে উনাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর পর পর আলোচনা করবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যাঁর, আমাদের সময় আছে দেড় ঘণ্টা। কারণ আধা ঘণ্টা ভোটাভোটির জন্য সময় রাখতে হবে। এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে চীফ্ মিনিষ্টার প্রথমে বলবেন, আবার রিপলাই দেবেন, এই দুই বার সময় দেওয়া যাবে না। আমার মতে এখানে মেম্বার যারা তাঁরা আগে বলুক, তারপর মিনিষ্টার রিপলাই দেবেন। তাহলে সময় বাঁচানো যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যাতে কম সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উরা সব টাকা হাপিজ করে ফেলেছে। উরা একটি গোজামিলের হিসাব এখানে উপস্থিত করেছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, কোন খোঁজ খবর রাখেন কিনা, জানি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যেটা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এটা ....

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আমি অনুরোধ করছি যে, কম সময়ের মধ্যে যাহাতে শেষ করা যায়।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :— এটা সব টাকা হাপিস করে ফেলেছে উরা। একটা মসগুল হিসাব এখানে উপস্থিত করেছে। এটা মসগুল। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন কোন খোঁজ খবর রাখেন কিনা জানি না। যদি খোঁজ-খবর রাখত তাহলে জানত যে কি হচ্ছে সমস্ত ঘটনা। আমি দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করব খুব বেশী নয়। যখন বংকুল ঘোড়াকাপ্পা রাস্তাটা তৈরী করার জন্য ঠিক হল। রাস্তাটা হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীর বন্ধু এবং মাননীয় বিধায়ক অঞ্জু বাবুর বন্ধু বাদল নন্দী ওরফে পরিমল নন্দী তিনি কন্ট্রাক পেলেন। কন্ট্রাকা পেয়ে কাজ শুরু করলেন। খুব ভাল। কাজ কি আমরা বুঝতে পারলাম না। সেখানে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন এস, আর, লস্কর এবং ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন মালাকার। তাদের সাহায্যে কোন রকম মাটি নাকেটে ৩৩ লক্ষ টাকা হাপিস করে গেল। এক পয়সা দুই পয়সা না। যে রাস্তা দিয়ে আগে গাড়ী চলত উপাধক্ষ্য মহোদয়। যেহেতু গাড়ী যেতে ঘোড়াকাপ্পা। এখন সেই গাড়ীর রাস্তার আবস্থা হচ্ছে, সেই রাস্তাটা দিয়ে সাইকেলও নিয়ে যাওয়া যায় না। তারপর কি সুন্দর ঘটনা একটি পরিকল্পনা দুই লক্ষ লোকের ভূমিকম্প হয়ে গেল এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ টের পেল না যে ওখানের রাস্তা একেবারে ভাঙ্গচুর হয়ে তছনছ হয়ে গেল। রিপোর্ট, ভূমিকম্পে সেই রাস্তা একেবারে তছনছ হয়ে গেল কিছু নেই।

তার পর সেটিকে ধ্বসনামার নাম করে চার লক্ষ টাকা হাফিজ। চার লক্ষ টাকাই হাফিজ হয়ে গেল। তারপর সেই রাস্তা দশ কিলোমিটার কাটবার জন্য, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হল। এবং মাটি কাটবার আগেই পাঁচ কিলোমিটার মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার জন্য অর্ডার দিয়ে দেওয়া হল। মাটিই কাটা হল না। হাতি না কাটতেই দাঁত ভাঙ্গতে বসেছে। এবং মেটেলিং এর অর্ডার হয়ে গেল দশ কিলোমিটার রাস্তা কাটতে। এই কি স্যার, আমরা বুঝতে পারছি না। এইটাকে এস্টিমেট নিয়েই জড় করে আবার এখন এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত টাকা হাফিজ স্যার। এ, জি, এ দিয়ে আমরা তদন্ত করতে বললাম সমস্ত ঘটনাটা। তদন্ত পদন্ত কিছু নাই একদম হাফিজ। তারপর আর একটি কথা বলি এই ইঞ্জিনিয়ারিং—এর চতুর্থ সার্কেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন বি, সি, সাহা। বিশালগড়ের ছয়টি রাস্তা। দিদি-

পুর থেকে নিয়া বাড়ী, নারীমঙ্গল থেকে মুড়াবাড়ী, রাইধন সাহার নীল থেকে নবীননগর। লক্ষ্মী বিলের রমনীমোহন নগর বাড়ী থেকে বড়চেপা এবং কামথানা থেকে দুর্গানগর বাজার। বি, ও, সি থেকে বাউলিং ব্রিজ রাস্তা। এই ছয়টা রাস্তার মধ্যে ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। ত্রিপুরার পি, ডব্লিও, ডির কোন ইতিহাসে ৪০০ পার্সেন্ট এভাব। ৪০০ পার্সেন্ট এভাবে কাজ দেওয়া হল। আছে নাকি এমন কোন সরকার। আমার মনে হয়না। মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন কে জানে। ঘুমিয়ে আছেন কিনা। এবং সেখানে সেই ডিভিশনের বরাদ্দ হচ্ছে কত, একটা বছর কাজ করবার জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। আর সেখানে ছয়টা রাস্তা। এই ছয়টি রাস্তার ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেল ৩,৫০ কোটি টাকা। এখানে একটা ডিভিশনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা।

আর সেখানে ছয়টি রাস্তা। অন্য রাস্তার কথা বাদই দিলাম। এইটার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হল ৩'৫০ কোটি টাকা। তারপর সাধারণ মাটি কাটার রেট কত থাকে, আমরা দেখেছি প্রতি কিউবিক মিটারের দাম হচ্ছে ৩০.০০ টাকা। এখানে খুব দুর্গম অঞ্চল না কাছাকাছি জায়গা। এখানে তারা ধরে দিয়েছে ৫১.০০ টাকা। আর কার্পেটিং সাধারণত রেট কত, ২১.০০ টাকা। দেওয়া হয়েছে ৫১.০০ টাকা। এটা কিভাবে হাফিজ হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন আমি জানি না। মনে হয় উনি ঘুমিয়ে আছেন। দেখেন আর যেটা হাফিজ হয়েছে সেটাকে—রং চাপ দিয়ে সুন্দর করে এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে সবটাকে চোখের আড়ালে ধুলো মেরে দিতে চেষ্টা করছে। কাজেই এটাকে সমর্থন করা যায় না। কোন মতেই যায় না। আর একটি ঘটনা "দৈনিক সংবাদ" আমরা তাহাতে পড়েছিলাম।

সমীরবাবুর ছেলের বিয়ে হল, তাতে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, আর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবু দিল্লী গিয়ে রাজীব গান্ধীকে জানিয়ে এলেন, রাজীব গান্ধী সব শুনে বললেন, এই কি ব্যাপার? তাই সমীরবাবু নাকি সংগে সংগে রাজীব গান্ধীর জন্য ৪ লক্ষ টাকার একটা চেক পাঠিয়ে দিলেন। স্যার, এসব আমার বক্তব্য নয়, এসবই আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি। তারপর, কৃষি বিভাগের একটা ঘটনার কথা

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR—1990-91

বলছি, সেটা হল টি, এস, ডি, সি, নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের ১০০টি পাওয়ার টিলার দেবে, তার জন্য জনগণের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। এক একটা পাওয়ার টিলারের দাম ৫২ হাজার টাকা, তার মধ্যে ১২ হাজার টাকা সাবসিডি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে, এখন পর্য্যন্ত মাত্র ৪০টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে। আরও ৬০টি বাকী রয়েছে। এই ৬০টির জন্যও যে টাকা নেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ হল ২৪ লক্ষ টাকা, আর সাবসিডি দেওয়া হবে বলে আরও ৬০টির জন্য মোট ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই সব মিলিয়ে ৩১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হাফিজ হয়ে যাচ্ছে. এই খবর আমাদের কাছে আছে। কাজেই, এই হাফিজ করার জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ, এটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। অন্য দিকে আমাদের তরফ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান্স এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার। স্যার. এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট পেশ করা হয়েছে, এটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন দিতে পারছি না। অন্য দিকে আমাদের দলের থেকে যে সমস্ত কাট মোশান্স এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, আমি এখানে দুই চারটি কথা বলছি স্যার, এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী, এটা এই রাজ্যের জনগণের উপর একটা অতিরিক্ত বোঝা, এই বোঝা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। তবে, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই রাজ্যে অতি-রিক্ত কাজ হয়েছে বলে, এই অতিরিক্ত বাজেটটা এসেছে। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু অতিরিক্ত কাজ এই রাজ্যে হয়েছে তার একটা তুলনামূলক হিসাব আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন গতকালই মাননীয় সদস্য রতনলাল ঘোষ একটি প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন যে, এই রাজ্যে গ্রামীণ শ্রমিকদের সারা বছরে কত দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে? মন্ত্রী মশাই তার জবাব দিলেন—আড়াই দিন অর্থাৎ এই জোট সর-কার ক্ষমতায় আসার পর ১ম বছরে গ্রামীণ শ্রমিকেরা কাজ পেলেন ১২ দিন, ২য় বছরে

কাজ পেলেন ১৪ দিন আর ৩য় বছরে সেটা নেমে এলো ৮ দিনে, এই হচ্ছে, এই সরকারের অতিরিক্ত কাজ। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট আমলে যেখানে প্রতি বছর গ্রামীণ শ্রমিকেরা ৬০ থেকে ৬২ দিন কাজ পেত, সেটাকে আজকে তারা নামিয়ে আনলো ৮ দিনে। আবার, শিল্পমন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে আমরা জানলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৬টি ইট ভাট্টা চালু ছিল, এখন সেটা নেমে এসেছে ১২ টিতে। আগে যেখানে ১৬টি ইট ভাট্টাতে ৩ থেকে ৪ হাজার শ্রমিক কাজ করত। এখন সেখানে সেই শ্রমিকের সংখ্যা নেমে এসেছে অনেক নীচে। কারণ এখন মাত্র ১২টি ইট ভাট্টা চালু আছে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী গত বছরও এই সভাতে তথ্য দিয়েছেন যে জুট মিলে দৈনিক ১০ থেকে ১২ টন মাল উৎপাদিত হত, এখন নাকি সেই উৎপাদন নেমে এসেছে ৫ টনে। এই তো হল অতিরিক্ত কাজ। আবার, অন্য দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে রোগীরা আর মাছ মাংস খেতে পারবে। তাদের এখন থেকে নিরামিষ খেতে হবে। আর, শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে মিড—ডে মিল বন্ধ করে দেওয়া হবে। আবার পূর্তমন্ত্রী বলছে রাস্তা করতে হলে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাই। ইতিমধ্যে যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল, সেটা ফুরিয়ে গেছে। স্যার, এই পূর্ত বিভাগ সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলব না, তবে এটুকু বলব যে আমার খোয়াইয়ের রাস্তায় মোট ১৪টি ব্রীজ আছে, সেগুলির এমন অবস্থা যে গাড়ী উঠলেই থরথর করে কেঁপে উঠে, যাত্রীদের নেমে ব্রীজ পার হতে হয়। অবশ্য মন্ত্রীরাও দেখি ঐ রাস্তা দিয়ে ছুটাছুটি করছেন, তবে পুল ভাঙ্গা থাকায় একটু ঘুর পথে, তারা আসছেন, যাচ্ছেন, এটুকু তফাত। কাজেই এই হচ্ছে, এই সরকারের অতিরিক্ত কাজ।

আজকে একটা সত্য কথা স্বীকার করেছেন, দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, রাজ্যে বামফ্রন্টের আমলে সারা রাজ্য জুড়ে তৈরী হয়েছিল সড়কের শিরা উপশিরা, গ্রাম আর নগরের যোগসূত্র তারা বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় বামফ্রন্টের আমলে যে সড়ক নির্মিত হয়েছে তা সর্বকালের রেকর্ড। কিন্তু এই সরকারতো সেই সড়কগুলির সংস্কারটুকুও করেননি। আগামী বার তারা আসবেন কোন সড়ক পথে? তারপরে স্যার, বিদ্যুত মন্ত্রী। এই বিদ্যুত মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন মাননীয় সদস্য দীপক রায় যে মোহনপুর, বড়জলাতে অনেক দিন যাবত লাইন টানা হয়েছে কিন্তু সেটার কানেকশন নেই। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের একটা

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR—1990-91

প্রশ্ন ছিল তার উত্তরে বিদ্যুত মন্ত্রী বলেছেন যে, বিদ্যুতের আয় কত সেটা বলা যাবেনা। এটার হিসাব দেওয়া যাবেনা। জনগণ তার হিসাব চাইবে না? ৯৮ লক্ষ টাকা বাকী পড়ে আছে। আবার এখানে তিনি তিন কোটি ২৬ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে তথ্য দিয়ে প্রতি বছরে ৬০টা খুন, প্রতি মাসে। ৫ টা নারী ধর্ষণের ঘটনা। ১১টি অত্যাচার প্রতি মাসে। ২৫ হাজারের মত মামলা আদালতে ঝুলছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এখানে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছেন স্যার, তিনি মিছাইল বাহিনী সৃষ্টি করেছেন। যে বাহিনীর অত্যাচারে উত্তর ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী, মোহনপুর প্রভৃতি এলাকার বাজার বসে না। এই মিছাইল বাহিনী মন্ত্রীকে আক্রমণ করে।

স্যার, এইখানে বলা হচ্ছে, উনি অর্থ চাচ্ছেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, এই এক বছরে এই মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করার জন্য কি তাণ্ডব করছেন? স্যার, আমরা শুনতে পাই, উপজাতি যুব সমিতি থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রী করার দাবী উঠেছে, এবং কংগ্রেস থেকে আরো ৩ জনের মন্ত্রী করার দাবী উঠেছে। দাবী উঠলেই আমরা দেখতে পাই, মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, উপজাতি যুব সমিতির প্রেসিডেন্ট আরো অনেককে নিয়ে দিল্লী যান।

(এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। স্যার, আমরা দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নিয়ে দিল্লী চলে যান। কেন এইভাবে সরকারী অর্থের অপচয় করা হচ্ছে, হিল্লী-দিল্লী করে। স্যার, আর সেজন্যই আজকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এসেছে। উনি তো একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উনি নিজেই মন্ত্রী বানাতে পারেন। তাহলে কি উনি মুণ্ডহীন মুখ্যমন্ত্রী? উনার মাথা কি রাজীব গান্ধী? যার জন্য দু'দিন পরে পরে দিল্লী ছুটে যেতে হচ্ছে? সংবিধানে অধিকার আছে, মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করতে পারেন। উনি তো ইচ্ছে করলে ৩৩ জনকেই মন্ত্রী বানিয়ে ফেলতে পারেন। কে আপত্তি করবে? স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রশাসন পটলে উঠল। আমরা

শুনতে পাই, প্রশাসন খালি করে কিছু কিছু মন্ত্রী দিল্লী বসে আছেন, কলিকাতা বসে আছেন। কলিকাতার ফাইল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সই করার জন্য। স্যার, এইভাবে আজকে সরকারী টাকার অপচয় করা হচ্ছে। স্যার, আজকে মিশাইল বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। এই মিশাইল আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা — বিরোধী দলের বিধায়করা, শিশু-নারী যুবকরা। আজকে এই জোট সরকার মিশাইল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আক্রমণ শক্তিশালী করার জন্য। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তা সমর্থন করতে পারছি না। এটা জনস্বার্থ পরিপন্থী এটা অন্যায়। বিরোধী দল থেকে আনীত সমস্ত কাট মোশনের সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব, কাট মোশানের উপর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে।

শ্রী ***রুদ্রেশ্বর দাস*** (সুরমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে এনেছেন...... সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে যে কাট মোশান্স এনেছেন সেগুলি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত টাকা চেয়েছেন সেটা কিসের জন্য চেয়েছেন ? আজকে উন্নয়নমূলক কোন কাজ-কর্ম যদি হত, তাহলে নিশ্চয়ই এটা আমরা সমর্থন করতাম। কিন্তু কি গ্রামাঞ্চলে, কি শহরাঞ্চলে কোন কাজই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্যার, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিন বছরে বলতে পারবেন, কোথাও একটি নতুন রাস্তা হয়েছে ? কোথাও একটি নতুন স্কুল ঘর নির্মাণ হয়েছে কিংবা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ? বলতে পারবেন না। সব টাকা লুটেপুটে খাচ্ছেন। গরীব মানুষের স্বার্থের কথা বলছেন। সেটা রাজীব গান্ধী বলতেন, আপনারাও বলছেন। স্যার, পঞ্চায়েতে টাকা চাওয়া হয়েছে, রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্টে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত কি হচ্ছে ? স্যার, উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেখানে চেয়ারম্যান, মেম্বার নিযুক্ত হয়েছে। তারা কি করছেন ? আমি বেশী কথা বলব না। শুধু একটা উদা-

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR—1990-91

স্মরণ তুলে ধরছি। সালেমা ব্লকের পাশাপাশি গাঁওসভার রূপচাঁন্দ, সেখানে ২৮টি হালাম (ট্রাইবেল) পরিবার আছে, লোকসভায় একটি ট্রাইবেল সীট আছে। স্যার, ১৮টি পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ঐখানে গত এপ্রিল মাসে ৫টি হালাম পরিবারের বাড়ী আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তারা যখন সাহায্যের জন্য আসল তখন ঐ ফর্মের একজায়গায় ছিল, মেম্বার বা প্রধানদের (এলাকার) কাউন্টার সই লাগবে। তারা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে সই করতে বললে তাদের জানান হয় যে, তোমাদের নাম এই গাঁওসভায় নেই। তোমরা কচুছড়ায় (এ, ডি, সি,) যাও। ঐ গাঁও সভায় তোমাদের নাম আছে। কিন্তু সেখানে যাবার পর তাদের জানান হল সেখানেও তাদের নাম নেই। স্যার, একটি গাঁওসভায় ২৮টি যে হালাম পরিবার ছিল — ট্রাইবেল গ্রাম সেখানে থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হল পরিকল্পিত ভাবে। স্যার, তারপরেও পঞ্চায়েতে টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকা চাওয়াকে আমরা কি ভাবে সমর্থন করব ?

এর পরও মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে টাকা দিতে হবে ? এটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। লুটেপুটে খাওয়ার জন্য এই অতিরিক্ত বরাদ্দের কোন মতেই অনুমোদন দেওয়া যায় না। স্যার, ট্র্যান্সপোর্ট খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে। সে খাতে টাকা দেওয়া কোন প্রশ্নই আসেনা। আজকে টি, আর, সি-র হাল কি আপনারা সবাই জানেন। টি, আর টি, সি আগরতলা থেকে রওয়ানা দিতে এটা কখন গিয়ে গন্তব্য স্থলে গিয়ে পে'ছবে, কখন যে এ্যাকসিডেন্ট করবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবু এ্যাক্সপ্রেস বাস করেছেন অতিরিক্ত ৪ টাকা ভাড়া দিয়ে। আগরতলা থেকে সাড়ে ছয়টার সময় কমলপুরের উদ্দেশ্যে ছাড়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় ৭ টার পরেও বাস চলে না। যদিও বা ছাড়লো এটা তেলিয়ামুড়ায় গিয়ে থেমে থাকবে তারপর সেখান থেকে কখন ছাড়বে বলা মুস্কিল। তারপরে যদি একটু বৃষ্টি বাদল হয় তাহলে গাড়ীর ভিতরে ছাতা নিয়ে বসে থাকতে হয়। স্যার, আমি কয়েকদিন আগে দেড়টার সময় কমলপুরে যাচ্ছিলাম টি, আর, টি, সি বাসে করে। বাসের নম্বর হল ৬৭১। এটা অবশ্য এ্যাক্সপ্রেস নয়। এটা কমলপুরে ঢোকার পূর্বে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাড়ীর দুটো লাইট-এর মধ্যে একটা ৯০ ডিগ্রি

এ্যাঙ্গেলে এবং অপরটি ৪৫ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে, মাঝখানে কোন লাইট নেই। ড্রাইভারকে গাড়ী চালানোর জন্য বলা হলে তিনি বললেন এ অবস্থায় গাড়ী চালালে নর্দমায় চলে যাব। ঘটনাটা হচ্ছে এই গাড়ীটা ১ তারিখে কমলপুর থেকে এ্যাক্সপ্রেস হয়ে আগরতলায় আসার পর ১৮ মুড়ায় একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গাড়ীটির ড্রাইভার ছিল নারায়ন দেবনাথ, ডি, আর, ডব্লিও। সে আগে টি, আর টি, সির ম্যাক্যানিক্স-এর কাজ করত, সেখানে থাকতে থাকতে হয়তো একটা-আধটু ড্রাইভারী শিখেছে। স্যার, এইভাবে যদি জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তার জন্য কি টি, আর,টি. সিকে টাকা দিতে হবে ? এটাতো কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। তারপর স্যার, ফিসারীর জন্য টাকা চেয়েছেন। স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০৪ টা ফিসারী -কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছিল। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের মনগড়া কমিটি করেছেন, নতুবা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন। স্যার, এই হাউসেও আলোচনা হয়েছে যে, গত মাসের ২০-২২ তারিখে কমলপুরে শাসক দলীয় সংগঠন তফসিলী জাতি সংগঠন আন্দোলন করেছিল। তাদের দাবী ছিল সমস্ত খাস এবং সরকারী জলাশয়গুলি ফিসারম্যানদের হাতে তুলে দিতে হবে। কমলপুরে এস, ডি, ও অফিসের সঙ্গে একটা ট্যাংক আছে। সেটা ছিল কলাছড়া ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাত। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কলাছড়া ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে বাতিল করে দিয়ে সেখানকার একজন কংগ্রেসী নেতা তরণী মজুমদারকে দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই জেলের স্বার্থে উনারা যে কি কাজ করছেন তা এই সমস্ত ঘটনাই স্পষ্ট। এই জোট সরকার তপসিলী জাতি ও উপজাতি স্বার্থ বিরোধী কাজ করছেন। কাজেই এই অতিরিক্ত বরাদ্দকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী*বিধুভূষন মালাকার* (পাবিয়াছড়া):—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে বাজেট হয়ে গেছে

সেই বাজেটের উপর আজকে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট আনা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। সরকারের দক্ষতার পরিচয় বলে মনে হয় না। তাই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের পক্ষপাতি নই এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে, সেই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই যে মিড-ডে মিল শিশুদের জন্য খাদ্য এই খাতে যে টাকাগুলি বরাদ্ধ ছিল সেগুলি কেন বন্ধ হয়ে গেল? তাহলে টাকা গেল কোথায়? এই শিশুদের খাদ্যের জন্য যে টাকাগুলি ছিল সেই টাকা দিয়ে কি করা হয়েছে? স্যার, এটা তো হয় না, এইগুলির খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। আপনারা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও গত ১১. ১১. ৮৯ইং তারিখ জগন্নাথ বাড়ীতে ১২টা বাড়ী পুড়েছে, কুমারঘাটে দোকান পুড়েছে এবং মাছুলী বাজারে দোকান লুট হয়েছে এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রশ্ন-উত্তরের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকারও করেছিলেন। স্যার, এটা সম্ভব নয়, আমরা আশা করতে পারি না। এই সরকারের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের যারা সাধারণ মানুষ তাদের কিছু পাওয়া দরকার। কারণ এই সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকার তাই সরকারের নীতি অনুসারে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা। করার জন্য এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের অগ্রগতির জন্য কাজ করা। এই ব্যাপারে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সরকারই নয় একেবারে দিল্লী থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত টাকাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না। উনাদের নীতি হচ্ছে সি. পি. এম হলে উনাদের কোন কাজ দেওয়া হবে না, সি. পি. এম হলে ওরা রেশনে যেতে পারবে না, সি. পি. এম হলে চাকুরী পাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে রাজনৈতিক হিংসাই চলতে থাকবে, দেশের কোন কাজ হবে না। উনাদের অন্ধ রাজনীতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে বিশৃংখলার চেষ্টা করছে তাই, আমার মনে হচ্ছে এই রাজ্যের জনসাধারণ উনাদের কাছ থেকে কিছুই পাবেন না। আজকেও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে লাঠিপেটা হয়েছে। এটা একমাত্র গুয়েব্যাল বলেছেন অসত্য কথা বার বার বলতে বলতে সত্য হয়ে যাবে।

...গরু চোর ধরা পড়লে সে সি, পি, এম, ডাকাত ধরা পড়লে সে সি, পি, এম। এই ধরনের গোয়েবল্সীয় কায়দা আজকে বিশ্বে নজীরবিহীন। আজকে এইটা চলে না। আপনাদের শাসন ব্যবস্থার নমুনা হয়েছে ফিলিপাইনের মার্কোসের মত। আপনাদের মধ্যে কে এ, ডি, সি-র মেম্বার হবেন, কে নমিনেটেড হবে, কে নমিনেটেড হবে না এর

জন্য আপনারা আপনারার মধ্যে মারামারি করুন। রাস্তা রোকো আন্দোলন করে দৈনিন্দন জীবন যাত্রাকে বিঘ্ন ঘটাবেন কেন ? এই জবাব আপনাদের দিতে হবে। এই অবস্থা কেন ? এত লাফালাফি করবেন না। ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে যেতে পারে না। একটা রাস্তা হলে তবুও হত, রাস্তারোকো আন্দোলন করে দৈনন্দিন মানুষ যেখানে যাতায়াত করে সেখানে মানুষের জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করছেন কেন ? রাস্তা আটকিয়ে বন্দে-মাতরম ধ্বনি। কি ব্যাপার রাস্তারোকো কিসের জন্য, আমাকে নমিনেশান দিতে হবে। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা কি কিছু আশা করতে পারি আপনাদের কাছ থেকে। আপনাদের এইসব ঘরোয়া কাণ্ড কারখানা, ঠেলাঠেলি মারামারি খুব করেন, মানুষ কষ্ট পাবে কেন এই কথাটা জানতে চাই। এইটা রাজনৈতিক অপরাধ, ব্যক্তিগত চরিত্রের অপরাধ, সেই অপরাধের জন্য আজকে আপনাদের কাছে এইটা পরিস্কার হয়ে গেল, এইটা বেশী দূরের কথা নয়। আপনারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে কবরখানা তৈরী করতে চেয়েছেন। সংবিধান না মেনে তামিলনাড়ুতে ডি, এম, কে সরকার ভাঙ্গা হয়েছে। আজকে এই ৬ দিনের মধ্যে একটা বিক্ষোভ হয়নি। টলমল অবস্থা শুরু হয়েছে। মোরারজী সরকার পড়ার পর কংগ্রেস (আই) বলেছিল আমরা আছি। কিন্তু ভি, পি, সিং সরকার পড়ার পরত এই কথা বলেন নাই। তখন ত মুখটা সেলাই হয়ে গেল। এদিকে আদবানীর রামের রথ পাংচার। আপনারা কোন পাংচারে আছেন। স্যার, আমরা মার্কোসের আক্রমণে আতংকিত। কথার সংগে সংগে বলছেন আমরা সাম্প্র-দায়িকতার সৃষ্টি করি। যেখানে আমরা দেখলাম কারা অধিকার দিতে জানে, সেইসঙ্গে যেভাবে আক্রমণ হয়েছে, পার্লামেন্টারী, নন পার্লামেণ্টারী শব্দের তুফান সরকার পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই পত্র পত্রিকা থেকে রাজ্যবাসী দেখবে কার তরফ থেকে তুফান এসেছে। এইটা মনে রাখবেন পৃথিবীর বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ইয়্যাসম্যান দীর্ঘদিন জেলখানায় আছেন কয়েদী হয়ে। উনি এখনও জেলখানায় জীবিত আছেন। ইনি পৃথিবীর দীর্ঘতম কয়েদী। সুতরাং এইগুলি ভুলে যাবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার :— সুতরাং টাকা দিয়ে কি হবে ? আপনারা যা ইচ্ছা করতে

পারেন, আমরা ত তার অনুমতি দিতে পারি না. এই টাকা আত্মসাৎ করার জন্য। সুতরাং আমরা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টস্ চেয়েছেন তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধীরা যেসব বক্তব্য রেখেছেন এইগুলি অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করেছেন। ১৯ নং ডিমাণ্ডের উপরে মেজর হেড ২২৩৫ এইটার কাটমোশানের উপরে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তিনি এনেছেন উপজাতি এলাকায় কাজ না দেওয়ার প্রতিবাদে। স্যার, গত বাজেটের পরে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু রিফিউজী এসেছিল। যার জন্য লেবাছড়ায় একটা ক্যাম্প করতে হয়েছিল। অনেকগুলি নতুন শেড তৈরী করতে হয়েছিল, অনেকগুলি রিপেয়ারিং করতে হয়েছিল। কাজেই, এইটা সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকা। সেটার উপর কাটমোশান এনেছেন এইটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

স্যার, মাখনবাবু এখানে বলেছেন, যদিও এইটা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টে আসে না তবু তিনি যখন বলেছেন যে, আমরা ভিজিটেরিয়াম ফুড ইণ্ট্রোডিউজ করছি কেন? স্যার, এইটাইতো আসল ফুড এবং চিকিৎসার জন্য ফুড ভেলু এখানে মাংসের থেকে এইটা কোন অংশেই কম না। সাধারন রোগীরা আসে চিকিৎসার জন্য, ওরা এখানে মাংস খাওয়ার জন্য আসে না। কাজেই আমরা যেসব কাজ করি সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যানের স্বার্থেই করি। কাজেই এখানে ওনারা যে সব কথা বলেছেন সেগুলিকে ভুলে গিয়ে আমরা এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট তার উপর সাপোর্ট করার আহ্বান রেখেই এবং এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টকে সমর্থন

করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা(রাষ্ট্রমন্ত্রী):—স্যার, এই সভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে মূল বরাদ্দের উপর সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমার এখানে মতিলাল সরকার, মাখন বাবু, বিদ্যাবাবু ও গোপাল দাস মাননীয় সদস্যগণ যে কাট মোশানগুলি এনেছেন, বিশেষ করে মাখনবাবু এখানে উল্লেখ করেছেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামীন এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারনে ব্যর্থ হয়েছেন এইটা ঠিক নয়। স্যার, ওনাদের আমলে প্রতি বছর ১০০ টা গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের টারগেট নেওয়া হত, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে ২০০টা গ্রামে যাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা যায় তার জন্য। এর মধ্যে ১৯৯০-৯১ সালে হিসাব ২০০ টা টারগেটের মধ্যে ১৪০ টা গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়ে গেছে এবং বাকীটা আগামী মার্চের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। স্যার, আমি বলতে পারি যে, এস, টি, লাইন ১০০ কিলোমিটার, আর, এল, টি, লাইন ২০০ কিলোমিটার, সাবষ্টেশন করা হয়েছে ৭৫। এখানে আমাদের কাছে আরও সাবষ্টেশন করা আছে যাতে বিদ্যুৎ ঠিক মত সম্প্রসারন করা যায় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখানে একটা কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাজ্য সরকার বলতে পারেন না ত্রিপুরা রাজ্যে কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। স্যার, আপনি জানেন বিদ্যুৎ ত্রিপুরা রাজ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়নি এবং এই সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি আজকে এটাই বলছি যে এই সরকার সময় পেলে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ এক-দিন না একদিন করবেই এবং ১৯৯২ সালে সেটা সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। তারপর এখানে আরও উল্লেখ করেছেন, আপনি জানেন স্যার, এখানে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ না, বাহির থেকে বিদ্যুৎ এনে রাজ্যের চাহিদা মিটাতে হচ্ছে। কাজেই এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তার সঙ্গে বাহিরের বিদ্যুতের সংযুক্ত করে সেইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সংযোজনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চালু হয়ে থাকে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী): সেইভাবে সিংক্রানাইজিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চালু হয়ে থাকে। কাজেই সেজন্য আলাদাভাবে হিসেব করা সম্ভব নয় । কিন্তু যখন কেবলমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদিত বিদ্যুতের উপর আমরা নির্ভরশীল হব তখন আমরা আলাদাভাবে এই হিসাবটা রাখতে পারব ।

স্যার, শুধু তাই নয়, এই বিদ্যুতের বিল চুকিয়ে দেবার ক্ষেত্রে আমাদের কোন ত্রুটি নেই। এখন পর্যন্ত স্যার, আমাদের কোন দেনা নেই। কিন্তু তাদের আমলে এই বিদ্যুতের দেনা আমরা যখন সরকারে আসি তখন আমরা সেই দেনা পেয়েছি ২৭ কোটি টাকা। সেই তাদের সময়ের ২৭ কোটি টাকা দেনা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ আনতে হয়েছে। স্যার, আমি এইখানে বলতে পারি যে, আমাদেরকে নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজিয়নের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের যে মিটিং হয়ে গেল সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের খুব প্রশংসা করা হয় যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যই একমাত্র রাজ্য যে রেগুলার তার পেমেন্ট করে যাচ্ছেন-কোন দেনা নেই আর উনারা সেই একটি পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন যে, আমাদের রাজ্যের নাকি ১৪ কোটি টাকা বিদ্যুতের দেনা রয়েছে এবং এই দেনার জন্য নাকি আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। এইটা সম্পূর্ণ অসত্য। আসলে ঘটনাটা হচ্ছে মেঘালয়ের কাছে আসামকে দেনা রয়েছে ৬৩ কোটি টাকা এবং এম, এস পি, সি র কাছে দেনা হলো ৭৩ কোটি টাকা। আর এইটাকে সাজিয়ে পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে যে, ত্রিপুরার দেনা রয়েছে এইজন্য নাকি বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এই হল আসল ব্যাপার। ত্রিপুরা রাজ্য তার দেনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আপনারা নিশ্চই জানেন এই ব্যাপারে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে গৌহাটিতে ছুটে যেতে হয়েছিল-অথচ তখনতো এই মাননীয় বৈদ্যনাথবাবুই ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী-তিনি যেতে পারেননি। কাজেই এইসব দেনার জন্য বিদ্যুৎ দেওয়া হত না সেটা আপনাদের সময়েই হত। আমরা এই দেনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

স্যার, আরেকটা কাট মোশান আনা হয়েছে অভিযোগ করে যে-গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে নাকি বৈষম্য হচ্ছে। স্যার, এইটা উনাদের সময়েই হত। উনাদের সময়ে যদি সি, পি, এম. এর সমর্থক হত তাহলে তার বাড়ীতে বিদ্যুৎ যেত, আর কংগ্রেস-টি, ইউ, জে এস হলে সেখানে বিদ্যুৎ যেতনা। কিন্তু আমাদের জোট সরকারের আমলে সেটা হয় না। আদমসুমারী অনুসারে এইটা কোন কংগ্রেস না কোন টি, ইউ, জে, এস, না বা কোন সি, পি, এম না, ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামেই আমরা বিদ্যুৎ যাতে দিতে পারি এই লক্ষ্য রেখে এই দপ্তর তথা এই সরকার

কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা বিদ্যুতের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, আশাকরি কিছুদিনের মধ্যেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব।

আরেকটা অভিযোগ মাননীয় সদস্যরা এনেছেন কাটমোশানে যেটা জল সেচের ব্যবস্থা। ১৯৯০-৯১ সালে আমাদের ৮০টা পাম্পসেট বসানোর টার্গেট ছিল এবং সে টার্গেট যাতে আমরা পুর্ণ করতে পারি তা রজন্য ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য মাখন বাবুরা শুনে খুশী হবেন যে, বিদ্যুতের দিক থেকে তাদের আমলের তুলনায় এখন অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত কাট মোশান এনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে।

আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা বলতে চাইছেন যে মিনিষ্টাররা নাকি খুব বিলাসিতা করছেন। স্যার, আমি বুঝিনা উনারা যে সমস্ত কোয়ার্টারস্-এ থাকতেন সে-সব কোয়ার্টারসেই.তা আমরা বাস করছি। এবং বিশেষ করে আমি যে কোয়ার্টারে থাকি সেটা তো উনাদের আমলে একজন অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট থাকতেন তাহলে বিলাসিতা কোথায় হল ?
অতিরিক্ত পয়সা কোথায় লাগছে ? মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যাকিছুটা বেশী হওয়াতে আমাদের কোয়ার্টারে লাগছে। কাজেই বিলাসিতা বলতে আপনারা যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আপনারা একটা কুৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে মাননীয় সদস্য বিধুভূষন বাবু সিকিউরিটির কথা বলেছেন। উনাদের সময়ে সেটা আমাদের দেওয়া হত না। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু সরকার পক্ষই নয়, বিরোধী পক্ষের যারা জিততে পারেন নাই তাদেরকেও সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছেন। বিবেকানন্দবাবু ও খগেনবাবু তাদের ঘরে পর্যান্ত সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। আজকে আপনারা বলছেন যে, সিকিউরিটি লাগবেনা। স্যার, কালকেই গিয়ে উনারা বলবেন যে সিকিউরিটি ছাড়া বের হওয়া যাবে না। প্রত্যেক ডি. এমকে উনারা লেখেন ডি. এম আমাদের কাছে লেখেন। এই ভাবে তারা আমাদের পুস করতে থাকেন-সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য।

তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন আছে গাড়ি-সিকিউরিটি সব দিতে হয় সব দিতে হয়। নৃপেনবাবুতো এখনও ভাবেন, এমন ভাবে চিঠি লিখেন যে মনে হয় এখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। অর্ডার কেরি করতে হবে; এমন ভাবে চিঠি। স্যার, এখানে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে। মহারানীর কথা এখানে তোলা হয়েছে। মাখনবাবু এখানে অভিযোগ অভিযোগ এনেছেন

মহারাণীকে নাকি বিদ্যুৎ সাবসিডিতে দেওয়া হয়। মহারাণী বা রাজা সবাই কে আইনের মধ্যে চলতে হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে রাজন্য ভাতা তুলে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে তিনি সেটার প্রাপ্য নন। সেটা ল ডিপার্টমেন্টের ক্ল্যারিফিকেশানের জন্য আমরা পাঠিয়েছি। ইন দি ম্যাইন টাইম আমরা এক মাসের সময় দিয়েছি। এরমধ্যে এটা চুকিয়ে দিতে হবে। কাজেই এটা কোন কথা হয় না। আমার নিজেরও পেমেন্ট করতে হয়। মহারাণী বা মহারাজা বলে কোন কথা নয়। ১৯৭৯ইং থেকে কোন বিলই দেওয়া হয় নাই। এইভাবে যদি প্রত্যেকটা দপ্তর চালিয়ে যান তাহলে তার আয়ু থাকবে কোথায়?

স্যার, নৃপেনবাবু চিঠি লিখেছেন-যদি কোন কারণে সেটা প্রডিউস করতে হয় আমি করব। উনি চিঠি লিখেছেন। পি.ডব্লিউ, ডির সেক্রেটারীকে যে মহারাণীর বিল কত বকেয়া আছে, সেটা দেওয়া হোক। সেই চিঠি আমার কাছে আছে এবং আমি ঠিকমত উত্তর দিয়েছি ফটোস্টেট কপি সহ। ১৯৭৯ইং সাল থেকে কোন বিল দেওয়া হয় নাই। আর মহারাণী মনে করছেন যে, নিশ্চয়ই সেটা আমাকে দিতে হবেনা। লেজার বুকে লেখা হয় না। কার কাছে কত পাওনা সেটাও লেখা হয় না। কোন হিসাব নেই স্যার।

অতএব, যেসমস্ত কাট মোশান আপনারা এখানে এনেছেন, সেগুলি প্রত্যাহার করে নিবেন এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিস্টার সমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— (মন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, আমি মূখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। সেই সঙ্গে বিরোধী দল কতৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্রেশ্বর দাস টি,আর.টি,সির মিস্ মেনেজমেন্টের ব্যাপারে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন।

আমি তার একটা উদাহরন দিচ্ছি, গত জানুয়ারীর ৯০ইং থেকে ডিসেম্বর ৯০ইং এর মধ্যে আমরা ৩২৩টি বিভাগীয় প্রসেডিংস দায়ের করেছি। তাছাড়া টি,আর.টি,-সির এনফোর্সমেন্ট উইং এ আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষমতা দিয়েছি। যাতে অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ্ মিস ম্যানেজম্যান্ট না থাকে। আর এম, বি, অ্যাক্ট এর ১৭৮ ধারা

অনুযায়ী অপরাধ ঘটনাস্থলে যাতে নিস্পত্তি করা যায়, সেই ক্ষমতাও আমরা প্রদান করেছি। এনফোর্সমেন্ট অফিসার, ম্যানেজিং ডাইরেকটর, ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট, ট্রাফিক ম্যানেজারদের। এই সমস্ত দিকে তদানীন্তন সরকারের সময় আগে কোন লক্ষ্য নেওয়া হত না। আমরা এই এনফোর্সমেন্ট অফিসার ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেকটর এবং ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজার উনারা ঘটনাস্থলে রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে পরিদর্শন করে। গত জানুয়ারী থেকে এই ডিসেম্বর পর্যান্ত ২৪১টি ঘটনার নিস্পত্তি ঘটনাস্থলেই করেছেন। উরা ত্রিশ হাজার পাঁচশ চার টাকা জরিমানা করেছেন। কাজেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিস ম্যানেজমেন্ট কথা বলে যে কাটমোশান বা ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি টি, আর, টি, সি গত দশ বছরের তুলনায় আমাদের উপর কোটি কোটি টাকা প্রায় একশ কোটি টাকা বাকী রেখে ওরা ক্ষমতা আমাদের উপর সমর্পন করে চলে গেছেন। টি, আর, টি, সি একশ কোটি টাকা ঋণের দায়ে জর্জরিত। উনারা ঋণ দেওয়াতো দূরের কথা সুদও উনারা দেয়নি। কাজেই আজকে অ্যাডমেনেসট্রেটিভ মিস-মেনেজমেন্ট-এর জায়গায়, মেনিজমেন্ট যখন এসেছে তখন উনারা এইসব চিৎকার করছেন। কাজেই আমি মনে করি এই ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সস্তা বাহ্বা নেবার জন্য। কাজেই আমি ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। পূর্বদপ্তরের ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য সমরবাবু, মতিলাল সরকার, কেশববাবু এবং গোপাল দাস। উনারা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এক কথা বলে। আর সুনীলবাবু আষাঢ়ে গল্প কিছু কেদেছেন এখানে। কারণ কাট মোশান আনতে গিয়ে উনারা ক্ষমতায় ছিলেন দীর্ঘ দশ বছর উনারা কাট মানির কথা ভুলতে পারেন না।

ওনারা সব কিছুতেই কাট মানি দেখেন। তাই এখন বিরোধী দলে গিয়ে ভাবেন যে, কাট মোশান এনে যদি আমরা কিছু কাট মানি পাই, তাহলে আমরা বিরোধী দলে থেকেও কাট মানি পেলাম। ঐ চিন্তায় ওনারা কাট মোশানগুলি আনেন।

মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহোদয় বলেছেন যে, বিশালগড়ের ছয়টি রাস্তার নাম বলেছেন (বিশালগড় ব্লকের) দেবীপুর বাজার থেকে, কামথানা থেকে, দুর্গানগর, পুর্বলক্ষীবিল এই রকম ছয়টি রাস্তার কথা বলেছেন। উনি বলেছেন যে, চারশ পারসেন্ট এভাবে এই কাজগুলি টেণ্ডার করে বিলি করা হয়েছে কিংবা রিকুইজিশানে দেওয়া হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি থেকে চার কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে আপনার অবগতির জন্য

জানাচ্ছি এই যে, ছয়টি/সাতটি কাজের কথা বলেছেন, কোন কাজেই চুয়াম্ন থেকে বাট পারসেন্ট এভাবের বেশী দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকগুলি কাজ টেণ্ডার করে গেজেট নোটিফিকেশান পত্রিকায় দিয়ে যিনি লয়েস্ট হয়েছেন তাকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কোন কোন জায়গায় লয়েষ্ট রেটকে বাধ্য করা হয়েছে রেট কমানোর জন্য। সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেটা করেছে। উনি চাবশ কেন এই ছয়টি রাস্তার মধ্যে যদি একটি রাস্তা উনি দেখাতে পারেন যে একশ পারসেন্ট এভাবে দিয়েছে তাহলে আমরা উনার যে অভিযোগ সেগুলি সত্য বলে ধরে নেব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মনুবক্কুলের কথা বলেছেন। মাননীয় বন্ধু অনিল বাবুকে একদিন বলেছিলাম আমাকে না খেপানোর জন্য। উনি মধ্যে মধ্যে কুটকুটি করে উঠেন এটা ঠিক না। আমি আশা করব আমার যখন বন্ধু আমি যখন কথা বলব তখন ধ্যান দিয়ে শুনেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—আরে বন্ধু বলে যান আর বাধা দিচ্ছি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : আচ্ছা, আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাকে বন্ধু হিসাবে কাটাবেন না। এই যে, মনুবক্কুল রাস্তার কথা বলা হয়েছে। সেই রাস্তা উনাদের আমলে বাদল নন্দীকে দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। এবং জনশ্রুতি সাব্রুম এলাকায় বিধায়ক কিংবা আমাদের আর একজন প্রার্থী যিনি ছিলেন মনোরঞ্জন বাবু। উনাদের আমলে কাজের অর্ডার বাদল বাবুকে দেওয়া হয়েছে। তারপর এক্সট্রা আইটেম ২৫ পার্সেন্ট দিয়ে উনি ৫০,০০০ ০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিয়েছেন। এটা বাদলবাবু আমাকে নিজে বলেছেন। এবং মনোরঞ্জন বাবুও নিজে বলেছেন। মনোরঞ্জন নাথ আমাদের প্রার্থী ছিলেন। সেই দুঃখ মনোরঞ্জনবাবু ভুলতে পারেন না। আপনার মিথ্যাটি আমি ধরিয়ে দিলাম। আর একটি কথা উনারা বলছেন যে আমরা ৫৪ লক্ষ টাকার একটি নতুন অ্যাষ্টিমেট করেছি। এই এষ্টিমেট করা হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকার। ফর মেটিলিং অফ দ্য রোড বক্কুল টু মাদারাম বাড়ী। আমাদের ঐ রকম এষ্টিমেট এখনও করা হয়নি। অ্যাষ্টিমেট একটি হয়েছে সেই অ্যাষ্টিমেট ১৪ লক্ষ টাকার। ৫৪ লক্ষ টাকা নয়। উনারা কাটমানি করতে করতে ১৪র জায়গায় ৫৪ দেখেন। এবং ৫৫ লক্ষর জাগায় ৫ কোটি দেখবেন। কারন উনারা এখন দিবারাত্র কাটমানি সপ দেখেন।

এইটুকু আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে আমরা কংগ্রেস এবং টি,ইউ,জে,এস সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের মন্ত্রী এবং বিধায়করা এই কাটমানি যেটা বুঝেন না তার বড় একটি প্রমাণ। আমাদের ভগ্নপ্রায় কংগ্রেস অফিস। আমাদের কংগ্রেস অফিসটাকে ঠিক করতে পারছে না। অথচ আপনারা গত দশ বছরে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে অফিস খুলিয়েছেন। কর্মচারীদের ৫তালা বাড়ী করে দিয়েছেন। যে পত্রিকা দেড় থেকে দুই হাজার চলত সেই পত্রিকাকে আপনারা মডার্ণ বিল্ডিং করে দিয়েছেন। ডাইনিং রোম; স্লিপিং রোম, এয়ার কণ্ডিশান রোম সমস্ত কার্পেট টার্পেট পেতে আপনারা অফিস করেছেন। কিন্তু আমরা এর আগে ত্রিশ বছর শাসনে থাকা সত্ত্বেও আমাদের কংগ্রেস অফিস আমরা ঠিক করতে পারি না। কংগ্রেস অফিস ভগ্নপ্রায়। এই তিন বছর আসার পরও আমরা মেনটেনেস্ করতে পারছিনা। কাজেই কংগ্রেস ব্যক্তিগত দালান নয়। কংগ্রেস বিশ্বাসী আপনারা ভাল করে জানেন। সুধীরবাবু ব্যাক্তিগত বিশ্বাসী এই সমস্ত নয়, এইগুলি আপনারা বলে থাকেন। এইগুলি বলে আপনারা ফাটল ধরাতে পারবেনা। যাইহোক আমি আপনাদের সঙ্গে তর্কে যাইতে চাইনা। আমি একটি ব্যাপারে বলতে চাই যে কাটমানি আপনারা চৌদ্দকোটি তিপান্ন লক্ষ সাতশত টাকা, এই অ্যাষ্টিমেট হয়েছে ফর মেটেলিং ছাট রোড ১৪ লক্ষ। ৫৪ লক্ষ নয়। মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয় আমরা পূর্তদপ্তরের প্রতি যে রিভাইজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে চার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছিলাম।

আমাদের প্রয়োজন হয় রাস্তা এবং সেতুগুলো মেরামত করতে কম পক্ষে বছরে নয় কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের দেওয়া হয়েছে ১৯৯০-৯১ সালের জন্য চারকোটি ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা। আপনারা আপনাদের সময় এই দশ বছর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শাল বলেন সেগুন বলেন গর্জন বলেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কাঠ পাচার করছেন। আমরা এসে শাল ফরেষ্ট থেকে কাঠ কাটতে দিচ্ছি না। এমন কি সরকারী কাজেও আমরা এলাও করছি না। যার জন্য এটা ঠিক সাময়িক কাঠের অভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের জন সাধারনের কোথাও কিছু অসুবিধা হচ্ছে। কিছু কিছু ব্রীজ এস, পি, টি ব্রীজের মেনটেন্যান্সের দরকার। এবং সেইগুলি আমরা হাত দিয়েছি। যেহেতু কাঠের পরিপক্ক কাঠ পাওয়া যায় না। সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে আমরা স্পান পাইপের ছোট ছোট ব্রিজগুলো করব।

কিংবা আমরা আর, সি, সি, ব্রীজ করব ১০ থেকে ২০ পার্সেন্ট যে সমস্ত কাঠের ব্রীজ আছে, সেগুলিকে আমরা কনভার্ট করব স্প্যান পাইপ দিয়ে। আপনাদের আমলে পূর্তদপ্তরের যে বাকী রয়েছে, সেগুলির জের আমাদের এখানো টানতে হচ্ছে। এটা আমরা বুঝি যে এতে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারন মানুষের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, সে দিক বিবেচনা করেও আমরা সচেষ্ট। কাজেই এই সমস্ত ব্রীজ বা রাস্তা গুলি চালু করতে গিয়ে যে পরিমান টাকার প্রয়োজন হবে, তা হচ্ছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মত যেটার জন্য আমরা এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চেয়েছি যাতে এই রাস্তা এবং ব্রীজগুলির ব্যাপারে আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারি, এই আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি (শ্রীসুনীল চৌধুরী)—ঘোড়াকাপ্পা রাস্তাটি হবে তো? হাঁ। ঘোড়াকাপ্পা রাস্তাটিও যাতে ঠিক মত হয়, সেদিকেও আমরা নজর দেব। কাজেই, মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চেয়েছেন, সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধের দাবী এনেছেন, সেটাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি। অন্য দিকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী, ফইজুর রহমান, মতিলাল সরকার, বিদ্যা দেববর্মা মহোদয়রা ডিমাণ্ড নং ৩৬ মেজর-হেডের উপর যে সব কাটমোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী বলেছেন যে আর, কে, নগর ক্যাটল ফার্ম ধংসপ্রায় কাজেই কাটমোশান এনে তিনি তার প্রতিবাদ করছেন। আমার মনে হয় আর, কে, নগর ক্যাটল ফার্ম সম্পর্ক মাননীয় সদস্যের কোন অভিজ্ঞতা নেই-এটা একটা মিশ্র খামার। তার জন্য প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে ২৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; আর তার থেকে আমাদের প্রতি বছর আয় হচ্ছে ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। এছাড়া এই ক্যাটল ফার্মে দুটো প্রজেক্ট রয়েছে, তার একটা হল দুধ উৎপাদন ব্যবস্থা যেটা ঐ ক্যাটল ফার্মেরই অংশ, ১৯৭৮-৮৮ সনে বাম ফ্রন্টের আমলে যেখানে ১০৩.৩ মেট্রিক টন দুধ উৎপন্ন হয়েছিল, এই বছরে আমাদের আমলে এই নভেম্বর মাস পর্যন্ত দুধ উৎপন্ন হয়েছে ১৫৩.৭ মেট্রিক টন। অতএব, উনাদের আমলের তুলনায় আমাদের আমলে এই ক্যাটল ফার্মে অনেক বেশী দুধ উৎপন্ন হয়েছে। তারপর আছে হাঁসের ব্যাপার। তাতেও উনাদের আমলে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৪১টি হাঁস, আমাদের আমলে

উৎপন্ন হয়েছে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৪৬টি হাঁস। অতএব, দেখা যাচ্ছে এই আর, কে নগর ক্যাটল ফার্মে উনাদের আমল থেকে আমাদের আমলে অনেক বেশী হাঁস উৎপন্ন হয়েছে। মাখনবাবু আরও দাবী করেছেন যে পশ্চিম কল্যাণপুর এবং পশ্চিম বিলা-গুলিতে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার দাবী করেছেন। হাঁ, দাবী আছে, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাদের আমলের ১০ বছরে যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, তাতে বছর প্রতি ৫টি করে কেন্দ্রও স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, অথচ আমরা এই আর্থিক বছরে ইতিমধ্যে ১১টি কেন্দ্র উদ্বোধন করেছি এবং আগামী মার্চের মধ্যে আরও ১৩টি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করছি।

দাবী থাকতে পারে, কিন্তু বামফ্রন্টের আমলের তুলনায় অনেক বেশী প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। তারা যে বিরোধীতা করছেন সেটা শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার বলেছেন যে, রাজ্যের পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির চরম অবস্থা উনাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র কয়টা ছিল? তাদের আমলে একবার মড়কে সমস্ত শূকর মরে গেছে বলে তারা রটিয়ে দিয়েছিল এবং এই জন্য কি করতে হবে? না ২০০ টাকা করে সবাইকে দিয়ে দাও। এই করে ২০ লক্ষ টাকা তারা নির্বাচনের পূর্বে সরকারী কোষাগার থেকে বিলি করেছিলেন। প্রত্যেকটি ব্লকের মাধ্যমে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত টাকা এই ভাবে আত্মসাৎ করেছিল। মাননীয় সদস্য ফৈজুর রহমান এখানে বলেছেন যে মেডিসিনের চরম অবস্থা। তাদের আমলে এই অবস্থা ছিল। তারা একবার বলেছিলেন যে বাত রোগে সমস্ত গরু মারা গেছে। এই ধোকাবাজী এখন এই রাজ্যে নাই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮৭-৮৮ সনে ৭৯৩৪ টি প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়েছিল। এই বছর আমরা দিয়েছি ৬৪১১ টি। মোট পশু চিকিৎসা করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৯ টি। তাদের আমলে ১৯৮৬—৮৭ ছিল চার লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩৬ টি। সেখানে বামফ্রন্টের তুলনায় কম হয় নাই। গোপ্রজনন কেন্দ্র বামফ্রন্টের আমলে ১৯৮৭-৮৮ সনে ছিল ৪ হাজার ২৯৯ টি। আর আমরা করেছি ৫২২৬ টি। তাহলে তাদের তুলনায় অনেক বেশী করেছি। কাজেই উনারা যে কাটমোশান এনেছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। সাব্রুম সেখানেও করা হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করব যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাদের স্ব স্ব কাটমোশান প্রত্যাহার করে নেবেন। স্যার, সমরবাবু ২৯

তারিখ বলেছেন, পশুপালন দপ্তর শেষ হয়ে গেছে। মন্ত্রী নিজেই গরু পাচার করে দিয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই, আমি সেদিন উপস্থিত না থাকার জন্যই তিনি এত বড় কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছেন। তবে আমি বলতে পারি, উনি সোনামুড়ার লোক, উনি আমার বংশ এবং জীবনী খুব ভাল ভাবেই জানেন। কাজেই, আমি বলতে পারি, আমি না থাকায়ই সেদিন তিনি এতবড় কথা বলার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। স্যার, আমার কাছে দৃষ্টান্ত আছে। আমি এখানে একটি ঘটনা বলছি। বেশী বলব না। ভুলাল মিঞা, মন্টু মিঞা, কাশেম মিঞাকে যখন গরু চোর হিসাবে ধরা হল, তখন তারা বড় সি. পি. আই (এম) সমর্থক হয়ে গেল। কাজেই, চোরকে ধরা হলে পর কমিউনিষ্ট পার্টির ইনক্লাব জিন্দাবাদ শুনলে পর ছেড়ে দেওয়া হত। বন্দুক চুরি হল। সমরবাবু নিজে নৃপেন বাবুকে নিয়ে থানায় গিয়ে বললেন, সে বন্দুক ধরা হবে না। স্যার, ১০ বছর প্রশ্রয় দিয়েছেন এখনও দিচ্ছে। স্যার, গরু পাচারের নায়ক উনি নিজেই। স্যার, এখানে আমি একটি গল্প বলছি। গল্পটা খুবই ছোট। একটি পুকুরে সকাল বেলা প্রতিদিন ২টি লোক স্নান করত। তারমধ্যে ছিল একজন চোর, আর একজন ঠাকুর। দুই ঘাটে দুইজন স্নান করত। চোরটি ভাবত, ঐ ঘাটের লোকটি বুঝি চোর। আর ঠাকুর ভাবত, ঐ ঘাটের লোকটি ঠাকুর। উনারা নিজেরা বাংলাদেশে পাঠাতেন বলে আজকে আমাদেরকেও তাই ভাবছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে, তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য অনুমোদন চেয়েছেন, তার সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব রেখেছেন, তাকে সমর্থন করছি, এবং বিরোধী দল থেকে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে নানা কারনে। তারমধ্যে

প্রথম কারন হচ্ছে, খরচ করতে গিয়ে কিছু বেশী খরচ হয়ে গেছে। আর কতগুলি কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনেক টাকা দেওয়া হয় সেগুলি খরচ করতে গেলে অ্যাসেম্বলীতে কনফারেন্স লাগে সে জন্য আনা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দেখলাম, টাটাই প্রস্তাব গুলির কোন রিলেশন নেই। স্যার, ফিসারীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এর কারন হচ্ছে, ফিসারীজ ইনপুটসের জন্য। স্যার, লবন, ওয়েল কেক্, চুন এই সমস্ত কারনে খরচ করতে হবে বলে এই টাকাটা ধরা হয়েছে।

এইগুলি যারা গরীব মৎস্যজীবি তাদেরকে বিতরন করা হয়। কারন শুধু ফিসারীর জন্য জল থাকলেই চলবে না সেখানে মাছ চাষের দরকার আছে। আগের সরকারের নীতি ছিল শুধু জলের এলাকা বাড়ানো। আমরা বলেছি শুধু জল তৈরী করে দিলেই হবে না। মাছ কিভাবে উৎপাদন করতে হবে সেই টেকনোলজিও তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন আছে সেগুলি আমাদের সরবরাহ করতে হবে। এই কারনে ৫০ পার্সেন্ট ভর্তুকীতে লবন ও চুন এবং অন্যান্য মাছের খাদ্য সরবরাহ করা। সেখানে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সেখানে কাটমোশান আনা যেতে পারে। তা না করে কেন অমুক কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে জলাশয় দেওয়া হল না এই সমস্তের উপর উনারা কাটমোশান এনেছেন। এখানে এগ্রিকালচারের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এটার মধ্যে মেইন আইটেম হচ্ছে আলুর বীজ। নতুন যে বীজ সর্ষের দানার মত, ১০০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রতি হেক্টরে ২ হাজার কে, জি, উৎপাদন হয়। যেখানে এই রাজ্যের জন্য ১০-১২ হাজার টন আমাদের আলুর বীজ আনতে হত, সেখানে এখন একটা ব্যাগেই আমরা নিয়ে আসতে পারি। এই হচ্ছে টেকনোলজী। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমানের আলুর বীজটি দ্বিগুন ফসল দেয়। এন, ই, সি এটাকে অনুমোদন দিয়েছে এবং প্ল্যানিং কমিশনও অনুমোদন দিয়েছে। এটার জন্য এন, ই, সি ৪২ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছে। এই ৪২ লক্ষ টাকা আমরা কিভাবে খরচ করেছি সেটা আপনারা নাগি ছড়াতে গিয়ে দেখতে পারেন। মশারী টাঙ্গিয়ে, মেল এবং ফীমেল এগুলিকে সংরক্ষন করা হচ্ছে। এর পর বাইরে থেকে এনে বীজ তৈরী করা হচ্ছে। ৫ হেক্টর জমিতে এই বীজ তৈরী করা হচ্ছে। গতবার আমরা আড়াই কে, জি, বীজ উৎপাদন করে-

ছিলাম। এবার আমরা ৮ কে, জির মতো পাব আশা করে ছিলাম। এখন দেখা গেছে ১২ কে. জি, বীজ পাওয়া গেছে। আমেরিকাতে একটা ফার্ম ২০ কে. জি, পর্যন্ত করতে পারে। তারপর আমাদের এই ছোট ষ্টেট দ্বিতীয় স্থান দখল করবে এই আলুর বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। আলুর উৎপাদনের ব্যাপারে খুবই উদ্যোগ নিচ্ছি। ওখানে আমাদের ৫-৬ জন সাইনটিষ্ট দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন এবং আরও কিছু ষ্টাফ তাদেরকে এসিষ্ট করছেন। এর মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই কাটমোশান আনবেন। আপনারা নাগিছড়াতে গিয়ে একবার দেখে আসুন। আমাদের ২১ জন মন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে গিয়ে দেখেছেন। আমি তো প্রায় সময়েই নাগিছড়াতে যাই। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী একটা ভাইটাল প্রশ্ন করেছেন পাওয়ার টিলার সম্পর্কে। আপনারা ১০ বৎসরে এমন করে দিয়ে গেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের চাষীদের পাওয়ার টিলারের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। আপনারা একটা চুক্তি করেছেন কেরলার ক্যান কোং এর সঙ্গে যে ওনাদের কাছ ছাড়া ভারতবর্ষের এমন কি পৃথিবীর কারো কাছ থেকেও কিছু আনবেন না। এই চুক্তি আপনারা করেছেন। এই বার আমি চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, একটা আনন্দের কথা হচ্ছে যে, আমরা কৃষকদের এ. ডি. টি, এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যেমন কো-অপারেটিভ ইত্যাদি থেকে আরও অনেক বেশী সাপ্লাই চাওয়া হয়েছে। তাই বুঝা যাচ্ছে কাজের পরিধিও বেড়ে গেছে। এই-বার আমি বলছি ১১৩ জন চাষী পাম্প নিয়েছেন। আপনারাই তো কেরালার ব্যাংক কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। আমরা কোথা থেকে তার বেশী আনতে পারব। এই কোম্পানী যা দেবেন তাই আমাদের আনতে হবে। আপনারা তো চ্যাসকোর উদাহরণ দিচ্ছেন, এটা আমাদের বলতে হবে না। আমি আশা করি মাছের উৎপাদন বাড়ানোর যে লক্ষ্য এটা আপনারা স্বীকার করে নেবেন। এর জন্য জলাশয় এইগুলির ক্ষেত্র প্রায়রিটি বেসিসে মস্য চাষীদের দেওয়া হয়। এই রকম ১০টা মৎস্যজীবি সংস্থা আছে তাদের কোন ডিসট্রার্ব করা হয় না। আর এমন অনেক আছেন যারা নিজেদের মধ্যে কে কত টাকা খাবেন এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছেন এবং মস্য চাষ তার জন্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অনেক আছেন তাদের মধ্যে যারা মস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত নয়, উনারা হচ্ছে নকুল বাবুর লোক। কাজেই

এই সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য আমরা একটা কমিটি গঠন করেছিলাম। সেই মিটিং-এ এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের রিকমানডেশ্যান অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে ফলে মৎস্য উৎপন্ন বাড়ছে তাতে সামগ্রিকভাবে মৎস্য চাষের উন্নতিই হচ্ছে। এই টাকা খাওয়ার সুযোগ এটা আমার নেই। তথাপি আমি বলব এই সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি যেটা এসেম্বলী হাউস থেকে বাতিল হওয়ার কথা। গভর্ণমেন্ট এটা ট্যাকনিক্যালি এবং পলিটিক্যালি সমস্ত ব্যাপার খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

PRIVILEGE CASE AGAINST THE EDITOR, DAILY DESHER KATHA

Mr Speaker three fourth Hon'ble Members, In pursuance of the Resolution adopted the House on 4.2.1991 to effected that Shri Gautam Das Editor Daily Desher Katha, be taken into custody and produced before the House by the police on or before 4 P.M. of 7.2.1991, a warrent was issued by me on 4.2.1991 to produce Shri Das before the House on the date and time mentioned above, to recive the reprimand. The Police authority has informed me today that Shri Gautam Das, Editor is absoconding himself to evade the effect of arrest and as such they could not execute the warrent.

শ্রীঅমল মল্লিক (চেয়ারম্যান): — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি 'ডইলী দেশের কথা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগৌতম দাসের বিরুদ্ধে গত ৪-২-১৯৯১ইং তারিখ একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছিলেন।

এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীগৌতম দাসকে ৭।২।৯১ইং তারিখে বিকাল ৪টার মধ্যে হাউসে উপস্থিত করার জন্য। পুলিশ কতৃপক্ষ তাদের রিপোর্টে বিধানসভা সচিবালয়কে জানাইয়াছেন যে, যেহেতু শ্রীদাস গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়ানোর জন্য পলাতক অবস্থায় আছেন এবং এই কারনে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি হাউসের সামনে এই রিজলিউশানটি যুক্ত করছি হাউসের সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য।

মোশান

"Whereas the Hon'ble Speaker issued a warrent in pursuance of the Resolution adopted by the House on 4-2-91 directing the police authority to produce Shri Gautam Das, Editor 'Daily Desher Katha' before the bar of the House

on or before 4 P.M. of 7-2-91 to receive reprimand,

And whereas the police authority informed the Secretary. Tripura Legislative Assembly today that the said Sri Gautam Das was found absconding to evade the effect of arrest.

Now, therfore, this House do resolve that afresh warrent be issued by the Hon'ble Speker for production of said Sri Gautam Das. Editor "Daily Desher Katha" before the bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3 P.M. of 15th day of February, 1991.

The police authorities be directed to extend their services in this behalf."

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এইটা চলতে দেওয়া যায়না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা।

শ্রীবিমল সিন্হা :—এইটা গণতন্ত্রকে হত্যা করা ছাড়া আর কিছুই না। এইটা চলতে দেওয়া যায়না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি :— 'Whereas the Hon'ble Speaker issued a warrent in pursuance of the Reasolution adopted by the House on 4-2-91 directing the police authority to produce Shri Gautam Das, Editor 'Daily Desher Katha" before the bar of the House on or before 4 P. M. of 7-2-91 to receive reprimand.

And whereas the police authority informed the Secretary Tripura Legislative Assembly today that the said Shri Gautam Das was found absconding to evade the effect of arrest.

Now, therefore, this House do resolve that frash warrent be issued by the Hon'ble Speaker for production of said Shri Gautam Das, Editor 'Daily Desher Katha' before the bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3 P.M. of 15th day of February, 1991.

"The police authorities be directed to extend their services in this behalf.'

(The Resolution was adopted by the House)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : —স্যার, কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই নিজের সীটে ছিলেন না। অন্যের সীটে দাড়িয়ে কথা বলেছেন। অ্যাসেম্বলীর প্রসিডিউর অনুযায়ী এইভাবে কথা বলতে পারেন না। কাজেই সেগুলি অ্যাক্‌সপানজড করা হোক।

মি: স্পীকার : — বুঝতে পারলাম না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মেম্বাররা যখন কথা বলেন তখন নিজের সীটে দাড়িয়ে কথা বলেন। উইদাউট পারমিশান অফ দি স্পীকার এইভাবে অন্যের সীটে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, তারা কিছুক্ষন আগে যা বলে গেলেন কেউ নিজের সীটে দাঁড়িয়ে কথা বলেননি, তাই এইগুলি প্রসিডিংস থেকে অ্যাক্‌পানজড্‌ করা হোক।

মি: স্পীকার : - ওয়ান শুড নট ইউটিলাইজ দি আদারস্‌ মাইক্রোফোন, উইদাউট দা পারমিশান অফ দি স্পীকার। সো ইট ইজ অ্যাক্‌সপানজড্‌।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, আমার যে কয়েকটা ডিমাণ্ড-এর উপর কাট মোশান ছিল আমি সেগুলির উপর একটু বলব, বেশী সময় নেব না। স্যার, এইটা আমরা এডিশন্যাল কিছু আনিনি, আমরা এখানে যেটা এনেছি আমি আমার জেনারেল ডিসকারশানে বলেছি যে ইণ্টার এডজাষ্টমেণ্ট ও গুড ম্যানেজমেণ্ট অফ্‌ ফিনানশিয়াল এডমিনিষ্ট্রেশান সম্বন্ধে আমরা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দটা এনেছি। আমি এটাও বলব সমস্ত দপ্তরগুলিকে তারা তাদের যে গুড ম্যানেজমেণ্টের একটা প্রমান এখানে দিয়েছেন কারণ, বাজেটে যে সমস্ত বরাদ্দগুলি থাকে সেগুলি ফিনানসিয়াল ইয়ারের মধ্যে ব্যয় করতে না পারলে সময় মত সেটা সারেণ্ডার করতে হয় এবং যথা সময়ে সারেণ্ডার করলে অন্য কোন দপ্তর সেট'কে কাজে লাগাতে পারে। আমাদের দপ্তরগুলি যেটা সময় মত করছেন এবং সেটাকে যে পারপাসে

দেওয়া হয়েছে সেটা খুবই যথোপযুক্ত, সেটা হল পাবলিক পারপাসে সেটা দেওয়া হয়েছে কাজেই আমি বলব এই সমস্ত কাট মোশানগুলির কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব থাকত যদি সেটাকে এডিশন্যাল করা হত তাহলে। আমাদের দপ্তরগুলি সময় মত অর্থ সাপ্লাই করাতে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং যারা এই টাকাটা নিয়ে জনস্বার্থে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এই টাকাটা খরচ করেছেন তাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাই। আর এখানে ওয়েষ্ট ফুল এক্সপেনডিচার, অপব্যয় অপচয় এই রকম অনেক কথা বলছেন। স্যার, একটা বাজেট থেকে যদি ১৮ কোটি টাকার মত ইকনমি করা হয় আর তার বেশীর ভাগই হচ্ছে নন-প্ল্যানে, তাহলে এইটা কি অপব্যয় করা হল এইটা কি ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার হল? সুতরাং আমি বলব, এই কাট মোশানগুলি যেমন এখানে এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় তিনি বলেছেন ডিমাণ্ড নং-৯ এর মেজর হেড ২০৫২, ২০৭০, এর মধ্যে কাট মোশান এনেছেন অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা হয়েছে, অর্থ দপ্তর আরোপিত ব্যয় সংকোচন ও মিত ব্যয়িতার নির্দ্দেশ যথাযোগ্য ভাবে পালন করা হয়েছে। সুতরাং মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের সম্পর্কে যে ছাঁটাই প্রস্তাব সেটাকে মেনে নেওয়া যায় না। তারপর মাননীয় সদস্য নকুল দাস ডিমাণ্ড নং ৯ এর ২০৫২ তে তিনি বলছেন কলকাতা দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিলাসের জন্য সরকারী অর্থের অপব্যয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিলাস ভ্রমনের অপচয় রোধ করতে ব্যর্থতার প্রতিবাদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ সরকারী প্রয়োজনে দিল্লী ও বিভিন্ন রাজ্যে যাতায়াত করিয়া থাকেন, সচরাচর রাজ্যের ভবনগুলিতে অবস্থান করিয়া থাকেন, কলকাতা ও দিল্লীতে অবস্থানের সময় সরকারী বিল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিয়ম ব্যতিরেকে কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রশ্নই উঠে না। সরকারী প্রয়োজন ব্যতীত কোন গাড়ী ব্যবহার করা হয়না, এতৎ সম্পর্কে অর্থ দপ্তর কর্ত্তৃক আরোপিত নির্দ্দেশিকা যথাযথ ভাবে পালন করা হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহন করা যায় না। তারপর ডিমাণ্ড ৯নং মেজর হেড ২০৫২ এর উপরে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় — "That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/ to represant the economy that can be effected on the particular matter viz

মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিলাস ভ্রমনে অপচয় রোধ করতে, ব্যর্থতার প্রতিবাদে"।

স্যার, সরকারী কার্য্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের রাজ্যের বাইরে যেতেই হয়। তবে সেই ভ্রমন অর্থ দপ্তর থেকে প্রচারিত নিয়ম বিধি পালন করেই করা হয়ে থাকে। কাজেই এই ব্যাপারে যে কাট মোশান এসেছে তাকে সমর্থন করা যায় না। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস একটা কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার-৯, মেজর হেড ২০৭০-এর উপরে।

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-

জোট মন্ত্রীসভার সদস্যগণ নতুন দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে ত্রিপুরা ভবনের গাড়ী ও ভাড়া করা গাড়ী নিয়ে যত্রতত্র প্রমোদ ভ্রমন, ব্যক্তিগত কেনাকাটা করে সরকারী অর্থ অপচয় করার প্রতিবাদে।

স্যার, দিল্লী, কলকাতা এবং গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনে মন্ত্রীগণ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন। এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে বেসরকারী গাড়ী ভাড়া করা হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সেটা করা হয়। কাজেই এই কাট-মোশানটি মানা যায় না।

আরেকটি কাট-মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ডিমাণ্ড নাম্বার -৯ মেজর হেড ২০৫২ এবং ২০৭০

Cut Motion on Demand No 9, 2052

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100000/-to represent the economy that can be effected on the particulars matter Viz ;

"জোট মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের বাড়ীঘর সাজানোর নামে রাজ্যের কোষাগারের অর্থ অপচয় সম্পর্কে"

Sir, this Cut Motion cannot be considered as the allegation made in it is false. No money is spent for purchasing furnitures for declration of the houses of Ministers.

Cut Motion on Demand No 9, Major Head-2070

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivances that'

'কং (ই) ও টি, ইউ, জে এস জোট সরকারের মন্ত্রীগণ নয়াদিল্লী, কলকাতা, গৌহাটী ত্রিপুরা ভবনের গাড়ীর অপব্যবহার, বিলাসব্যসন, প্রমোদ ভ্রমন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী অর্থের অপব্যবহারের প্রতিবাদে।'

Sir, I have stated earlier that ministers make tour outside the State in the interest of the Government and the public and not for entertainment. And the vehicles are hired and used following the rules of the Goveroment. Hence the question of reducing Rs. 100/- can not arise.

Sir, another Cut Motion has been raised by the hon'ble Member Sri Badal Chowdhury on Demand No. 11-Major Head-2055-

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-"

'বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরী করে হয়রাণী করার প্রতিবাদে।'

Sir, this Cut Motion also can not be considered as the allegation made in it is completely false.

Another Cut Motion has been raised by shri Bidya Ch. Debbarma on Demand No 11, Major Head-2055-

এখানে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। তিনি বলেছেন :- "রাজ্যে উগ্রপন্থী দমনের নামে বিরোধী দলের কর্মীদের নির্যাতনের প্রতিবাদে।"

Sir, the allegations are baseloss and motivated. Police is active and discharging its duties according to law and deals with miscreants irrespective of any political consideration

Hence the deduction of any amount from this head does not stand.

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১, মেজর হেড ২০৫৫। এখানে কাট মোশান এনেছেন

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়।
"রাজ্যের থানাগুলিকে নির্বাচনের কেন্দ্রে পরিনত করার প্রতিবাদে।"

Sir, the allegat on is false and motivated and Polic Stations function according to law. Specific instance of high handedness of any such complaint can be looked into.

Hence the deduction of any such amount from this sub-head does not stand.

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার-১১, মেজর হেড-২০৫৫। এখানে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার ও সুকুমার বর্মন মহোদয়।

"রাজ্যের থানাগুলিকে বিরোধীদের নির্যাতন কক্ষে পরিনত করার প্রতিবাদে।"

Sir, the allegation is false Police stations are functioning according to Law It is however, a fact that some allegations of torture in Police Custody have come to notice and the same have been investigated / inquired into. Of the 11 allegations reported in west District, four have been dropped by the courts and remaining 7 are still under enquiry. There was one such allegation in North District and the concerned officer was placed under suspension and case registered in respect of the same is under investigation. Out of 6 allegation reported in South District five were not substantiated during enquiry and the remaining one is subjudice.

Hence the deducation of any such amount from this subhead does not stand.

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ —মেজর হেড —২০৫৫। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা, শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীনকুল দাস মহোদয় কাটমোশান এনেছেন।

'রাজ্যের সাধারন মানুষের জীবন ধন-মান রক্ষায় পুলিশ দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।'

Sir, the allegation is false. Police in Tripura is utilised

as per law for protecting of life and property of the people of Tripura very well though CRPF has been pulled out from Tripura by the Government of India for deployment also where after TNV accord.

Hence the deducation of any amount from this sub-head dose not stand at all.

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার—১১ মেজর হেড ২০৫৫। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী.গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় একটি কাট মোশান এনেছেন।

'পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি, স্বজন-পোষন ও অফিস সাজানোর নাম করে সরকারী অর্থ নয়-ছয়ের প্রতিবাদে।'

Sir, the allegation is false. There is no such instance that police fund are using for decorating the office.

Hence the question of deduction of any amount dose not stand.

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩ মেজর হেড—৫৪৬৫। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় একটি কাট মোশান এনেছেন।

'টি. এস, আই, সির শিল্প সংস্থাগুলিকে অচল ও বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।'

স্যার, এইগুলি পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানো হোক।

মি: স্পীকার : — ইয়েস্।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম বিগত সরকারের আমলে বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকাংশে সামলে নিয়েছে। এই মুহুর্তে নিগম একটা উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান। লাভজনক এবং অলাভজনক ইউনিটগুলো এই প্রথম বারের মতো চিহ্নিত করে মুনাফার লক্ষে সমস্ত কর্মকাণ্ডে গতিসঞ্চার করা হয়েছে। এই নিগম বন্ধ করে দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

ইট ভাট্টা, চিনিকল এবং কাঁচামাল সরবরাহ ইউনিটগুলোর জন্যে ব্যাংক থেকে বিগত সরকারের সময়ে যে টাকা ঋণ হিসাবে নেয়া হয়েছিল তা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা ওনারা করে যাননি। ফলত: নিগমকে সেই ঋণভার লাঘবের জন্যেও চেষ্টা করতে হচ্ছে। চলতি আর্থিকবছরে রাজ্য সরকার উক্ত নিগমকে ৫০ লক্ষ টাকা শেয়ার মূলধন অনুদানের পরিমান প্রায় দ্বিগুন করা হচ্ছে। সরকারের পৃষ্টপোষকতার ও নিগমের বর্ত্তমান পরিচালক মণ্ডলীর কর্ম তৎপরতায় উক্ত নিগম যে সময়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সে সময়ে হতাশার সুর ছড়িয়ে কোন কোন মহল সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চলতি বছরে নিগম প্যারাফিন ওয়াক্স-এর কোন কোটা যেমন বাতিল হতে দেয়নি, তেমনি রেকটিফাইড্ স্পিরিটের কোটাও সম্পূর্ণ ভাবে তুলে নিয়েছে। এতে সরকারের যেমন রাজস্ব আয় বেড়েছে তেমনি নিগমও প্রচুর টাকা ব্যয় করেছে। ইটভাট্টাগুলিতে উৎপাদন চালু রয়েছে। নিগমের বেসরকারী বাজারে ইট বিক্রী করার সিদ্ধান্ত ফলপ্রসু হয়েছে। অবশ্য বহি: রাজ্যের গোলযোগের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক আসা সম্ভব হয়নি। তৎসত্ত্বেও স্থানীয় লোকজনদের প্রশিক্ষন দিয়ে এ বছর পরীক্ষামূলকভাবে ইট ভাট্টার কাজ চালু রেখে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

সিমেন্ট ফ্যাকটরিতে উৎপাদনের জন্যে এবছর নুতন ফরমূলা উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা ল্যাবরেটরী টেষ্টে সঠিক বলে প্রমানিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সিমেন্টের উৎপাদন এবছর উৎসাহ ব্যাঞ্জক হবে।

ফল সংরক্ষন কেন্দ্রের উৎপাদিত প্রায় সমস্ত পণ্যই বুক হয়ে গিয়েছে। কলিকাতায় নিযুক্ত নুতন পরিবেশক ইতিমধ্যেই প্রায় তিন লক্ষটাকার মাল নিয়েছেন। তদুপরি আই, টি, ডি, সির টেণ্ডারও এই নিগম এবছর সফলতার সংগে অংশগ্রহন করেছে আশা করা যাচ্ছে প্রচুর টাকার অর্ডার সহসাই আসবে। এর বাইরে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের টেণ্ডারে নিগম অংশগ্রহণ করছে। ঔষুধের কারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একটা পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। নিগম ইতিমধ্যে মুনাফামুখী কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসাবে তার বিলাতি মদের ফ্যাক্টরী বাধারঘাট থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরিত করেছে। সর্বোপরি, নিগম বামফ্রন্টের আমলের সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃত ঋণের একটা বিরাট অংশ পরিশোধ

করেছে। অতএব নিগমের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। ইতিমধ্যে নিগম ভারত সরকারের সংস্থা ইণ্ডিয়ান পেট্রো ক্যামিকেলস কর্পোরেশন লি: এর স্থানীয় স্টকিস্ট হিসাবে নিযুক্তি পত্র পেতে যাচ্ছে। এর ফলে নিগমের মুনাফা অনেক বাড়বে। সুতরাং এই কাট মোশান গ্রহণ করা যায় না। বিরোধীদের সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে এবং এই হাউসে যে ১৯৯০-৯১ ইং সনের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড বিভিন্ন মন্ত্রীরা যেটা মোভ করেছেন। সেটাকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করার আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

VOTING ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1990—91

মি: স্পীকার : — মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তভূক্ত মূল ডিমাণ্ড ভোটে দেওয়া হবে।

Demand No.9,

There are 10 (ten) Cut Motions on this demand. I am putting first the Cut Motions one by one.

1 The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury on demand No 9, Major Head —2052

'That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that— অপ্রয়োজনীয় সংকোচ না করার প্রতিবাদে।'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

2 The question before the House is the Cut Motion Moved

by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury on demand No. 9, Major Head—2052

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that— ব্যয় সংকোচের ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

3. The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury on Demand No. 9, Major Head—2070

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that— "Wastful expenditure বন্ধ করতে ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

4, The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No. 9, Major Head 2070—

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —

"কলকাতা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিলাশ ভ্রমনে সরকারী অর্থের চরম অপব্যয় সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

5. The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No 9. Major Head 2052—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz -

"মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিলাস ভ্রমনে অপচয় রোধ করতে ব্যর্থতার প্রতিবাদে "

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

6. The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No. 9 Major Head 2052 –

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular mater viz —

Failure to control and climinate wastefull expenditure on motor Vehicles.

7. The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sunil Kr, Choudhury on Demand No 9, Major Head 2052—

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz — মন্ত্রীদের অফিস সাজানোর নামে যথেচ্ছ অর্থ অপব্যয় করার প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

8. The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No 9, Major Head 2070 –

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10000/ — to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-'জোট মন্ত্রীসভার সদস্যগণ নতুন দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে ত্রিপুরা ভবনের গাড়ী ও ভাড়া করা গাড়ী নিয়ে যত্র তত্র প্রমোদ ভ্রমন, ব্যক্তিগত কেনাকাটা করে সরকারী অর্থ নয়ছয় করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

9. The question before the House is the Cut Motion Moved by

the Hon'ble Member Shri Chitta Rn. Saha on Demand No. 9, Major Head 2052 —

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz — "জোট মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের বাড়ী ঘর সাজানোর নামে রাজ্যের কোষাগারের অর্থ অপচয় সম্পর্কে :"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

10. The question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Chitta Rn. Saha on Demand No, 9 Major Head 2070 —

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivences that : -

কং (ই) ও টি.ইউ,জে এস, জোট সরকার এর মন্ত্রীগন নয়াদিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনের গাড়ীর অপব্যবহারের, বিলাস ব্যসন, প্রমোদ ভ্রমন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী অর্থের অপব্যবহারের প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Now I am putting the Demand No 9 to vote.

The question before the House is the Demand No. 9 moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceding Rs. 46, 09,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 9. under the following Major Heads : -

2052	Secretariat General Services.	Rs. 42,27,000/-
2070	Other Administrative Services.	Rs. 3,82,000/-

(The Demand was put to Voice and passed.)

Mr. Speaker : — Now, Demand for Grant No. 11. There are no cut motions on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bidya Ch. Deb Barma on Major head-2205 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to repre-

sent the economy that can be effectet on the particular matter viz. পুলিশকে দুর্বৃত্তদমনে নিষ্ক্রিয় করে রাখার প্রতিবাদে "

(The Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bidya Ch. Deb Barma on Major head-2205 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'রাজ্যে উগ্রপন্থী দমনের নামে বিরোধী দলের কর্মীদের নির্যাতনের প্রতিবাদে'।

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs. 62,43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 11 under the following Major head 2205—Police—Rs. 62,43,000/-." (The Demand was put to voice vote and Passed.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on Major head-2205 that the amount of demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the ecnomy that can be effected on the particular matter viz. 'রাজ্যের থানাগুলিকে নির্বাচন ক্ষেত্রে পরিনত করার প্রতিবাদে।

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Matilal Sarkar & Sukumar Barman on Major head 2205 that the amount of the demands be reduced by Rs. 50,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, 'থানাগুলিকে বিরোধীদের নির্যাতনের কক্ষে পরিনত করার প্রতিবাদে।' (The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Chitta Rn. Saha, Samar

Chowdhury and Nakul Das on Major head—2205 that the amount of the demand be reduced by Rs 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz 'রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন, ধন, মান রক্ষায় পুলিশ দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদে' (The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demand to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 62,43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No 11 under the following Major head—2205 –Police ...Rs. 62,43,000/- (The Demand was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No. 32. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that, a further sum not exceeding Rs. 53,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 32, under the following Major head 2552—North Eastern areas .. Rs 53,50,000/- (The Demand was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No. 33. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhury on Major head 5465 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. 'T.S.I.C এর শিল্প সংস্থাগুলিকে অচল ও বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে'

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 24,00,000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect on Demand No. 33, under the following Major head 5465—Investment in General, Financial and Trading Institutions ...Rs. 24,00,000- (The Demand was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No. 34. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,00,000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No 34 under the following Major head—6851 Loans for Village & Small Industries Rs. 5,00,000-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No. 40. There is no cut motion on demand also. I am putting the demand to vote.

The questian before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 20,000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 40, under the following Major head—2515—Other Rural Development Programme ..Rs. 20,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No 52, There is no cut motion on this demand also So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs.

1,25,49,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 52 under the following Major heads-

2851-Village & Small Industries	Rs. 75,49,000/-
4425-Capital Outlay on Cooperation	Rs. 20,00,000/-
5465-Investment on General Financial and Trading Institutions	Rs. 30,00,000/-,

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, the Demand for Grand No.,30. There are two cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Badal Chowdhury on Major head-4405 that the amount of the demand be reduced by Rs. 50,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—দুঃস্থ মৎস-'জীবিদের দ্রুত পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার প্রতিবাদে

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das on Major head-4405 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Protest against the transfer of Govt. tank from Fisherman Cooperative Societies to other places;'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Min ister in-charge of the Agriculture Department that a further sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 30 under the following Major head-4405 Capital outlay on Fisheries Rs. 5,00,000l-,

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Next, Demand for Grant No. 35. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty on Major head-2552 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-"কৃষকেরা সময় মত সার, বীজ কীটনাশক ঔষধ না পাওয়ার প্রতিবাদে"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Next, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the agriculture Department thet a further sum not exceeding Rs. 42,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 35 under the following Major head-2552-North Eastern Areas – Rs. 42.00,000

(The Motion was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand for Grant No. 10. There is no cut motion on this damand, So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics etc. Department that a further sum not exceeding Rs. 66,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No, 10 under the following Major heads

3451- Secretariat Economic Services Rs. 44,000/-

3454- Census Survey & Statistics Rs. 65,81,000/-

(The Motion was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand for Grant No 12. There is one cut motion

on this Demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand,

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das on Major head- 3055 that the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that 'Total mismanagement in administration in Tripura Road Transport Corporation."

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Transport & Public Works Department the a further sum not exceeding Rs. 57,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Depand No 12 under the following Major head - 3055 - Road (Transport .. Rs. 57,000/- ; (The Motion was put to voice vote and Passed)

Now, Demand for Grant No. 16 There are as many as 4 cut motions on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand,

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Choudhury on Major head— 5054 that the amount of the demant be reduced by Rs, 100 to ventilate the specific grievances that 'ব্যাপক দুর্নীতি বন্ধ করতে ব্যর্থতা সম্পর্কে।' (The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar on Major head— 5054 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that (a) Failure to pay of dues for import of power, (b) Failure to extend electric lines to remote villages, and (c) Failure to generate power to the possible extend, (The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Matilal Sarkar on Major head—5054 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100- to ventilate the specific grievance that 'Need to reconstruct the important bridge on Sonai River at Ishanchandranagar under Bishalgarh Block,' (The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumdar on Major head—5054 that the amount of the demand be reduced be Rs. 100- to ventilate the specific grievance that 'Failure to development Garjanmura-Kishoreganj Road via Shulghati' (The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 1,42,40,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 16 under the following Major head—5054 Capital Outlay on Roads & Bridges ......Rs. 1,42,40,000 (The Cut Motion was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No. 26. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhury on Major head —2225 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that "রুগ্ন ও অসুস্থা চিকিৎসাধীন উপজাতি রোগীদের রাজ্যে ও বহিরাজ্যে চিকিৎসা খরচ সাহায্য না দেওয়ার প্রতিবাদে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand to vote. Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 6,70,69,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 In respect of Demand No. 26 under the following Major Head :—

2225 -- Welfare for Sch, Castes, Sch. Tribes and other
Backward Classes. Rs. 6,70 69,000

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is a cut motion on the Demand No. 37 --2552 moved by Shri Khagendra Jamatia and Shri Sukumar Barman that the amount of the Demand be raduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that –"তাকমা ছড়ার রাবার প্রসেসিং ফেক্টরী স্থাপনের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাকে অচল করে রেখে রাবার শিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে।

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :– Now, I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 11,25,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during tee year ending on 31st March, 1991 in respect of Demnd No. 37 under the following Major head —

2552—North Eastern Area Rs 11,25,000

(The demand was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 47 to vote. Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 6,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 47 under the following Major Heads :

3425-Other Scientific Research Rs. 6,00,000 -

(The Demand was put to Voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- There is a cut motion on the Demand No 29 moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz --"উপজাতী এলাকায় কাজ না দেওয়ার প্রতিবাদে "

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 13,98,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :

2235-Social Security and welfare, Rs. 13,98,000

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker : -- There are four cut motion on the Demand No. 31-2515. The cut motion moved by Shri Matilal Sarker that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that-failure to provide works for jumias in Chaowmanu and other blocks.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Fayzur Rahaman and Sri Sukumar Barman that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz "রাজ্যের গ্রামীন শ্রমিকদের সারা বৎসর কাজ না পাওয়ার প্রতিবাদে ."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Sunil Kr. Choudhury that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz মন্ত্রীদের অফিস সজ্জার নামে যথেচ্ছ অর্থ অপব্যয় করার প্রতিবাদে '

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Rudreswar Das that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to vantailate the specific grievance that-"Protest against drive eviet Tribal from Debbari gaon panchayet under Salema Block.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr, Speaker :—Now the question before the House is that further sum not exeeding Rs, 2,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

2515-Other Rural Development Programme Rs. 2,00,000

(The demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :- There is a cut motion on the Demand No. 38-6216 moved by Shri Purnamohan Tripura that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievances that — "প্রান্তিক চাষী গরীবদের জন্য গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মানের ঋন দেওয়ার প্রকল্প সম্প্রসারিত না করার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 90 00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 38 under the following Major Head :—

6216—Loans for Housing. Rs. 90.00.000

Mr. Speaker :- There are six cut motion on the Demand No. 17 2801. The cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma and Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10;00,00 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz -- গ্রামীন এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারনে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The demand was put to voice vote and lost)

Mr. speaker :- The cut motion moved by Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100000 to represent the economy of that can be effected on the particular matter viz -' বক্রিবাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আনার ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দেবার ব্যর্থতা সম্পর্কে "

(The demand was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100- to ventilate the specific grivences that —"খোয়াই মহকুমার দেবতা বাড়ী মুড়াবাড়ী রূপারাই, জত্রাই সেনাপতি, দক্ষিন ঘিলাতলী ইত্যাদি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার দাবীতে"।

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Gopal Ch. Das that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100000 to represent the economy can be effected on the particular matter viz—
১। "বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক যখন তখন লোডশেডিং রোধ করতে ব্যর্থতার প্রতিবাদে"
২। "গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে" ৩। 'বিদ্যুৎ চুরী রোধে কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে"।

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : The Cut Motion moved by Shri Fayzur Rahaman that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,00,000 to ventilate the specific grivance that "রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলিতে বিদ্যুত সরবরাহে ব্যর্থতার প্রতিবাদে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— The cut Motion moved by Shri Sukumar Barman that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivences that— "দুর্লভনারায়ণ গ্রামে এবং পশ্চিম নলছড় এর দক্ষিণ পাড়ায় বিদ্যুত লাইন সম্প্রসারণ না করার প্রতিবাদে।"

(The Demand was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now The question before the house is that further sum not exceeding Rs. 3,25,05,000 be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 17, under the following Major Heads :

2801 – Power Rs. 3,26,65,000

(The Cut motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Now The question before the House is that further sum not exceeding Rs. 86,05,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads.

3456 – Civil Supply Rs 3,95,000

4408 – Capital Outlay on Food storage and ware Housing Rs 82,10,000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker : – There is a Cut Motion on the Demand No. 24 moved by Shri Matilal Sarkar that the amout of Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that – failure to open information centres at important Rural Market places.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs. 3,52,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No 24 under the following Major Head :—

2220 – Information and Publicity. Rs. 3,52,000

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker : Now, The question before the House is that further sum not exceeding Rs. 41,35,000/- be granted to defray the charges which willcome in couse of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No 51 under the following Major Head :—2204 Sports and youth Programmee Rs. 41,35,000

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker : There are four cut motions on the Demand No' 36—2403. The cut motion moved by Shri Matilal Sarkar that the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effecteb on the particular matter viz "রাজ্যের পশুপালন কেন্দ্রগুলিতে চরম অব্যবস্থার প্রতিবাদে"।

(The Cut Motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : The cut motion moved by Shri Bidya Ch Deb Barma that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. ১) "ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পশুপালন কেন্দ্র না খোলার প্রতিবাদে" ২) "গ্রামের পশুপালন কেন্দ্রগুলিতে ঔষধ না থাকার প্রতিবাদে "

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : The cut motion moved by Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—"আর, কে, নগর কেটল ফার্মের ধ্বংসপ্রায় অবস্থা রক্ষ না করতে পারার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : The cut motion moved by Shri Fayzur Rahaman that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grivances that "গরু, হাস, মুরগী এবং শূকর ইত্যাদি পশু ও পাখীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অরাজকতা অবস্থা সৃষ্টির প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 25,16,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No 35 under the following Major Head :

2403 – Animal Husbandry Rs. 25,16,000

(The demand was put to voice vote and passed)

মি: স্পীকার : — এই সভা আগামীকাল ৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইলো।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 88

Name of the M. L. A Sri Ratanlal Ghosh

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department

be pleased to state :-

Question

১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত রাধাকিশোর নগরে কোন ফার্ম আছে কি ?

২। থাকলে, তা কি ধরনের ফার্ম।

৩। এই ফার্মটি গোটিয়ে ফেলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

৪। এই ফার্মে বর্তমানে মোট কয়টি গরু আছে এবং

৫। ফার্মটি পরিচালনার জন্য কতজন ষ্টাফ আছে, (নিয়মিত ও অনিয়মিত এস, আর, ই, পি, ওয়ার্কার মিলিয়ে আলাদা, আলাদা হিসাব)

ANSWER

১। হ্যাঁ, রাধা-কিশোর নগরে পশু পালন বিভাগের একটি ফার্ম আছে।

২। ইহা একটি মিশ্র খামার।

৩। না এ ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

৪। এই ফার্মে বর্তমানে মোট ২৪৩ টি গরু আছে।

৫। এই ফার্ম পরিচালনার জন্য মোট ১১৫ জন নিয়মিত, ১১৪ জন অনিয়মিত, এবং ৪•১ জন এস, আর, ই, পি ওয়ার্কার আছে।

Admitted Starred Question No. 129

Name of Member : Shri Amal Mallik.

will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :-

Question

১। বাইখোরা cold store টি চালু হয়েছে কিনা ?

২। যদি না হয়ে থাকে তার কারন, এবং

৩। অতি সত্বর চালু করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

ANSWER

১। বাইখোরা cold store টি এখনো চালু হয় নাই।

২। বাইখোরা cold store টি রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি গত ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং কৃষি বিভাগের কাছে হস্তান্তরিত

২। Civil Construction এর প্রয়োজনীয় মেরামতি ও Trial run এর সময় পরিলক্ষিত কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করার পর Cold Storage টি চালু করা সম্ভব হইবে।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Staraed Question No. 134

Name of Member :- Shri Samar Choudhury,

will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। পূর্ত দপ্তরের কর্মরত বিভিন্ন অফিসারদের উপর সরকারী অফিসে কাজের সময় গত ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দুর্বৃত্তদের দ্বারা কয়টি হামলা, আক্রমন এবং ভাংচুর হয়েছে।

২। এই সকল দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

ANSWER

১। মোট ৮টি ঘটনা ঘটে।

২। এই সমস্ত ঘটনায় জড়িত মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 145

Name of the Member :- Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state : –

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ, বড়পাথারীতে সরকার সহসাই P. S বা O. P করার পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ?

ANSWER

১। বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে একটি পুলিশ আউট পোষ্ট স্থাপন করার বিষয়টি বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে বড়পাথারীতে থানা বা আউট পোষ্ট করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নিকট নাই।

২। আগামী ১৯৯১—৯২ অর্থ বৎসরে খোয়াইতে পুলিশ আউটপোষ্ট স্থাপন করার বিষয় সরকার চিন্তা ভাবনা করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 178

Name of Member :—Ratan Lal Ghosh,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে Central Force কত,

২। 1989 A. D.-এর November এ ত্রিপুরাতে Central Force কত ছিল,

৩। ত্রিপুরাতে জন নিরাপত্তার স্বার্থে Special Security Forcc-এর মতো কোন Batillon গঠন করার প্রয়োজন আছে কি,

৪। যদি থাকে তবে তা কবে নাগাত গঠন করা হবে ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister Tripura.

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ১০ কোম্পানী নিয়োজীত আছে। এছাড়া ৮ ব্যাটালিয়ন বি এস, এফ বাহিনী আছে।

২। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনীর ১২ কোম্পানী ছিল।

৩ এবং ৪। ত্রিপুরাতে জননিরাপত্তার স্বার্থে টি এস আর এর একটি ব্যাটেলিয়ন ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নও অতি সত্বরই গঠন করা হবে।

Admitted Starred Question No. 199

Name of Member :– Shri Diba Chadra Hrangkhwal,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২৬শে ডিসেম্বর ৯০ইং তারিখে মনু থানা ও ছামনু থানাধীন পুলিশ গোবিন্দ বাড়ী গর্জন পাশা থেকে চার কট্টর এ,টি টি,এফ বৈরীকে গ্রেপ্তার করেছে

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে ঐ চারজন এ,টি টি,এফ বৈরীদের নাম কি কি, এবং তাদের ঘরবাড়ী কোথায় এবং তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumdar,
Chief Minister, Tripura.

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠিবে না।

Admitted Starred Question No. 204

Name of the Members :— 1) Shri Sushil Kumar Chakma,
2) Shri Diba Chandra Hrankhwal,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ২৭শে জুলাই ১৯৮৯ ইং তারিখে দামছড়া খাদ্য গুদামে চাউল লুট করার সময় কতজন লোক মারা গিয়াছে ;

২। উক্ত ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে কোন সরকারী সাহায্য অথবা পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

৩। কোন সরকারী সাহায্য বা চাকুরী না দেওয়া হলে তার কারন ;

৪। ইহাও কি সত্য যে গত ২৭শে জুলাই ১৯৮৯ সালে দামছড়া ঘটনায় Smt. Nurual Chim Tripura W/o Sri Lalngulman Tripura ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে মারা যায় এবং ঐ মৃত মহিলাটির পরিবারে কাহাকেও এখনও সরকারী চাকুরী দেওয়া হয় নাই ;

৫। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ চাকুরী দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। মোট ৪ জন।

২ নং, ও ৩ নং মৃত ব্যাক্তিদের পরিবারের প্রত্যেকে ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। তাহাছাড়া মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের একজন

সদস্যকে সরকারী চাকুরী প্রদান করার জন্য রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে মৃত ব্যাক্তিদের পরিবারের এক জনকে চাকুরীতে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষা দপ্তরে জমা দেয়ার জন্য যথারিতী নির্দেশ প্রেরন করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই তাহাদের যোগ্যতা সংক্রান্ত কাগজপত্র শিক্ষা দপ্তরে জমা দেয় নাই। শিক্ষা দপ্তর থেকে মৃত ব্যক্তিদের পরিবার সমূহকে পুনরায় চিঠির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৪ নং, ৫ নং শ্রীমতি মৃত Niruala Chim Tripura-র পতি Shri Lalngulman Tripura-কে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে Shri Lalngulman Tripura কে চিঠির মাধ্যমে চাকুরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার উত্তর পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা দপ্তর থেকে পুনরায় তাহাকে চাকুরীর যোগ্যতা সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No 208

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state —

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার Police Constable এবং Sub Inspector এর স্কেল (পুনর্বিন্যাস) পুনরায় বিবেচনা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন,

২। যদি সত্য হলে তবে কত দিনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস বিবেচনা করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি না করা হয় তবে তাহার কারন কি ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumdar, Chief Minister, Tripura,

১ নং, ২ নং, ৩ নং যদিও সরকার এইরূপ কোন আশ্বাস দেননি তবে তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অর্থ দপ্তরের পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 216

Name of Member :- Shri Sushil Kumar Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় সি, আই, হেড কোয়াটার ভাংমুন থানাতে স্থাপন করা হইয়াছে ;

২। সত্য হইলে তাহার কারন কি ?

A N S W E R

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমানে সারকেল ইনস্পেকটর এবং এস, ডি, পি, ও উভয়েই কাঞ্চনপুর। আছেন। সি আই হেডকোয়াটার কাঞ্চনপুর হইতে কার্য্য পরিচালনায় সুবিধার্থে ভাংমুনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে সি, আই তার এলাকাতে অধিকতর সক্রিয়ভাবে পুলিশ পরিচালনা কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

Admitted Starred Question No. 224

Name of the Member :- Shri Makhan Chakraborty
Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Fisheries Department be Pleased to state : --

QUESTION

১) ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বৎসরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে কত পরিমান মাছ বিক্রি করা হয়েছে, তার হিসাব, এবং

২) রাজ্যের কচ্ছপ উৎপাদন প্রকল্পটি থেকে মৎস্য দপ্তর উপরোক্ত সময়ে কতটুকু উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং

৩) এই প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয়িত হায়ছে ?

ANSWER

১) ১৯৯০ ৯১ইং আর্থিক বৎসরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে মোট ৮৩,০৮৯'৭০০ কিঃগ্রাঃ মাছ বিক্রি করা হয়েছে।

২) প্রকল্পটি এখনো মঞ্জুর হয় নাই এবং চালু করা হয় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Qeuetion No 229

Name of Member :- Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :-

১নং প্রশ্ন— বর্তমানে রাজ্যে কতটি এন, ই, সি প্রজেক্ট চালু আছে এবং

২নং প্রশ্ন :— কল্যানপুর থানাধীন মহারাণীপুর এন, ই, সি, প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারন কি ?

৩নং প্রশ্ন :— ঐ প্রজেক্টের কাজ পুনরায় চালু করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে কৃষি বিভাগে একটিও এন, ই, সি, ওয়াটারশেড প্রজেক্ট চালু নেই।

২। এন, ই, সি, প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়াতে মহারাণীপুর প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No 238

Name of Member :- Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। উত্তর ত্রিপুরার নালকাটায় NERAMAC (নারাম্যাক) দ্বারা পরিচালিত ফল সংরক্ষন কেন্দ্রে বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কত টন ফলরস সংরক্ষন করা হয়েছে।

২। ইহা কি সত্যি নির্দ্ধারিত মুল্যে আনারস সংগ্রহ করতে না পারার দরুন এ বছর উৎপাদন প্রচণ্ড ব্যহত হয়েছে।

৩। ইহা কি সত্যি আর্থিক অনটনের দরুন কারখানায় শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছে এবং অনেককে বেতন দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি।

৪। NERAMAC রাজ্যে আর কোন নতুন কোন ফল সংরক্ষন প্রকল্প চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করছেন কি ?

Answer

Minister In charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১) ১৪'৬২০ মেঃটন ঘনরস উৎপাদন করা হয়েছে।

২) না, ইহা সত্য নহে।

৩) না, ইহা পুরোপুরি সত্যি নহে। বকেয়া বেতন সকল শ্রমিককে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪) হ্যা, ম্যারামেক অরুন্ধুতি নগরে একটি কাজু বাদাম প্রসেসিং কেন্দ্র স্থাপন করছে

Admitted Starred Question No. 242

Name of Member :- Shri Braja Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৮ইং ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং তাতে মোট কতজন খুন হয়েছেন ?

২) যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারগুলিকে সরকারী আর্থিক সাহায্য ও চাকুরী দেওয়া হয়েছে কি ?

৩) এখন পর্য্যন্ত কতটি ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি ?

৪) যাদের সরকারী সাহায্য ও চাকুরী দেওয়া হয়নি তাদের কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

Answer

Name of Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura

১) মোট ৬১টি ঘটনায় ৯৫ জন খুন হয়েছে।

২) হাঁ। ৩৬টি ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী এবং ৫৪টি ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করা হয়েছে

৩) ৬০টি ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী এবং ৪১টি ক্ষেত্রে অনুদান প্রদানের বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

৪) প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী ও অনুদান দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 249

Name of Member : Shri Nakul Das.

will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Fisheries Department be pleased to State :-

Question

১) রাজ্যের মৎস্যজীবিদের জন্য দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বা বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য কোনরূপ বীমা বা ইনস্যুরেন্স চালু করা হয়েছে কিনা।

২) যদি হয়ে থাকে কংই যুব সমিতি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত মোট কত জনকে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

৩) কতজন মৎস্য জীবি এই পর্য্যন্ত এই বীমার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

Answer

১) হ্যাঁ। ১৯৯০-৯১ হইতে চালু করা হইয়াছে।

২) এখনও আনা হয় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 255

Name of Member :- Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

Question

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের হোমগার্ডদের ৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ছাঁটাই করা হচ্ছে

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এখন পর্য্যন্ত কতজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে ?

৩) রাজ্যের বর্ডার উইংস হোমগার্ড ব্যাটেলিয়নের কতজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়মিত করা হচ্ছে ?

৪) যাদের এখনও পর্য্যন্ত নিয়মিত করা হয়নি তাদের কবে নাগাদ করা হবে ?

Answer

Name of the Minister:- Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১) ত্রিপুরা হোমগার্ডস রুল অনুযায়ী ৬০ বৎসর পর তাদের ছাঁটাই করা হয়।

২) ৫৭ জনকে।

৩) কাহাকেও নিয়মিত করা হচ্ছে না।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

ANNEXURE -'B'

Admitted Un-Starred Question No 30

Name of Members :- Shri Samar Choudhury,
Shri Gopal Chandra Das,
Shri Dinesh Deb Barma,

Question

১) রাজ্যের কোন স্থানে মসজিদ, মক্তাব, মাদ্রাসা, মন্দির গত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও আক্রমনে আগুনে পোড়ানে, ভাঙ্গচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

২) সংখ্যালঘু (ধর্মীয় ও জাতীয়) কোন মহকুমায় কত পরিবারের বাসগৃহ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

৩) সাম্প্রদায়িক আক্রমনে কত নিহত ও আহত হয়েছেন ?

৪) সাম্প্রদায়িক আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য কি ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

Answer

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১) রাজ্যের নিম্নলিখিত স্থানে গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিক্ষিপ্ত ঘটনার ফলে যে সমস্ত মসজিদ, মক্তাব, মাদ্রাসা এবং মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহার হিসাব :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সোনামুড়া বিভাগের সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুরে ১টি কালী মন্দির।

খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন বিলথৈএ ১টি কাঁচা মসজিদ ও ১টি মুক্তাব।

গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন পশ্চিম বিলথৈ এ ১টি মসজিদ ও ১টি মুক্তাব।

ঘ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন ৩২ দ্রোনে ১টি মসজিদ ও ১টি মুক্তাব।

ঙ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন ছনটিলায় ১টি মসজিদ ও ১টি মুক্তাব

চ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন জলেবাসায় ১টি মসজিদ।

ছ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন পেকুছড়ায় ১টি মসজিদ।

ছ) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম লক্ষীবিলে ১টি মসজিদ।

ঝ) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার আমতলী থানাধীন মধ্য চারিপাড়ার ১টি মাদ্রাসা।

ঞ) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার বিশালগড় থানাধীন দক্ষিন বিশালগড় বাজারে ১টি মসজিদ।

ট) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানাধীন গর্জিতে ১টি মসজিদ।

২। ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানাধীন বেতাথী, তিলথৈ এ ১টি বাসগৃহ এবং ধর্মনগর থানাধীন হুরুয়াতে ১টি চা তথা বাজেমালের দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩। কাহারও মৃত্যু হয়নাই তবে ৪ জন সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়।

৪। এই সমস্ত এলাকাসমূহে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সরকার জেলা প্রসাশন ও জেলাপুলিশকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রসাশন ও জেলা পুলিশ উল্লেখিত স্থানে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় সচেষ্ট। তাছাছাড়া উল্লিখিত স্থানে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে যাহাতে এই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ, মুক্তাব এবং মাদ্রাসাগুলি সংস্কারের জন্য স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে আপাতত মোট ১,০৫,০৭১ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 63

Name of Member : Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Animal Husbandary Department be pleased to state :—

১। রাধা কিশোরনগর ক্যাটেল ফার্মে বর্তমানে কয়টি Live stock আছে এবং এগুলির মধ্যে কয়টির Life stock আছে এবং কয়টির নেই

২। এগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সরকারের কি কি পরিকাঠামো আছে এবং এর জন্য সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমান কত।

৩। বর্তমানে Live Stock ছাড়া আরও কি কি উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী এই ফার্মে রয়েছে। এবং

৪। এই ফার্ম থেকে সরকারের বাৎসরিক আয় কত ?

ANSWER

১। অত্র পশু-পালন বিভাগের রাধাকিশোর নগর যৌথ খামারে বর্তমানে ২৪৩ টি গবাদি পশু (Live Stock) আছে এবং এগুলির মধ্যে ১৯৪ টি প্রজনন যোগ্য (Life force) এবং ৪৯ টির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে, (Life forec) নেই।

২। এগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য প্রথমতঃ থাকার মত সুষম খাদ্য, প্রয়োজনীয় জল ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে দ্বিতীয়ত এদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র পশু চিকিৎসার প্যারা ভেটেনারী, কম্পাউণ্ডার, এটেনডেন্ট ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মচারী সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত আছে এবং এর জন্য সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৯.১৪,১৮৭'২৫ টাকা।

৩। বর্তমানে Live stock ছাড়া এই ফার্মে উন্নত জাতের গো-খাদ্য উৎপাদন খামার, প্যারা ভেটেনারী। টেকনিকেল প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ফার্মে ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন ও সারাই এর জন্য একটি ম্যাকানিকেল ইউনিট, একটি গো-খাদ্য পরীক্ষা নিরীক্ষণের জন্য লেবরেটরী এবং একটি বিদেশী হাঁসের প্রজনন খামার আছে। এছাড়া একটি ফিড মিক্সিং প্ল্যান্ট আছে।

৪। এই ফার্ম থেকে সরকারের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৫৮,৩৪,৩৩৪'৬০ টাকা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 73

Name of Member : - Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :--

১। রাজ্যের কোন কৃষি ব্লকে ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরে সুতি পাট এবং মেস্তা উৎপাদন অনুমিত পরিমাণ কত,

২। কত সংখ্যক উপজাতি এবং অনুপজাতি উৎপাদক মেস্তা ও পাট উৎপাদনের সাথে এই বছরগুলিতে যুক্ত ছিলেন,

৩। সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে পাট ও মেস্তা ক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকার কোন বৎসর কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন এবং তার ফলে কৃষকরা কিভাবে লাভবান হয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। কৃষিব্লক ভিত্তিক সুতি পাট ও মেস্তা উৎপাদনের অনুমিত পরিমাণ নিম্নরূপ (উৎপাদন—বেল হিসাবে প্রতি বেল ১৮০ কেজি।)

কৃষি ব্লক	পাট			মেস্তা		
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	৯০-৯১	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১
পানিসাগর	৪৭৭	৩০৩	৪০৬	১৪৭	৩৪১	৫০৬
কাঞ্চনপুর	১০০১	৯০৫	৯৬১৫	১৫২৫	১৩৩৩	২৯৫৬
কুমারঘাট	১১৭২	১১৫২	১২৮১	১৭৫৮	১৭৪১	১০৮
ছামনু	১৯৫৭	১৩০৯	১৯৪৪	১৮৩৫	১৫৯১	৩৪৯০
সালেমা	২০১৭	১০৬১	১২২৪	৭৪৫২	৩১৭৫	৪৫০০
উত্তর ত্রিপুরা :-	৬৫৮০	৯৭৮০	৬৫০০	১৩৭২৭	৭৯৪৫	১৩৬১০
খোয়াই	১৬০২	১১০২	১৩৫৫	১৮৯১	১১৭০	১৯২২
তেলিয়ামুড়া	১০৬৫	১০৪৮	১৩৯৭	২৩৬২	১৩৭৭	২৬৯১
জিরানীয়া	১১১০	৮৪০	২৩০৬	২৬৮৬	২১৯০	২৮৪৩
মোহনপুর	৭৭৪	৬০৯	১০৭১	৫৮০৮	৪০৭৬	৪'৩০
বিশালগড়	১৬৪৬	১৩১১	১৭১৯	৫২৯১	৩৮৪২	৩৭২২
মেলাঘর	২৯৭০	২১১০	২১৭৭	৩৯২২	৩২২৫	৩২৫২
পশ্চিম ত্রিপুরা :-	৯১৬৭	৭০২০	১০৩৬৬	২১৯৬৪	১৬২১০	১৮৭৬০
উদয়পুর	৩২৭২	১৩৭১	১৭৬৩	২৬৩২	১৭৭৫	২৯৭৯
অমরপুর	১২১৬	১৪৮৯	২৫১৯	১৩৬৫	১০১৪	২৭০৬

উদয়পুরনগর	৩৬৮	৩০০	৪২৮	৬৯৪	৪৯১	৯৩০
বগাফা	৭২২	৩২৫	৬০০	৫৫৯৭	১০৭৮	৩০৮৩
রাজনগর	৫৫৮	৩৪৫	৪২৩	১০২৩	৭৮০	২৫৭৮
সাতচাঁন্দ	৭১২	১১৫০	১০১১	৩৫৩৫	১৪২৭	২৪৬৪
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৯১৮	৫০০০	৬৭৪৪	১৪৮৪৬	৬১৪৫	১৪৭৪০
মোট ত্রিপুরা	২২৬৬৫	১৬৬০০	২৩৬১০	৫০৫৩৭	৩১৭০০	৪৭১১০

২) পাট ও মেস্তা উৎপাদনকারী কৃষকদের মধ্যে পরিচয় পত্র বিতরনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্ব প্রথম ১৯৮৭-৮৮ইং সালে যত সংখ্যক কৃষকদের পাঁচ বৎসর মেয়াদের পাট ও মেস্তা উৎপাদক কারী হিসাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাদের সংখ্যা অনুমানিক ৯৯,৬০০ জন। পরবর্তী সময়ে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০-৯১ইং সালে আরো ৫৫ হাজার কৃষককে পাট ও মেস্তা উৎপাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এইরূপ চিহ্নিত পাট ও মেস্তা উৎপাদনকারী কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন বছরে শত করা ৪৯.৫৫% জন উপজাতি এবং বাকীরা অনুপজাতি।

৩। ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত সহায়ক মূল্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত ৩ বৎসরেও কৃষকদের সুবিধার্থে জে, সি, আই এবং তার এজেন্ট হিসাবে Tripura Apex Marketing Co-operative Society Ltd কর্তৃক LAMPS ও PACS এর মাধ্যমে সরাসরি পাট ও মেস্তা ক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যে পরিমাণ পাট ও মেস্তা ক্রয় করা হইয়াছিল, জে, সি, আই-এর তথ্য অনুযায়ী তাহা এইরূপ :--

সংস্থা অনুমদিত এজেন্টের নাম	সহায়ক মূল্যে পাট ও মেস্তা ক্রয়ের পরিমাণ (কুইন্টাল হিসাব) (জানুয়ারী '৯১ মাঝামাঝি পর্যান্ত)		
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১
জে সি আই	১৪৮ ৭৩৫	৮৫.০৩	২২ ৭৭ (ক্রয় সমাপ্ত হয় নাই)
ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	৮২৬৯০	ক্রয় করা হয় নাই	ক্রয় সমাপ্ত হয় নাই

উল্লেখ থাকে যে ১৯৮৯ ৯০ইং সনে পাট ও মেস্তার মূল্য সূচক সহায়ক মূল্যের মোটামুটি উর্দ্ধেই ছিল।

Admitted Un-starred question No. 78
Name of Member : Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। মন্ত্রীদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত বাস্তুভিটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এই সময়ে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister –Shri Sudhir Ranjan Majumder
Chief Minister, Tripura.

১। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যয়ের হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে। তবে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এম-এল-এ দের নিরাপত্তার জন্য ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :

১৯৮৮-৮৯ সনে –৯,০৬,৩৬,০১০ টাকা
১৯৯০ ৯১ সনে – ২ ৫৮,৫২ ০৯৭ টাকা

২। ১৯৮৮ ৮৯ সনে ৪৭,৮১,৭০০ টাকা।
১৯৯০-৯১ সনে –৩৯,৮৪,৭৫০ টাকা।

Admitted unstarred Question No 81

Name of Member : – Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether the State Planning Department has estimated the number of families below poverty line in rural and urban areas in the state before entering into the 8th Five Year Plan.

2. If So done the total number of families below the poverty line of (1) S. T. (2) S C (3) Other backward class and other

class in rural and urban areas.

3, What is the criteria for indentification of below pov rty line in the year of 1990-91 for the rural and urban areas.

ANSWER

1. The Directorate of Planning, Government of Tripura has not made any estimation on the number of families below the poverty line before preparation of Eight Five Year Plan.

2. Does not arise (as the answer to part—1 of the question is Nil)

3. The criteria fixed by the Government of India for households below the poverty line is less than Rs. 6400/- in rural areas and Rs. 7200/ in urban areas (per household annual income) at 1984-85 prices. According to the said norms the criteria for 1990-91 would be less than Rs. 10,008/- in rural areas and Rs. 12,134/- in urban areas (per household annual income) by using the price line of 1990

Un-starred question No. 96.

Name of Member -Sri Rabindra Deb Barma,
Sri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Deptt be pleased to state : –

১। রাজ্যে বর্তমানে কোন উগ্রপন্থী সংস্থা আছে কিনা, যদি থাকে তাদের দমনে কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন।

২। জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর রাজ্যে মোট কয়টি খুনের ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক খুন কয়টি, থানা ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

Name of the Minister : Sri Sudhir Ranjan Majumder
Chief Minister.

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের সিধাই, জিরানীয়া, খোয়াই, কমলপুর, মনু এবং ছামনু থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় এ টি টি এফ নামধারী একটি উপজাতি দল সক্রিয় বলে জানা যায়। এই দলটি দমনের জন্য পুলিশ তল্লাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত সি, আর, পি এফ, দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২। জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর গত ৯-৭-৯০ইং থেকে ৩১-১২-৯০ইং পর্যন্ত রাজ্যে সংঘটিত মোট খুনের ঘটনার সংখ্যা ৮২টি এর মধ্যে রাজনৈতিক খুনের ঘটনার সংখ্যা ৮টি, থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

থানার নাম	মোট খুনের ঘটনার সংখ্যা	রাজনৈতিক খুনের ঘটনার সংখ্যা
১	২	৩
পূর্ব আগরতলা	২	—
জিরানীয়া	৫	—
টাকারজলা	১	-
সিধাই	৪	১
তেলিয়ামুড়া	৪	—
খোয়াই	৮	—
বিশালগড়	২	১
এয়ারপোর্ট	১	—
কলমচড়া	১	১
কল্যাণপুর	৩	১
আমতলী	২	-
পশ্চিম আগরতলা	৫	—
সোনামুড়া	১	—
কৈলাশহর	৩	—
ফটিকরায়	২	—
মনু	৪	—
ছামনু	১	—
ধর্মনগর	২	—
চোরাইবাড়ী	২	—
পানিসাগর	৩	—
কাঞ্চনপুর	১	—

পেচারথল	১	—
আমবাসা	৩	—
সালেমা	৩	—
আর, কে, পুর	২	—
কিল্লা	১	—
বিলোনীয়া	১	—
পি, আর, বাড়ী	২	—
শান্তির বাজার	৪	৩
বাইখোরা	২	—
অমরপুর	১	১
নূতন বাজার	১	—
তৈদু	২	—
গণ্ডাছড়া	১	—
গঙ্গানগর	১	—
	৮২	৮

Printed by : All Tripura Small Press Owner's Association
Office : C/o. Paul Printing House.
Old R. M. S. Chowmohany
AGARTALA.